www.YaNabi.in

রেজ্‌বীঅ্যাকাডেমী

আমাদের এখানে সমস্ত প্রকার ইসলামী বই পুস্তক যেমন কোরান শরীফ, হাদীস শরীফ, তাফসীর এবং আহলে সুন্নাত অল জামাতের সমস্ত বই পুস্তক বিশেষ করে আলা হজরত ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত ও ওলামায়ে আহ্‌লে সুন্নাতের সমস্ত বই পুস্তকাদি বিভিন্ন ভাষার এবং সমস্ত প্রকার ইসলামী স্টিকার, পোষ্টার, টুপি, তোসবী , আতর, সুরমা, জায়েনামাজ, উড়না, বোরকা ঈদ মিলাদুন্নাবীর ফেস্টুন, ব্যানার, ব্যাচ ও দার্শেনেজামীয়ার সমস্থ ক্লাসের কেতাব ইত্যাদি কোলকাতার থেকেও কম দরে পাইকারী ও খুচরা মূল্যে বিক্রয় করা হয় এবং বিভিন্ন ভাষার ইসলামী বই পুস্তক ডি.টি.পি করা হয় ও ছাপানো হয়। পরীক্ষা পার্থনীয়।

পরিচালনায় ঃ

"রেজা মেমোরিয়াল ট্রাষ্ট"

রেজবী নগর, থাঁপুর, দঃ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ

হেল্প লাইন ঃ

9734373658 / 9153630121

পরিবেশনায় ঃ

চিস্তীয়া লাইব্রেরী

গ্রাম - নামুনদাইপুর,, পোঃ লস্করপুর, থানা- লালগোলা, জেলা- মুর্শিদাবাদ

মোবাইল ঃ 9735632869

www.YaNabi.in

Rs. 90

ঈসালে সওয়াব— এর অকাট্য প্রমান

www.YaNabi.in

ঈসালে সাওয়াব — এর অকাট্য প্রমান বা মরনের পর সাওয়াব

লেখক ঃ
মুফতী আমজাদ হুসাইন সিমনানী

সম্পাদনা ঃ
হাকীম মাওলানা আনোয়ার হোসাইন রেজবী

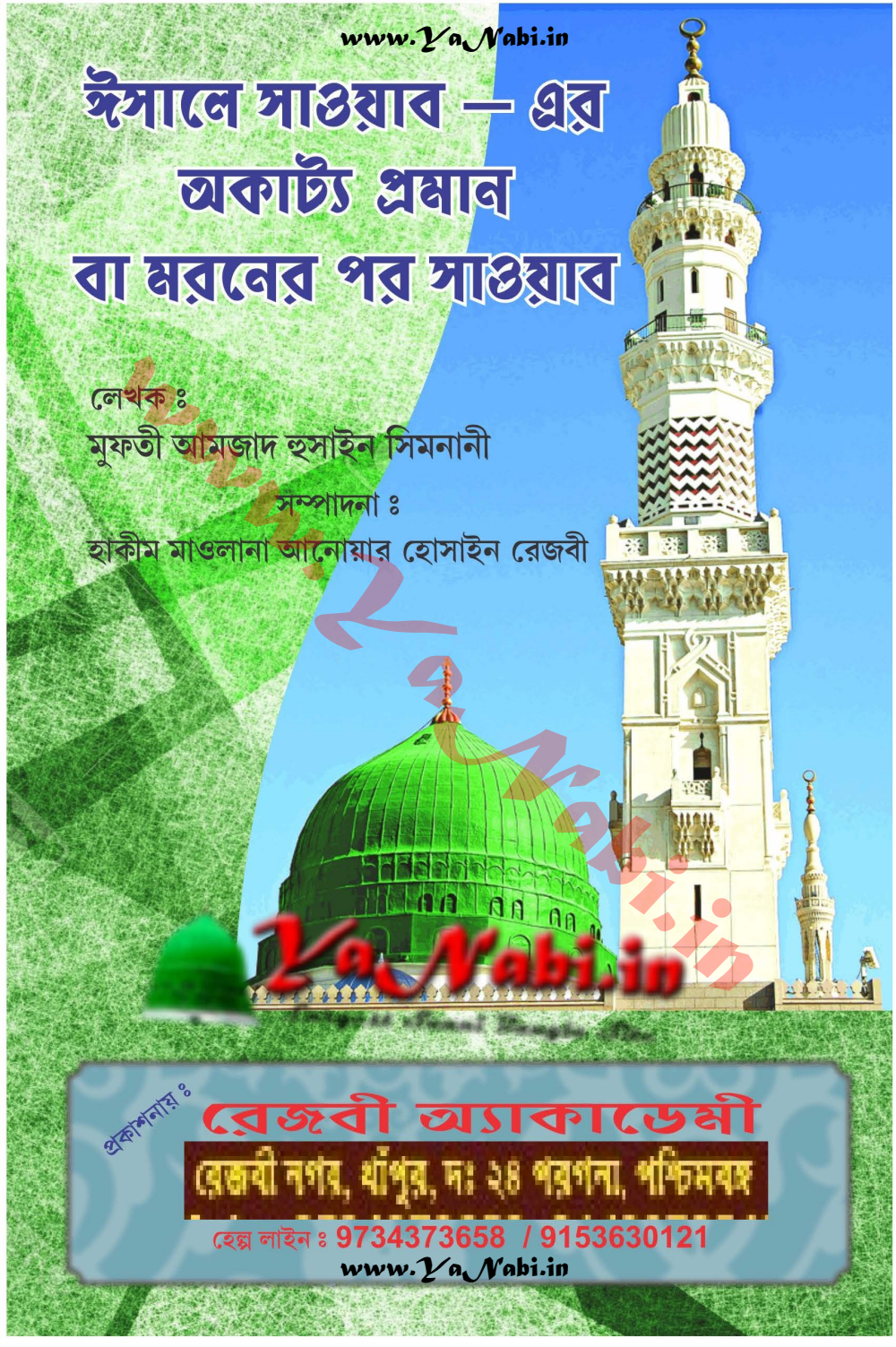

প্রকাশনায় ঃ
রেজবী অ্যাকাডেমী
রেজবী নগর, থাঁপুর, দঃ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ
হেল্প লাইন ঃ 9734373658 / 9153630121

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

ঈসালে সাওয়াব-এর অকাট্য প্রমাণ
বা
মরনের পর সাওয়াব

লেখক
মুফতী আমজাদ হুসাইন সিমনানী

সম্পাদনা
হাকীম মাওলানা আনোয়ার হোসাইন রেজবী
প্রকাশনায়:-
রেজবী অ্যাকাডেমী

রেজবীনগর,খাঁপুর, দ: ২৪ পরগনা (পশ্চিমবঙ্গ)
সাগরদিঘী রোড, (ফুলতলা খাজা মার্কেট) রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ
মোবাইল -9734373658 / 9153630121

----------পরিবেশনায় :- ----------

মুসলিম বুক ডিপো
কালিয়াচক, (৫তলা মসজিদ সাংলগ্ন) মালদহ
মোবাইল- 9733288906

চিন্তীয়া লাইব্রেরী
নামুনদাইপুর
পোঃ- লস্করপুর
থানাঃ-লালগোলা
জেলা মুর্শিদাবাদ
মোবাঃ- 9735682869

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

সিরিয়াল নং- 10

-: প্রকাশক কর্তৃক গ্রন্থ সত্ত্ব সংরক্ষিত :-

পুস্তকের নাম :-
ঈসালে সাওয়াব-এর অকাট্য প্রমাণ বা মরনের পর সাওয়াব
লেখক:-মুফতী আমজাদ হুসাইন সিমনানী
ইমেলঃ- Amjadsimnani@gmil.com
প্রকাশ সংখ্যা :-2100 কপি
প্রথম প্রকাশ :- ইং 4/2017
হাদিয়া :- 90 টাকা মাত্র
প্রকাশনায়:- রেজবী অ্যাকাডেমী
রেজবী নগর,খাঁপুর, দ: 24 পরগনা (পশ্চিমবঙ্গ)
মোবাইল -9734373658

বিশেষ সতর্কীকরন
এইপুস্তকের কপিরাইট "রেজা মেমোরিয়াল ট্রাষ্ট"-এর জন্য সংরক্ষীত, ইহার নকল ছাপা আইনত দন্ডনিয় অপরাধ।

টাইপ সেটিং
রেজবী কম্পিউটার প্রেস্ এণ্ড জেরক্স সেন্টার,
প্রোঃ-মৌঃ মোঃ উমার ফারুক রেজবী
মোঃ-৯১৫৩৭২৩৭৫৫ umarfarukrajbi@gmail.com
মহম্মদপুর ★ (ফজলিতলা) ★ নওদা ★ মুর্শিদাবাদ।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

সূচী পত্র

১ পুস্তক প্রনয়নের কারণ/ লেখকের কথা। 10
২ ঈসালে সাওয়াবের সম্পর্কে মূল আলোচনা। 10
৩ কুরআন ও তাফসীর থেকে আহ্‌লে সুন্নাত এর দলীল সমূহ (ইসালে সাওয়াবের প্রমাণ) 15
৪ আল্লাহ তা'আলা নিজের হাবীবকে সমস্ত উম্মতের জন্য দোআ ও ইস্তেগ্‌ফার করার আদেশ প্রদান করেছেন।.. 15
৫ হযরত নুহ আলাইহিস সালাম নিজের মৃত মাতা-পিতা এবং সমস্ত মুমিন ও মুমিনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। 18
৬ হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম-এর ক্ষমা প্রার্থনা ।.. 19
৭ নবী পাক আলাইহিস সালাম হতে কিয়ামত পর্যন্ত সমস্ত জীবিত ও মৃত মুসলমানদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনার প্রমাণ।. 21
৮ নিজের জীবিত ও মৃত মাতা-পিতার জন্য রহমত ও ক্ষমা প্রার্থনার প্রমাণ। 24
৯ ফিরিস্তাগন পৃথিবী বাসীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। 25
১০ সন্তানের নেক কর্ম দ্বারা মাতা-পিতাকে জান্নাতে উচ্চ মর্যাদা প্রদান। 27
১১ বিচারের দিনে এক ব্যাক্তির নেক আমল অপর ব্যাক্তির জন্য লাভ জনক । 29
১২ সংকলিত আয়াত ও তাফসীর সমুহের ব্যাখ্যা।..... 35
১৩ হাদীস শরীফ হতে ঈসালে সাওয়াবের প্রমাণ। 38
১৪ হাদীস শরীফ হতে মৃত ব্যাক্তির জন্য দোআ ও সাদক্বা, (ঈসালে সাওয়াব)এর প্রমাণ। 38
১৫ মৃত ব্যাক্তির জন্য সাদক্বা ও দোআর উপর ইজমা তথা সর্ব সম্মত সিদ্ধান্ত। 39

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

১৬ জীবিত ব্যাক্তির সাদক্বা দ্বারা মৃত ব্যাক্তির গুনাহ মাফ হয়। 40
১৭ মৃত ব্যাক্তির ঈসালে সাওয়াবের জন্য ইন্দারা খনন ও পানির ব্যবস্থার প্রমান। 40
১৮ ঈসালে সাওয়াবের জন্য জমি ও বাগিচা ও আহারের বস্তু সাদক্বা করার প্রমাণ। 41
১৯ ঈসালে সাওয়াবের জন্য ফল-ফুল ও আহারের ব্যবস্থার প্রমাণ । 47
২০ মাইয়্যেতের তরফ হতে হজ্জ পালনের দ্বারা ঈসালে সাওয়াবের প্রমাণ। 49
২১ মাইয়্যেতের তরফ হতে মিন্নাত আদায়ের প্রমাণ।..... 51
২২ মৃত ব্যক্তির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা বৈধ, লাভ জনক ও নাবী পাক আলাহিস সালামের আদেশ পালন।..... 52
২৩ দাফনের পরে পূনরায় দোআ ও ক্ষমা প্রার্থনার প্রমান। 53
২৪ নামাযে জানাযা দ্বারা ঈসালে সাওয়াবের প্রমাণ।..... 54
২৫ সন্তানের ইস্তেগ্‌ফার দ্বারা জান্নাতে উচ্চ মর্যাদার প্রমাণ।..... 56
২৬ কবর বাসী জীবিত ব্যাক্তিদের দোআ ও ক্ষমা প্রার্থনার অপেক্ষায় থাকেন। 57
২৭ দাফনের পর কবরের পাশে তাস্‌বীহ ও তাক্‌বীর ও আযানের প্রমান। 58
২৮ দোয়া, সাদক্বা ও হজ্জ এর নেকি মৃত ব্যাক্তির কাছে পৌছানো হয়।..... 60
২৯ হাদীস শরীফ থেকে মৃত ব্যাক্তির জন্য রোজা দ্বারা ঈসালে সাওয়াবের প্রমাণ।..... 61
৩০ মাইয়্যাতের তরফ হতে কুরবানী করার প্রমান।..... 63
৩১ কবরস্থানে সূরা পাঠ করা হাদীস থেকে প্রমানিত।..... 67

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

৩২ মৃত ব্যাক্তির নামে গোলাম আজাদ করা হাদীস থেকে প্রমাণিত।..... 67
৩৩ কবর যিয়ারতে কুল শরীফ ও সুরা পাঠ হাদীস শরীফ থেকে প্রমানিত। 73
৩৪ সংকলিত হাদীস সমূহের সারাংস।..... 75
৩৫ ঈসালে সাওয়াবের সঙ্গে কবর জিয়ারতের সম্পর্ক।..... 80
৩৬ কবর যিয়ারতে হাত তুলে প্রার্থনা হাদীস শরীফ থেকে প্রমানিত. 88
৩৭ ঈসালে সাওয়াব এবং নামাজে জানাযা ও দোয়ায়ে মাসূরার মধ্যে সম্পর্ক। 92
৩৮ ঈসালে সাওয়াব সম্পর্কে বিগত মুজতাহেদীন, মোফাস্‌সেরীন, মোহাদ্দেসীন ও মোহাক্কেকীন এর মত।..... 98
৩৯ শাহ্ ওলীউল্লাহ আলাইহির রহমার মত।..... 98
৪০ ইমাম মুসলিম আলাইহির রহমার মত। 99
৪১ ইমাম নবাবী রাহ্‌মাতুল্লাহ আলাই এর মত।..... 99
৪২ ইমাম জালালুদ্দিন সিয়ুতী আলাইহির রহমা-এর মত ও কোরআন খানীর প্রমাণ।..... 99
৪৩ আল্লামা সায়াদুদ্দীন তাফতাযানী আলাইহির রহমা-এর মত 100
৪৪ আল্লামা শামসুদ্দীন আসকালানী আলাইহির রহমা এর মত ।101
৪৫ ইমাম জালালুদ্দিন সিয়ুতী আলাইহির রহমা-এর মত 101
৪৬আল্লামা ইব্রাহিম হালাবী আলাইহির রহমা-এর মত 102
৪৭ হযরত ইমামে আজাম ইমাম আবু হানিফা রাদ্বীআল্লাহু আনহু এর মত । 102
৪৭হযরত আল্লামা হাসান শারানবুলালী আলাইহির রহমার এর মত।.... 102
৪৮হযরত শাহ্ আব্দুল হক্ক মোহাদ্দীস

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

দেহেলবী রাহ্‌মাতুল্লাহ আলাই-এর মত।..... 103
৪৯ আল্লামা শাইখ মোহাম্মাদ দামাশকী রাহ্‌মাতুল্লাহ আলাই এর মত।..... 103
৫০ইমাম তিরমীযি রাদ্বীআল্লাহু আনহু এর মত ।..... 104
৫১ ইমাম বোখারী রাদ্বীআল্লাহু আনহু-এর মত ।..... 104
৫২ ইমাম নেসাঈ রাদ্বীআল্লাহু আনহু-এর মত ।..... 105
৫৩ ঈসালে সাওয়াব ফাতাওয়া আলামগীরি থেকে প্রমানিত।..... 106
৫৪বিখ্যাত ফাকীহ্ আল্লামা শামী আলাইহির রাহ্‌মার মত.. 107
৫৫ হেদায়া আওয়ালাইন হতে প্রমান। 108
৫৬ তাফসীরে খাযিন ও তাফসীরে বাগবী হতে উদ্ধৃতি।..... 109
৫৭ দাফনের পর দোয়া ও ইস্তেগফারের প্রমান। 111
৫৮ দাফনের পর দোআয় হাত তুলার প্রমাণ।..... 112
৫৯ ঈসালে সাওয়াব সম্পর্কিত প্রশ্ন ও উত্তর।..... 119
৬০ কুরআন শরীফ হতে ঈসালে সাওয়াবের বিরোধী আয়াত এর ব্যাখ্যা। 119
৬১ প্রচলিত ঈসালে সাওয়াব এর প্রথা সম্পর্কে প্রশ্ন-উত্তর।..... 121
৬২ সমস্ত বিদ্‌আত গুমরাহী নয়, বিদ্‌আতের বিভাগ ও তার হুকুম। 124
৬৩ বিদ্‌আতে হাস্‌না ও বিদ্‌আতে সাইয়া সম্পর্কিত আলোচনা ও প্রশ্ন উত্তর।..... 126
৬৪ ফাতেহার বস্তু সামনে রেখে ও দোআ করার প্রমাণ।.... 127

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

৬৫ তিজা- দাসওঁয়া ও চল্লিশা সম্পর্কিত প্রশ্ন-উত্তর।.....130
৬৬ নফল এবাদত পালনের জন্য দিন তারিখ নির্ধারণ সম্পর্কে প্রশ্ন- উত্তর।..... 133

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

ঈসালে সাওয়াবের অকাট্য প্রমাণ

=অভিমত=

[শাইখুত তাফসীর হাযরাত আল্লামা মুফতী মোহাঃ সাঈদুর রাহমান মিসবাহী রেজভী সাহেবঃ-]

বর্তমান ফিৎনা বহুল পরিস্থিতিতে আহলে সুন্নাত ওয়া জামাতের সঠিক মত ও পথ হতে দুরে সরে যেখানে একাধিক ভ্রান্ত মতালম্বী দলের আবিভার্ব হয়েছে, যেখানে আহলে সুন্নাতের চিরস্থায়ী ও সর্ব সম্মত প্রতিষ্ঠিত মত ঈসালে সাওয়াব এর বৈধতার বিপক্ষেও কিছু মানুষ খুব উঠে পড়ে লেগেছে। যাদের ধারণা যে, মৃত ব্যক্তির জন্য খাইরাত, দো'আ ইস্তেগ্‌ফার ইত্যাদি নাজায়েয ও শির্ক এবং আহলে সুন্নাতের উক্ত কর্মকে না জায়েয ও শির্ক বলে সুন্নি জগৎকে বিভ্রান্ত করার আপ্রান চেষ্টা করছে। তাই মুফতী সিমনানী সাহেব আহলে সুন্নাতের পক্ষ হতে উক্ত প্রতিকুল পরিস্থিতির বিরুদ্ধে সুন্নী জগতের স্বপক্ষে "ঈসালে সাওয়াব এর অকাট্য প্রমান " নামক কেতাবটি লিখেছেন। আমি উক্ত কেতাবটি শুরু হতে শেষ অবধি পাঠ করে যা বুঝলাম তাহল এই যে, যুগ উপোযগী ও ঈসালে সাওয়াবের পক্ষে তিনি কোর-আন, হাদীস ও তাফসীর হতে দলীল ও প্রমানের ভান্ডার রুপে পেশ করেছেন। আমার দির্ঘ বিশ্বাস যে, উক্ত কেতাব খানি জ্ঞান সম্পূর্ণ লোকের ও জন সাধারণ উভয়ের জন্য উপকারী প্রমানিত হবে এবং সঠিক পথের দিশা দিবে।

আল্লাহ তা'আলা মুফতি সাহেবের পরিশ্রমকে গ্রহণ করতঃ মানব জগতের জন্য সঠিক পথের দিশারী ও আখেরাতের পরিত্রানের মাধ্যম বানান। আমীন বে জাহে সাইয়্যেদিল মুরসালীন আলাইহিস স্বালাত সালাম

ইতি

মোহাঃ সাইদুর রাহমান রেজভী
(প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক মাদ্রাসা গৌসিয়া মাজহারে ইসলাম, কারারী চাঁদপুর, কালিয়াচক, মালদাহ, পশ্চিম বঙ্গ)

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

=:অভিমত:=

(উসতাজুল আসাতাজা, মুনাযিরে আহলে সুন্নাত হাযরাত মুফতী মোহা: আতাউর রাহমান কালিমী সাহেব।)

আমাদের দেশে নানা শ্রেণীর আলেম ও ফিরকা দেখা যায়। যেমন- ওহাবী, তাবলিগী ও কাদিয়ানী। এদের কোন জাত বিচার নেই। এদের সাধন ও ভজনের সাথে ইসলামের কোনই সম্পর্ক নেই।এরা বিভ্রান্ত, এরা পথভ্রষ্ট।অথচ অনেকে মনে করে এদের মধ্যে কিছু বস্তু আছে। এই ধারনার বশবর্তী হয়ে এদের খপপরে পড়ে অনেকে নিজেদের ঈমান আক্বীদা বরবাদ করে ফেলে। এহেন পরিস্থিতিতে ঈমান লুণ্ঠনকারিদের কবর-মাযার যিয়ারত ও ঈসালে সাওয়াব-এর মত বৈধ ও লাভজনক কর্মকে নাজায়েয ও শিরক প্রমান করার মহাব্যাধী থেকে মুসলমানদের ঈমান আক্বীদা রক্ষা করা মস্ত বড় জিহাদের কাজ।আমার শ্রদ্ধেয় মাওলানা ও মুফতী মোহা: আমজাদ হুসাইন সিমনানী সাহেব "ঈসালে সাওয়াবের অকাট্য প্রমান" লিখে ও প্রকাশ করে জিহাদের কাজ করেছেন। তিনি কদমতলি মিসবাহুল উলূম মাদ্রাসার এক জন ভার প্রাপ্ত ও যোগ্য আলেম।তার লিখনি ও চিন্তা ধারা খুবই স্বচ্ছ। তিনি এখন যুবক তার দীর্ঘায়ু ও উজ্জল ভবিষ্যত কামনা করি। সেই সঙ্গে এই "ঈসালে সাওয়াব এর অকাট্য প্রমান" দেশে মুসলিম অধ্যুষিত সমাজের ঘরে ঘরে তার এই পুস্তকের বহুল প্রচার কামনা করছি। ইতি

মোহা: আতাউর রাহমান কালীমি (শাইখুল হাদীস)
শিক্ষক:- মিসবাহুল উলুম আরাবী ইউনিবার্সিটি
কদমতলী, রতুয়া, মালদা,(পশ্চিম বঙ্গ)

-: বিশেষ দ্রষ্টব্য:-

নির্ভূল ছাপার চেষ্টা করলেও ভুল ত্রুটি থেকে যাওয়া স্বাভাবিক। সুতরাং পাঠকদের চোখে যে কোন ধরণের ভুল ধরা পড়লে তা সংশোধনের জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। ইন্‌শাঅল্লাহ তাবারাক ওয়া তায়ালা পরবর্তী সংস্করনে ভুল-ভ্রান্তি শুদ্ধ করে প্রকাশ করতে চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। (প্রকাশক)

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

লেখকের কথা বা ঈসালে সাওয়াবের সম্পর্কে মূল আলোচনা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمْ اَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى فِى الْقُرْآنِ الْمَجِيْدِ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ "وَالَّذِيْنَ جَاءُوْا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا وَلِاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ" وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا مَاتَ الْاِنْسَانُ اِنْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهٗ اِلَّا مِنْ ثَلٰثَةٍ اِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ اَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهٖ اَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْلَهٗ" صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيْمُ وَ صَدَقَ رَسُوْلُهُ النَّبِىُّ الْكَرِيْمُ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ۔

সমস্ত প্রসংশা ও মহিমা সে মহান রব্বুল আলামীনের জন্য যিনি আমাদেরকে নবীয়ে আক্‌রাম মাহবুবে পারওয়ার দেগার হুজুর পুর নূর আলাইহিস স্বালাত ওয়াস সালামের উম্মাতী হওয়ার মর্যাদা প্রদান করেছেন। এবং অগনিত দরুদ ও সালাম নাবীয়ে আকরাম, নূরে মোজাস্‌সাম, শামসুল হুদা, বাদরুদদোজা, সাইয়েদুল কায়েনাত,

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

শাফীয়ে মাহ্শার আলাইহিস স্বালাত ও সালামের প্রতি যিনি আমাদের শান্তি ও রাহ্মাতে ভরা ইসলাম ধর্মের পূর্নাঙ্গ শিক্ষা প্রদান করেছেন। ইসলাম ধর্ম মানব ও দানবের জন্য আল্লাহ্ তায়ালার পক্ষ হতে এক পুর্নাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। এই ইসলাম(ব্যবস্থাকে) ধর্মকে আল্লাহ্ তায়ালা নির্ভূল ও নিখুত বানীয়ে এ পৃথিবীতে প্রেরন করেছেন যার প্রচার ও প্রসারের দায়িত্ব আল্লাহ্ তাবারাক ওয়া তায়ালা হায্রাত আমবীয়ায়ে কেরাম ও রাসুলানে এজাম আলাইহিমুস স্বালাত ওয়াস সালাম এবং আওলীয়ায়ে এজাম রিদওয়ানুল্লাহে আলাইহিম ও ওলামায়ে মিল্লাতে ইসলামীয়া রাহ্মা তুল্লাহে আলাইহিম্ আজমায়ীন্কে প্রদান করেছেন। এই ইসলামের বিরুদ্ধে ও মুসলমানদের পথভ্রষ্ট করার উদ্দেশ্যে যুগে যুগে বহু ফেতনা ফাসাদের আবির্ভাব হয়েছে। যার ফলে ইসলাম ধর্মের মধ্যে যদিও কিছু ক্ষতি হতে থাকে । (তবুও) কিন্তু আল্লাহ্ তা'য়ালা নিজের নেককার বান্দাদের সব সময় ফেতনা ফাসাদের জালে পদার্পন থেকে বাঁচিয়ে রাখেন । নবীয়ে করীম আলাইহিস সালাত ওয়াস সালামের পর্দার পরে পরেই আবির্ভূত অসংখ্য ইসলাম ধর্মে ফেতনা কারীদের মধ্যে "মোওতাযেলা" হল এক বিখ্যাত ও সুপরিচিত ফেতনা কারী দল। যার অসংখ্য ভ্রান্ত আক্বিদা ও মতের মধ্যে একটি আক্বিদা এটাও ছিল যে, মানুষের ইন্তেকালের পর তার আমলনামা সম্পূর্ণ ভাবে বন্ধ হয়ে যায়। মৃত ব্যাক্তির জন্য সাদাক্বা, দোওয়া, তেলাওয়াতে ক্বোরান ও জিয়ারতে কবুর ইত্যাদি করা লাভ জনক নয়। এ সমস্ত কাজ মৃত্য ব্যাক্তির নেকীতে কোনো প্রকার বৃদ্ধি ঘটাতে পারে না। পক্ষান্তরে নবী মুস্তাফা আলাইহিস সালাত ওয়াস সালাম ও তার আনুগত্য সাহাবায়ে কেরাম রাদ্বীআল্লাহু তা'য়ালা আনহুম এর সুপথ অবলম্বন কারী এবং নবী পাক আলাইহিস সালাত ওয়াস সালামের

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

জবানে মোবারক দ্বারা জান্নাতী ফিরকার উপাধী প্রাপ্ত দল তথা "আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামাত" এর মত ও আক্বিদা উক্ত বিষয়ে ছিল ও আছে এবং থাকবে যে, মানুষের ইন্তেকালের পর তার আমল নামা সম্পূর্ণ রুপে বন্ধ হয়ে যায় না। বরং জীবিত ব্যাক্তিদের পক্ষ হতে তার জন্য সাদক্ব, দোওয়া, ক্বুরান তেলাওয়াত ও কবর জিয়ারত দ্বারা তার আমল নামা চলতে থাকে। অর্থাৎ এ সমস্ত কর্ম মৃত ব্যাক্তির জন্য লাভ জনক।

যেমন:- শারহে আকাঈদে নাসাফী পৃষ্ঠা নং ১৭১ প্রেস (মাকতাবা বেলাল দেওবান্দ) এ লিপিবদ্ধ রয়েছে;

وَفِىْ دُعَاءِ الْاَحْيَاءِ لِلْاَمْوَاتِ وَصَدَقَاتِهِمْ اَىْ صَدَقَةِ الْاَحْيَاءِ عَنْهُمْ نَفْعٌ لَهُمْ اَىْ لِلْاَمْوَاتِ خِلَافًا لِلْمُعْتَزِلَةِ

অর্থাৎ:- এবং মৃত ব্যাক্তিদের জন্য জীবিত ব্যাক্তিদের পক্ষ হতে দোওয়া ও সাদক্বা লাভজনক ফেরকায়ে মোওতাযেলার বার খেলাফ। উক্ত প্রসঙ্গে মোওতাযেলার দলিল হল, মানুষের ভাগ্য ও নিয়তি কখনও পরিবর্তন হয়না, প্রত্যেক ব্যাক্তিকে শুধু সেই কাজেরই নেকী বা বদলা প্রদান করা হবে, যা সে নিজে করেছে। অন্য কারো আমল দ্বারা কেহই কোনো নেকী উপার্জন করতে পারে না। যেমন:- শারহে আকাঈদে নাসাফী এর ১৭১ নং পৃষ্ঠায় লিখিত রয়েছে;

خِلَافًا لِلْمُعْتَزِلَةِ مُتَمَسِّكًا بِاَنَّ الْقَضَاءَ لَايَتَبَدَّلُ وَكُلُّ نَفْسٍ مَرْهُوْنَةٌ بِمَا كَسَبَتْ وَالْمَرْءُ مُجْزٰى بِعَمَلِهٖ لَا بِعَمَلِ غَيْرِهٖ

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

ব্যাখ্যা:-শ্রদ্ধেয় মুসলিম সমাজ যদিও আমরা এই ফেতনা বহুল পরিস্থিতে মোওতাযেলা নামক কোন দলকে পরিলক্ষিত করতে পারছিনা। কিন্তু মোওতাযেলার মত ও আক্বিদা অবলম্বনকারী একাধিক দলের এ সময় আবির্ভাব ঘটেছে। তন্মধ্যে মোহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওহাব কর্তৃক প্রচলিত ও প্রসারিত ওহাবী ও আহলে হাদীস নামক দলগুলোকে আমরা খুব ভালোভাবে প্রত্যক্ষ করতে সক্ষম। যারা নবী মুস্তাফা আলাইহিস সালাত ওয়াস সালামের সর্বগুনে গুনান্বিত চরিত্রের খেলাফ অগনিত ভ্রান্ত মত ও আক্বিদার প্রচার ছাড়া এটাও আক্বিদা পেশ করে যে, কোন ব্যাক্তি অন্য কোন ব্যাক্তির আমল ও কর্ম দ্বারা নেকী অর্জন করতে পারে না। সুতরাং কোন ব্যাক্তির ইন্তেকালের পর তার জন্য দোওয়া, সাদক্বা, হজ্জ, উমরা, কোরআন তেলাওয়াত, কবর জিয়ারত, দরিদ্র মানুষদের খাবার খাওয়ানো, বস্ত্র বিতরন ইত্যাদি কর্ম পালনে মৃত ব্যাক্তির জন্য কোন লাভ নেই। এ সমস্ত কাজ তাদের মতে বিদ্আত ও নাজায়েয এমন কি কবর জিয়ারত ও কবর জিয়ারতে দুই হাত তুলে মৃত্য ব্যাক্তির জন্য দোওয়া বা প্রার্থনা করাকেও তারা নাজায়েজ ও বিদ্আত বলতে কোনও প্রকার দ্বিধা করে না। অথচ কোরআন শরীফের অসংখ্য আয়াত ও নাবীয়ে অকরাম্ আলাইহিস সালাত ওয়াস সালামের অগনিত সহী হাদীস শরীফ দ্বারা এ সমস্ত কাজের বৈধ্যতা ও মুস্তাহাব হওয়া প্রমানিত। ফলে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত ঐসমস্ত কর্মকে মৃত ব্যাক্তিদের আখেরাতে কল্যানার্থে করার প্রথা আজ অবধি জারি রেখেছে। আসুন আমি আপনাদের সামনে আলোচ্য কর্ম গুলির বৈধতা প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তাবারক্ ওয়া তায়ালার মহা গ্রন্থ কুর-আন শারীফ ও নাবী মুস্তাফা আলাইহিস

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

সালাত ওয়াস সালামের পবিত্র বানী আল-হাদীস এবং ইজ্মায়ে উম্মাত ও কেয়াসের আলোতে বিস্তারিত আলোচনা করি, যাহাতে সত্য পথের সন্ধান কারী ব্যাক্তিরা সঠিক পথের নির্বাচন করে দুনিয়া ও আখেরাতের অগনিত আল্লাহর রহমত অর্জন করতে সক্ষম হতে পারে। এবং ওহাবী সম্প্রদায়ের ভ্রান্ত আক্বিদায় পতিত হওয়া থেকে নিজেদেরকে দূরে সরিয়ে রাখে। ইনশা আল্লাহ্ তা'য়ালা।

আল্লাহ্ তা'য়ালা আমাদের সকলকে যেন সত্য ও সঠিক পথের অনুসন্ধান করার এবং তার উপর দৃঢ় ভাবে আমল করে নিজের নিজের জীবনকে অতিবাহিত করার শক্তি প্রদান করেন। আমীন, বেজাহে সাইয়্যেদিল মুরসালিন আলাইহিস সালাত ওয়াস সালাম।

ইতি

মোহঃ আমজাদ হুসাইন সিমনানী
গ্রামঃ বারই ডাঙ্গা
থানাঃ কুশমান্ডি
জেলাঃ দক্ষিন দিনাজপুর
শিক্ষক:- মিসবাহুল উলুম আরাবী ইউনিভার্সিটি
কদমতলী, রতুয়া, মালদা

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

(কুরআন শারীফ হতে ঈসালে সাওয়াবের প্রমান) বা(কোরআন শারীফ ও তাফসীর গ্রন্থ থেকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের দলীল সমুহ)

* আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত তথা হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী এবং হাম্বেলী চার মাযাহিবে হাককার সর্ব সম্মত আক্বীদা হল, যে এক মুসলমান অপর মুসলমানকে নিজের আমল দ্বারা উপকৃত করতে পারে সে জীবিত হক বা মৃত ।কোন মুসলমানের নেক আমল দ্বারা অপর মুসলমানের গোনাহ মাফ ও নেকি বৃদ্ধি হতে পারে, যা কুরআন শারীফের বহু আয়াত ও তাফসীর দ্বারা প্রমাণিত অতএব মৃত ব্যক্তির জন্য দোওয়া ও সাদ্কা করা শুধু জায়েয নয় বরং মুস্তাহাব্ ।

আল্লাহ তাআলা নিজের হাবীবকে সমস্ত উম্মতের জন্য দো'আ ও ইস্তেগ্ফার করার আদেশ দিয়েছেন

আয়াত নং (১)সুরা তাওবা আয়াত নং(১০৩) এ আল্লাহ তায়ালা নাবী মুস্তাফা আলাইহিস্ব স্বালাত ওয়াস সালামকে সম্বোধন করে ইরশাদ করেন:- وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

অনুবাদ; হে মেহবুব ।এবং আপনি তাদের জন্য মঙ্গলের দোওয়া করুন। নিশ্চয় আপনার দোওয়া তাদের অন্তর সমূহের শান্তি এবং আল্লাহ শ্রোতা, জ্ঞাতা।

*উক্ত আয়াতের তাফসীর জালালাইন শারীফ পৃষ্টা নং (১৬৬) এ নিম্ন রূপ করা হয়েছে;

অর্থাৎ হে মাহবুব! এবং আপনি তাদের প্রতি দরুদ পড়ুন **অথাৎ:-** তাদের জন্য দোওয়া করুন। নিশ্চয় আপনার দোওয়া

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

তাদের জন্য হল রহমত।

*আর তাফসীরে খাযিন ও তাফসীরে বাগবী তৃতীয় খন্ড পৃষ্টা নং(১১৮) এ উক্ত আয়াতের তাফসীর করা হয়েছে ;

اَىْ اُدْعُ لَهُمْ وَاسْتَغْفِرْلَهُمْ لَاَنَّ الصَّلٰوةَ فِى اللُّغَةِ الدُّعَاءُ ﴿ سكن لهم ﴾

***অর্থাৎ:-** আপনি তাদের জন্য দোওয়া এবং ইস্তেগফার করুন। কারন স্বালাত এর অর্থ অভিধানে **(Dictionary)** দো' আ করা হয়েছে। আর আয়াতের অর্থ হল নিশ্চয় আপনার দোওয়া তাদের জন্য রাহমত।

***আয়াত নং -২ঃ-**

সূরা মোহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আয়াত নং-১৯ এ আল্লাহ্ তা'য়ালা ইরশাদ করেন;

وَاسْتَغْفِرْلِذَنْبِكَ وَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ

وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوٰيكُمْ

অনুবাদ:- এবং হে মাহবুব। আপন খাস লোকদের এবং সাধারণ মুসলমান পুরুষ ও নারীদের পাপ রাশির ক্ষমা প্রার্থনা করুন। এবং আল্লাহ্ তা'য়ালা জানেন, তোমাদের দিনের বেলায় চলা ফেরা করা ও রাত্রী বেলায় তোমাদের বিশ্রাম গ্রহণ করা ।

*তাফসীরে খাজিন জিলদ নং -৬, পৃষ্ঠা -১৫১ এবং তাফসীরে বাগবী ও তাফসীরে সাবী আলাল জালালাইন জিলদ নং-৪ পৃষ্ঠা নং ৭৬ এ উক্ত আয়াতের তাফসীর নিম্নরুপ করা হয়েছে;

www.YaNabi.in

مَعْنَى الْاٰيَةِ اِسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ اَىْ لِذُنُوْبِ اَهْلِ بَيْتِكَ وَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَعْنِى مِنْ غَيْرِ اَهْلِ بَيْتِهٖ وَ هٰذَا اِكْرَامُ اللّٰهِ عَزَّ وَ جَلَّ لِهٰذِهِ الْاُمَّةِ حَيْثُ اَمَرَ نَبِيَّهٗ ﷺ اَنْ يَسْتَغْفِرَ لِذُنُوْبِهِمْ وَهُوَ الشَّفِيْعُ الْمُجَابُ مِنْهُمْ

অর্থাৎ :- *উক্ত আয়াতের অর্থ হল, হে মাহবুব ! আপনি আপনার খাস লোকদের অর্থাৎ আপনার পরিবারের লোকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন এবং সমস্ত মুসলমান পুরুষ ও মুসলমান নারীদের পাপ রাশির ক্ষমা প্রার্থনা করুন যারা আপনার পরিবারের মধ্যে নয়। আর এই আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা এই উম্মতের প্রতি বিশাল অনুগ্রহ ও কৃপা করেছেন কারণ উক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তা'য়ালা তার প্রিয় নাবী হুযুর পুর নূর আলাইহিস সালাত ওয়াস সালামকে এই উম্মতের গুনাহের ক্ষমা প্রার্থনার আদেশ দিয়েছেন, যে নবী মুস্তাফা আলাইহিস সালাত ওয়াস সালামের সুপারিশ উম্মতের জন্য সব সময় গ্রহণ যোগ্য।*

আয়াত নং-৩ঃ– *সুরা নূর আয়াত নং-৬২-এ আল্লাহ্ তা'য়ালা নিজ মাহবুবকে সম্বোধন করে ইরশাদ করেন;*

وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

অনুবাদ:- *হে মাহবুব! এবং আপনি তাদের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয়, আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়ালু।*

আয়াত নং ৪:- *সুরা মুমতাহিনা আয়াত নং ১২ এ আল্লাহ্*

তা'য়ালা ইরশাদ করেন,

وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

অনুবাদ:- *হে মাহবুব ! আর আপনি আল্লাহর নিকট তাদের ক্ষমার জন্য প্রর্থনা করুন। নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল দয়ালু।*

হাযরাত নুহ আলাইহিস সালাম নিজের মৃত মাতা-পিতা ও সমস্ত মুমিন ও মুমিনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন

আয়াত নং-৫ঃ– *সুরা নূহ, আয়াত নং ২৮- এ আল্লাহ তা'য়ালা হাযরাত নূহ আলাইহিস সালামের প্রার্থনাকে নিম্নরূপ উল্লেখ করেছেন;*

رَبِّ اغْفِرْلِىْ وَلِوَالِدَىَّ وَ لِمَنْ دَخَلَ بَيْتِىَ مُؤْمِنًا وَّ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَلِلْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا تَبَارًا

অনুবাদ:- *হে আমার প্রতি পালক! আমাকে ক্ষমা করো এবং আমার মাতা পিতাকে এবং তাকে,যে ঈমান সহকারে আমার ঘরে রয়েছে এবং সমস্ত মুসলমান পুরুষ ও নারীকে। এবং কাফিরদের জন্য বৃদ্ধি করোনা কিন্তু ধবংস।*

**উক্ত আয়াতের তাফসীর খাজিন জিলদ নং ৭, পৃষ্ঠা নং ১৩১ এবং তাফসীরে মোয়ালিমুত তানযিলে নিম্নরূপ করা হয়েছে;*

وَ كَانَ اِسْمُ اَبِيْهِ لَمَكَ بْنَ مُتَوَشْلَخَ وَ اِسْمُ اُمِّهٖ سَمْحَاءَ بِنْتِ اَنُوْشَ وَ كَانَا مُؤْمِنَيْنِ

অর্থাৎ *হাযরাত নূহ আলাইহিস সালামের পিতার নাম ছিল*

www.YaNabi.in

লামক বিন মোতা ওয়াশলাখ এবং মাতার নাম ছিল সামহায়া বিনতে আনুশ এবং উভয়েই মুমিন ছিলেন।

*আর তাফসীরে জালালাইন পৃষ্ঠা নং -৪৭৫ এ আল্লামা জালালুদ্দিন সুয়ুতী আলাইহির রহ্মা উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন;

وَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

অর্থাৎ! ক্বিয়ামাত পর্যন্ত সমস্ত মুমিন ও মুমিনার জন্য।

*আর তাফসীরে বাগবীতে উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে;

هٰذَا عَامٌّ فِىْ كُلِّ مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَ مَلَائِكَتِهٖ وَصَدَّقَ الرَّسُوْلَ

*এবং তাফসীরে খাজিন-এ লিপিবদ্ধ রয়েছে।

ثُمَّ عَمَّمَ جَمِيْعَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ لِيَكُوْنَ ذٰلِكَ اَبْلَغَ فِىْ الدُّعَاءِ

অর্থাৎ ! হযরাত নূহ আলাইহিস সালাম এর দোয়া সেই সমস্ত ব্যাক্তিদের জন্য হয়েছে যারা আল্লাহ্ তা'য়ালা ও তার ফারিস্তাদের উপর ঈমান এনেছে। এবং রাসুলের সত্যতার সাক্ষ্য দিয়েছে। যাহাতে তাঁর দোআ পরিপূর্ণ হয়ে যায়।

হাযরাত ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের ক্ষমা প্রার্থনা

আয়াত নং-৬ঃ– সুরা ইব্রাহিম, আয়াত নং-৪১ এ আল্লাহ তা'য়ালা হাযরাত ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের প্রার্থনাকে উল্লেখ করেছেন;

رَبِّ اغْفِرْلِىْ وَلِوَالِدَىَّ وَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ

অনুবাদ:- হে আমার প্রতি পালক! আমাকে ক্ষমা করো

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

এবং আমার মাতা-পিতাকে ও সমস্ত মুসলমানকে যেদিন হিসাব কায়েম হবে।

*তাফসীর মোয়ালিমুত তানযীল চতুর্থ খন্ড পৃষ্ঠা নং-৪২এ উক্ত আয়াতের তাফসীর করা হয়েছে;

اَىْ اغْفِرْلِلْمُؤْمِنِيْنَ كُلِّهِمْ

অর্থাৎ! হে আমার প্রতিপালক! এবং সমস্ত মুমিনদের তুমি ক্ষমা করো।

*আর তাফসীর খাযিন ৪র্থ খন্ড পৃষ্ঠা নং ৪২-এ উক্ত আয়াতের তাফসীর নিম্নরূপ করা হয়েছে;

يَعْنِىْ اغْفِرْلِلْمُؤْمِنِيْنَ كُلِّهِمْ وَ هٰذَا دُعَاءٌ لِلْمُؤْمِنِيْنَ بِالْمَغْفِرَةِ وَاللّٰهُ سُبْحَانَهٗ وَ تَعَالٰى لَا يَرُدُّ دُعَاءَ خَلِيْلِهٖ اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَفِيْهِ بِشَارَةٌ عَظِيْمَةٌ لِجَمِيْعِ الْمُؤْمِنِيْنَ بِالْمَغْفِرَةِ)

অর্থাৎ হাযরাত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম দো'আ করেন "হে আমার প্রতি পালক এবং সমস্ত মুমিনদের তুমি ক্ষমা করো।..... অতএব হাযরাত ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের উক্ত প্রার্থনা সমস্ত মুমিনদের জন্য ছিলো। আর আল্লাহ্ তা'য়ালা নিজের বন্ধু হাযরাত ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের প্রার্থনা কে কখনও অগ্রাহ্য করবেন না। সুতরাং উক্ত দো'আয় সমস্ত মুমিনদের জন্য মাগ্‌ফিরাতের বিশাল

www.YaNabi.in

সুসংবাদ রয়েছে।

নাবী পাক আলাইহি সালাম হতে কিয়ামাত পর্যন্ত সমস্ত জীবিত ও মৃত মুসলমানদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনার প্রমান

আয়াত নং-৭; সূরা হাশর আয়াত নং-১০ এ আল্লাহ্ তা'য়ালা ইরশাদ করেন;

وَالَّذِيْنَ جَاؤُوْ امِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُوْنَ رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا وَلِاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَ بِالْاِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِىْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِّلَّذِيْنَ آمَنُوْا رَبَّنَا اِنَّكَ رَئُوْفٌ رَّحِيْمٌ

অনুবাদ:- এবং ঐ সব লোক যারা তাদের পরে এসেছে, তারা আরজ করে , হে আমাদের প্রতি পালক! আমাদেরকে ক্ষমা করো এবং আমাদের ভাইদেরকেও যারা আমাদের পূর্বে ঈমান এনেছে এবং আমাদের অন্তরে ঈমানদারদের দিক থেকে হিংসা বিদ্বেষ রেখো না। হে আমাদের প্রতিপালক! নিশ্চয় তুমিই অতি দয়ার্দ্র, দয়াময়।

*তাফসীরে সাবী আলাল জালালাইন ৪র্থ খন্ড পৃষ্ঠা নং- ১৬২

﴿قَوْلُهُ اَلَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ﴾ اَىْ بِالْمَوْتِ عَلَيْهِ فَيَنْبَغِىْ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْقَائِلِيْنَ بِهٰذَا الْقَوْلِ اَنْ يَقْصُدَ لِمَنْ سَبَقَهُ مَنْ اِنْتَقَلَ قَبْلَهُ مِنْ زَمَنِهٖ اِلٰى عَصْرِ النَّبِيِّ ﷺ فَيَدْخُلُ جَمِيْعُ مَنْ تَقَدَّمَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ لَا خُصُوْصَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ

এবং তাফসীরে জুমালে ও উক্ত আয়াতের তাফসীর নিম্নরূপে করা হয়েছে।

অর্থাৎ:- (اَلَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ) এর অর্থ হল এবং তাদেরকে তুমি ক্ষমা করো যারা আমাদের পূর্বে ঈমানের সহিত ইন্তেকাল করেছেন। অতএব উক্ত বাক্য ব্যবহার কারী প্রতিটি ব্যক্তিকে তার পূর্বে মুমিন দ্বারা সেই সমস্ত মুমিনদের নিয়েত করা দরকার, যারা তার পূর্বে তার সময় হতে নাবীয়ে আকরাম আলাইহিস সালাত ওয়াস সালামের সময় পর্যন্ত ইন্তেকাল করেছেন। সুতরাং উক্ত দো'আয় তার পূর্বের সমস্ত মুসলমান প্রবেশ হবে, শুধু মোহাজির বা আনসার নয়।

*আর তাফসীরে খাজিন জিলদ নং-৭ পৃষ্ঠা নং ৫৪ এ উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা করা হয়েছে;

اَخْبَرَاَنَّهُمْ يَدْعُوْنَ لِاَنْفُسِهِمْ بِا لْمَغْفِرَةِ وَلِاِخْوَانِهِمِ اَلَّذِيْنَ سَبَقُوْهُمْ بِالْاِيْمَانِ

অর্থাৎ:- উক্ত আয়াত দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা সংবাদ প্রদান করলেন যে, পরের মুসলমানেরা আল্লাহর কাছে নিজের মাগ্‌ফেরাতের জন্য প্রার্থনা করেন এবং তাদের সেই ভাইদের জন্য যারা পূর্বে ঈমান এনেছে।

*আর তাফসীরে মোয়ালেমুত তানযীলে উক্ত আয়াতের তাফসীর করা হয়েছে;

www.YaNabi.in

يَعْنِىْ التَّابِعِيْنَ وَهُمُ الَّذِيْنَ يَجِيْؤُنَ بَعْدَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ ذَكَرَ اَنَّهُمْ يَدْعُوْنَ لِاَنْفُسِهِمْ وَلِمَنْ سَبَقَهُمْ بِالْاِيْمَانِ وَالْمَغْفِرَةِ فَقَالَ ﴿ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ ﴾

অর্থাৎ:- *তাবেয়ীনে কেরাম আর ঐ সব লোক যারা মোহাজির এবং আনসারদের পরে ক্বেয়ামত পর্যন্ত আসবেন। তারপর আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, নিশ্চয় তারা নিজের জন্য এবং সেই সমস্ত মুসলমানদের জন্য মাগ্‌ফেরাতের দো'আ করছেন যারা তাদের পূর্বে ঈমান এনেছে।*

**ইমাম বাগবী আলাইহির রাহমা উক্ত আয়াতের তাফসীরে ঐ পৃষ্ঠায় একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন;*

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اُمِرْتُمْ بِالْاِسْتِغْفَارِ لِاَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ فَسَبَبْتُمُوْهُمْ سَمِعْتُ نَبِيَّكُمْ ﷺ يَقُوْلُ لَا تَذْهَبُ هٰذِهِ الْاُمَّةُ حَتّٰى يَلْعَنَ اٰخِرُهُمْ اَوَّلَهَا

অর্থাৎ *হাযরাত আয়েশা রাদ্বীআল্লাহু আনহা বলেন, তোমাদেরকে নাবী মুস্তাফা আলাইহিস সালামের সাহাবা কেরামগনের মাগ্‌ফেরাতের জন্য দোআ করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। আর তোমরা তাদের ভৎর্সনা করছো। আমি নাবী কারীম আলাইহিস সালামকে বলতে শুনেছি যে, এই উম্মাতগন ততক্ষন পর্যন্ত ধবংস হবে না যতক্ষন*

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

না তাদের পরবর্তী লোকেরা পূর্বের লোকের প্রতি অভিশাপ করেছে।

নিজের জীবিত বা মৃত মাতা-পিতার জন্য রহমত ও ক্ষমা প্রার্থনার প্রমান

আয়াত নং-৮ঃ– *সূরা বানী ইস্রাঈল আয়াত নং-২৮ এ আল্লাহ্ তা'আলা বান্দাকে নিজের মাতা-পিতার জন্য দো'আ করার নিম্নরূপে আদেশ দিয়েছেন;*

অনুবাদ:- *আর আরয করো, হে আমার প্রতি পালক; তুমি তাদের উভয়ের উপর দয়া করো যেমনি ভাবে তারা উভয়ে আমার শৈশবে প্রতিপালন করেছেন।* وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِىْ صَغِيْرًا

**তাফসীরে খাযিন ৪ র্থ খন্ড পৃষ্ঠা নং ১২৬-এ উক্ত আয়াতের তাফসীর নিম্নরূপ করা হয়েছে;*

اَىْ وَادْعُ اللّٰهَ لَهُمَا اَنْ يَرْحَمَهُمَا بِرَحْمَتِهِ الْبَاقِيَةِ وَاَرَادَبِهِ اِذَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ۔

অর্থাৎ:- *আল্লাহ্ তা'আলার কাছে নিজের মাতা-পিতার জন্য তাঁহাদের দীর্ঘস্থায়ী রহমতের দোআ করো। উক্ত আয়াতে শুধু মুসলমান মাতা-পিতার জন্য দো-আ করাকে উল্লেখ করা হয়েছে।*

**আর তাফসীরে সাবী আলাল জালালাইন ২য় খন্ড পৃষ্ঠা নং-২৯৩ এবং তাফসীরে জুমাল ২য় খন্ড নং-২৪৪ এ উক্ত আয়াতের তাফসীর নিম্নরূপ করা হয়েছে;*

اُدْعُ لَهُمَا بِالرَّحْمَةِ وَلَوْفِىْ كُلِّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ

অর্থাৎ:- *তুমি নিজের মাতা-পিতার জন্য আল্লাহর রহমাতের দো'আ করো। যদিও প্রতিদিন ও রাত্রীতে পাঁচ বার দো'আ হয়।*

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

ফিরিস্তাগন পৃথিবীবাসীদের জন্য দো'আ ও ক্ষমা প্রর্থনা করেন

আয়াত নং-৯ঃ– *আর আল্লাহ তা'আলা সূরা শূরা-এ আয়াত নং ৫ এ ফারিস্তাদের পক্ষ হতে মুমিনদের জন্য ইস্তেগ্‌ফার কে নিন্মরূপ উল্লেখ করেছেন;*

وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَ يَسْتَغْفِرُوْنَ لِمَنْ فِى الْاَرْضِ اَلَا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

অনুবাদঃ- *এবং ফিরিশ্‌তাগন আপন প্রতি পালকের প্রশংসা সহকারে তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে এবং পৃথিবী বাসীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। শুনে নাও, নিশ্চয় আল্লাহই ক্ষমাশীল, দয়ালু।*

**তাফসীরে খাযিন জিলদ নং-৬, পৃষ্ঠা নং ৯৭ এ উক্ত আয়াতের তাফসীর করা হয়েছে;*

اَىْ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ دُوْنَ الْكُفَّارِ لِاَنَّ الْكَافِرَ لَا يَسْتَحِقُّ اَنْ تَسْتَغْفِرَ لَهُ الْمَلَائِكَةُ

অর্থাৎঃ- *আল্লাহ্ তা'য়ালার ফিরিশ্‌তাগন পৃথিবীর সমস্ত মুসলমানদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন, কাফিরদের জন্য নয়। কারণ কাফিররা কখনও ফারিস্তাগনের ক্ষমা প্রার্থনার অধিকারি হতে পারে না।*

**আর তাফসীরে জুমালে উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা করা হয়েছে;*

اَىْ يَشْفَعُوْنَ لِمَنْ فِى الْاَرْضِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فَالْمُرَادُ بِالْاِسْتِغْفَارِ الشَّفَاعَةُ

অর্থৎ *আল্লাহর ফিরিশ্‌তাগন সেই সমস্ত মুমিনদের জন্য*

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

ঈসালে সাওয়াবের অকাট্য প্রমাণ

সুপারিশ করেন, যারা পৃথিবীতে রয়েছে। সুতরাং আয়াতে ইস্তেগ্‌ফার দ্বারা শাফা'আতকে বোঝানো হয়েছে।

আয়াত নং -১০ঃ– *সূরা মুমিন, আয়াত নং ৭-এ আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের জন্য ফিরিশ্‌তাদের, ক্ষমা প্রার্থনাকে নিম্নোরূপ উল্লেখ করেছেন ;*

اَلَّذِيْنَ يَحْمِلُوْنَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُوْنَ بِهٖ وَ يَسْتَغْفِرُوْنَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَىْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِيْنَ تَابُوْا وَ اتَّبَعُوْا سَبِيْلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ

অনুবাদঃ- *তারাই, যারা আরশ বহন করে এবং যারা তার চতুষ্পার্শ্বে রয়েছে, তারা আপন প্রতিপালকের প্রসংসা সহকারে তাঁর পবিত্রতা ঘোষনা করে, এবং তার উপর ঈমান আনে, আর মুসলমানদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে! হে প্রতি পালক! তোমার রহমত ও জ্ঞান সব কিছুকেই পরিবেষ্টিত করে রেখেছে। সুতরাং তাদেরকে ক্ষমা করো, যারা তাওবা করেছে এবং তোমার পথ অনুসরণ করেছে এবং তাদেরকে দোযখের শাস্তি থেকে রক্ষা করে নাও।*

** তাফসীরে খাযিন জিলদ নং ৬, পৃষ্ঠা নং ২৫-এ উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা করা হয়েছে।*

اَىْ يَسْاَلُوْنَ اللّٰهَ تَعَالٰى الْمَغْفِرَةَ لَهُمْ قِيْلَ هٰذَا

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

اَلْاِسْتِغْفَارُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُقَابِلٌ لِقَوْلِهِمْ أَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيْهَا وَ يَسْفِكُ الدِّمَاءَ، فَلَمَّا صَدَرَ هٰذَا مِنْهُمْ اَوَّلًا تَدَارَكُوْهُ بِالْاِسْتِغْفَارِ لَهُمْ ثَانِيًا۔

অর্থাৎ:- *ফারিশ্‌তা মন্ডলীগন আল্লাহর কাছে মোমিনদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। বলা হয়েছে, ফারিস্তাগন উক্ত দো'আ ও ক্ষমা প্রার্থনা তাদের সেই কথার কারণে করেন যা তারা মানব জাতির সৃষ্টির সময় আল্লাহ্ তা'আলার কাছে আরয করেছিলেন। তথা, ইয়া আল্লাহ্! আপনি কি জমিনের উপর এমন মাখলুককে সৃষ্টি করবেন, যারা জমিনে ফিতনা ফাসাদ ও রক্তপাত করবে। অতএব যখন প্রথমে ফারিস্তাদের দ্বারা মানব জাতির ব্যাপারে এ ধরনের বাক্য ব্যবহার হল, তখন তাঁরা সে কথার পরিবর্তে মানব জাতির জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন।*

সন্তানের নেক কর্ম দ্বারা মাতা-পিতাকে জান্নাতে উচ্চ মর্যদা প্রদান

আয়াত নং-১১ঃ– *সূরা মুমিন, আয়াত নং- ৪এ আল্লাহ তা'য়ালা সেই ফারিস্তাগনের প্রার্থনাকে নিম্নোরূপ উল্লেখ করছেন;*

رَبَّنَا وَاَدْخِلْهُمْ جَنّٰتِ عَدْنِ اَلَّتِى وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَائِهِمْ وَاَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ

অনুবাদ:- *হে আমাদের প্রতি পালক! এবং তাদেরকে বসবাসের বাগান সমূহে প্রবেশ করাও, সেগুলোর যারা সৎকর্ম পরায়ন তাদের বাপ- দাদা, স্ত্রীগন এবং সন্তানগনের মধ্যে। নিশ্চয়, তুমিই সম্মান ও প্রজ্ঞাময়।*

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

**তাফসীরে খাযিন জিলদ নং ৬, পৃষ্টা নং- ৭৬ এবং তাফসীরে সাবী আলাল জালালাইন-এ উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা ও তাফসীর নিম্নরূপ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে;*

اِذَا دَخَلَ الْمُؤْمِنُ الْجَنَّةَ قَالَ اَيْنَ اَبِى وَ اَيْنَ اُمِّى وَاَيْنَ وَلَدِىْ وَاَيْنَ زَوْجِىْ فَيُقَالُ اَنَّهُمْ لَمْ يَعْمَلُوْا عَمَلَكَ فَيَقُوْلُ اِنِّى كُنْتُ اَعْمَلُ لِىْ وَلَهُمْ فَيُقَالُ اُدْخُلُوْهُمُ الْجَنَّةَ فَاِذَا اجْتَمَعَ بِاَهْلِهٖ فِى الْجَنَّةِ كَانَ اَكْمَلَ لِسُرُوْرِهٖ وَلَذَّتِهٖ

অর্থাৎ:- *যখন ঈমানদার ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে তখন বলবে, আমার পিতা কোথায়? আমার মাতা কোথায় ? আমার সন্তান কোথায়? আমার স্ত্রী কোথায় ? অতএব বলা হবে, নিশ্চয় তারা তোমার ন্যায় নেক আমল করেনি। সে উত্তরে বলবে, নিশ্চয়, আমি আমার এবং তাদের উভয়ের জন্য নেক আমল করতাম। অতঃপর আল্লাহর পক্ষ হতে বলা হবে, তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দাও। সুতরাং যখন সে জান্নাতে নিজের পরিবারের সঙ্গে একত্রিত হবে, তখন সে ব্যাক্তি জান্নাতে পরিপূর্ণ খুশী ও আনন্দ উপভোগ করবে।*

**আর তাফসীরে মোয়ালিমুত তানযীল জিলদ নং-৬ পৃষ্ঠা নং-৭৬-এ ইমাম বাগবী আলাইহির রহমাহ উক্ত আয়াতের তাফসীরে একটি হাদীস বর্ণন করেছেন;*

قَالَ سَعِيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ يَدْخُلُ الْمُؤْمِنُوْنَ الْجَنَّةَ فَيَقُوْلُ اَيْنَ اَبِى اَيْنَ وَلَدِىْ اَيْنَ زَوْجَتِى فَيُقَالُ لَمْ يَعْمَلُوْا مِثْلَ عَمَلِكَ فَيَقُوْلُ اِنِّى كُنْتُ اَعْمَلُ لِىْ وَ لَهُمْ فَيُقَالُ اُدْخُلُوْهُمُ الْجَنَّةَ

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

অর্থাৎ:- *হাযরাত সাঈদ ইবনে জুবাইর রাদ্বীআল্লাহু আনহু বলেন, যখন মুমিন বান্দা জান্নাতে প্রবেশ করবে সে জিজ্ঞাসা করবে, আমার পিতা কোথায় ? আমার মাতা কোথায় ? আমার সন্তান এবং স্ত্রী কোথায় ? উত্তরে বলা হবে, নিশ্চয় তারা তোমার মত নেক আমল করেনি। মুমিন বান্দা বলবে, নিশ্চয় আমি আমার এবং তাদের জন্য নেক আমল করতাম। অত:পর বলা হবে তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দাও।*

বিচারের দিনে এক ব্যাক্তির নেক আমল অপর ব্যাক্তির জন্য লাভজনক

আয়াত নং- ১২ঃ- *সূরা, তূর আয়াত নং ২১-এ আল্লাহ তা'আলা বলেন;*

وَالَّذِيْنَ آمَنُوْا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيْمَانٍ اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَ مَآ اَلَتْنٰهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ

অনুবাদ:- *এবং যারা ঈমান এনেছে আর তাদের সন্তানগন ঈমান সহকারে তাদের অনুসরণ করেছে, আমি তাদের সন্তানদেরকে তাদের সাথে মিলন ঘটাবো এবং তাদের কর্মের মধ্যে তাদেরকে কিছুই কম দেবো না।*

** তাফসীরে মোয়ালিমুত তানযীল জিলদ নং -৬ পৃষ্ঠা নং ২০৮- ইমাম বাগবী আলাইহির রহমা উক্ত আয়াতের তাফসীর নিম্নরূপ করেছেন;*

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

''اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ،، اَلْمُؤْمِنِيْنَ فِى الْجَنَّةِ بِدَرَجَاتِهِمْ وَاِنْ لَمْ يَبْلُغُوْا بِاَعْمَالِهِمْ دَرَجَاتِ آبَائِهِمْ تَكْرِمَةً لِآبَائِهِمْ لِتَقَرَّ بِذٰلِكَ اَعْيُنُهُمْ وَهِىَ رِوَايَةٌ لِسَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا وَرِوَايَةُ الْعَوْفِى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا '' اَخْبَرَ اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ اَنَّهُ يَجْمَعُ لِعَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ ذُرِّيَّتَهُ فِى الْجَنَّةِ كَمَا كَانَ يُحِبُّ فِى الدُّنْيَا اَنْ يَجْتَمِعُوْا اِلَيْهِ يُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِهِ وَ يَلْحَقُهُمْ بِدَرَجَةٍ بِعَمَلِ اَبِيْهِ مِنْ غَيْرِ اَنْ يُنْقَصَ الْآبَاءُ مِنْ اَعْمَا لِهِمْ شَيْئًا .....عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ يَرْفَعُ ذُرِّيَّةَ الْمُؤْمِنِ فِىْ دَرَجَتِهِ وَاِنْ كَانُوْا دُوْنَهُ فِىْ الْعَمَلِ لِتَقَرَّ بِهِمْ اَعْيُنُهُ ثُمَّ قَرَأَ﴿وَ الَّذِيْنَ آمَنُوْاوَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ الخ

অর্থাৎ:- *আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, আমি তাদের মুমিন*

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

ঈসালে সাওয়াবের অকাট্য প্রমাণ

সন্তানদেরকে জান্নাতে তাদের সঙ্গে মিলন ঘটাবো। যদিও তারা নিজের আমল দ্বারা তাদের পিতার দরজা পর্যন্ত পৌছতে পারবে না। তাদের পিতাদের সম্মানিত করার উদ্যেশে যাহাতে সন্তানদের সঙ্গে পেয়ে তাদের চক্ষু ঠান্ডা হয়। উক্ত ব্যাখ্যাটি বর্ননা করেছেন হাযরাত সাঈদ বিন জুবাইর ও হাযরাত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদ্বীআল্লাহু আনহুম

*আর হাযরাত ইবনে আব্বাস রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে হাযরাত আউফীর বর্ণনায় আয়াতটির নিম্নরূপ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। অর্থাৎ:- হাযরাত ইবনে আব্বাস বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা উক্ত আয়াত দ্বারা সুসংবাদ প্রদান করলেন যে, তিনি জান্নাতে নিজের মুমিন বান্দার সন্তানদের একত্রিত করবেন। যে, দুনিয়াতে সে তাদের একত্রিত হওয়াকে পছন্দ করতেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সন্তানদের জান্নাতে প্রবেশ করাবেন নিজ রহমত দ্বারা এবং তাদের পিতার সঙ্গে সাক্ষাত ঘটাবেন তাদের পিতাদের নেক আমল দ্বারা আর পিতার আমল থেকে কিছু কম করা হবে না।(ইমাম বাগবী আলাইহির রহমা উক্ত ব্যাখ্যার সঠিকতার উপর নিম্নে একটি হাদীস লিপিবদ্ধ করেছেন), তথা মোফাসসিরে আযাম হাযরাত ইবনে আব্বাস রাদ্বীআল্লাহু আনহুমা বলেন, নাবী পাক আলাইহিস সালাম ইরশাদ করেন, নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা মুমিন বান্দার সন্তানদের মুমিন বান্দার দরজা পর্যন্ত উঠিয়ে দেবেন, যদিও সন্তানেরা নিজের আমল দ্বারা নিম্নে থাকতো, যাহাতে তাদের পিতার চক্ষু ঠান্ডা হয়। অত:পর নাবী পাক আলাইহিস সালাম উক্ত আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন।

*আর হাযরাত আল্লামা আলাউদ্দিন আলী বিন মোহাম্মাদ

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

ঈসালে সাওয়াবের অকাট্য প্রমাণ

রাদ্বীআল্লাহু আনহু তাফসীরে খাযিন জিলদ নং-৬ পৃষ্ঠা নং -২০৮ এ উক্ত আয়াতের তাফসীর। নিম্নরূপ লিপিবদ্ধ করেছেন;

يَعْنِى اَلْحَقْنَا اَوْلَادَهُمُ الصِّغَارَ وَالْكِبَارَ بِاِيْمَانِهِمْ فَالْكِبَارُ بِاِيْمَانِهِمْ بِاَنْفُسِهِمْ وَ الصِّغَارُ بِاِيْمَانِ آبَائِهِمْ فَاِنَّ الْوَلَدَ الصِغَارَ يُحْكَمُ بِاِسْلَامِهِ تَبَعًا لِاَحَدِ اَبَوَيْهِ ﴿البَاقى كمافى البَغْوِى﴾

অর্থাৎ:- আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, আমি তাদের ছোট ও বড় সন্তানদের তাদের ঈমানের অসিলায় তাদের সঙ্গে মিলন ঘটাবো, বড় সন্তানদের নিজে ঈমান আনার কারনে এবং ছোট সন্তানদের পিতার ঈমান আনার কারনে। কারণ ছোট সন্তানের উপর তাদের মাতা-পিতার মধ্যে থেকে কোন এক জনের ঈমান আনার কারনে মুসলিম হওয়ার হুকুম লাগানো হয়। বাকী তাফসীর তাফসীরে বাগবীর ন্যায় করা হয়েছে।

*আর তাফসীরে সাবী আলাল জালালাইন জিলদ নং - ৪, পৃষ্ঠা নং ১১১ এবং তাফসীরে জুমালে উক্ত আয়াতের তাফসীর ও ব্যাখ্যা নিম্নরূপ লিপিবদ্ধ রয়েছে;

وَالْمَعْنٰى اَنَّ الْمُؤْمِنَ اِذَا كَانَ عَمَلُهُ اَكْثَرَ اُلْحِقَ بِهِ مَنْ دُوْنَهُ فِى الْعَمَلِ اِبْنًا كَانَ اَوْاَبًا وَ يُلْحَقُ بِالذُّرِّيَةِ مِنَ

www.YaNabi.in

النَسَبِ وَالذُّرِّيَة بِا السَّبَبِ وَهُوَ الْمُحَبَّةُ فَاِنْ حَصَلَ مَعَ الْمُحَبَّةِ تَعْلِيْمُ عِلْمٍ اَوْ عَمَلٍ كَانَ اَحَقَّ بِاللُّحُوقِ كَالتَّلَامِذَةِ فَاِنَّهُمْ يُلْحَقُوْنَ بِاَشْيَاخِهِمْ وَاَشْيَاخِ الْاَشْيَاخِ يُلْحَقُوْنَ بِالْاَشْيَاخِ وَ اِنْ كَانُوْا اَدْوَنَهُمْ فِىْ الْعَمَلِ وَالْاَصْلُ فِىْ ذٰلِكَ قَوْلُهُ ﷺ اِذَادَخَلَ اَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ سَأَلَ اَحَدُهُمْ عَنْ اَبَوَيْهِ وَ عَنْ زَوْجَتِهِ وَوَلَدِهِ فَيُقَالُ اَنَّهُمْ لَمْ يُدْرِكُوْامَااَدْرَكْتَ فَيَقُوْلُ يَارَبِّ اِنِّىْ عَمِلْتُ لِىْ وَلَهُمْ فَيُؤْمَرُ بِالْحَقِهِمْ بِهِ

অর্থাৎ:- *উক্ত আয়াতের অর্থ হল, মোমিন বান্দার নেক আমল যখন অধিক হয়ে যাবে, তার সঙ্গে সেই ব্যাক্তিদের মিলন ঘটানো হবে যাদের নেকি তার অপেক্ষা কম হবে, সে তার সন্তান হোক বা পিতা। আর মিলন ঘটানো হবে নাসাবী ও সাবাবী উভয় সন্তানদের। আর সাবাবী সন্তান বলতে বোঝানো হয়েছে যাদের সঙ্গে তার ভালোবাসা ছিলো। অতএব ভালোবাসার সঙ্গে যদি ধর্মের শিক্ষা বা কোন নেক আমলের শিক্ষা জড়িত থাকে তাহলে, তারা মিলন ঘটানোর বেশি অধিকারী যেমন ছাত্র। কারণ ছাত্রদের জান্নাতে তাদের উসতাজ-এর*

সঙ্গে মিলন ঘটান হবে। যদিওবা ছাত্রদের নেক আমল উসতাজ অপেক্ষা কম হয়। কারণ নাবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, যখন জান্নাতিরা জান্নাতে প্রবেশ করবে তখন তারা জিজ্ঞাসা করবে নিজের পিতা-মাতা, স্ত্রী ও সন্তানের প্রসঙ্গে অতএব তাদের বলা হবে, তারা তোমার ন্যায় মর্যদা পাইনি। জান্নাতিরা আরয করবে, ইয়া আল্লাহ্! আমি দুনিয়াতে নিজের ও তাদের উভয়ের জন্য আমল করতাম। সুতরাং ফারিস্তাদের আদেশ করা হবে, তাদের মাতা-পিতা, স্ত্রী ও সন্তানদের তাদের সঙ্গে করে দাও।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

সংকলিত আয়াত ও তাফসীর সমূহের ব্যাখ্যা

ব্যাখ্যা:- শ্রদ্ধেয় মুসলিম সমাজ! উপরে সংকলিত ১২টি আয়াত এবং বর্নিত সমস্ত তাফসীর থেকে দিবালোকের ন্যায় প্রমানিত হয় যে, (1) কোন ব্যক্তির নেক আমল দ্বারা অন্য কোন ব্যাক্তি উপকৃত হতে পারে, (2) কোন ব্যক্তি নিজের নেক আমলের নেকি অন্য কোন ব্যক্তিকে পৌছাতে পারে। (3) কিয়ামতের দিবসে মাতা পিতাকে সন্তানের নেক আমলের নেকী, সন্তানদেরকে তাদের পিতার আমলের নেকী এবং স্ত্রীদেরকে তাদের স্বামীদের নেক আমলের নেকী প্রদান করা হবে। (4) আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদেরকে পূর্বের মুসলমানদের জন্য বিশেষ করে নিজের মাতা পিতার জন্য আল্লাহ্ তা'আলার অসীম রহমত এবং তাদের ক্ষমার জন্য দো'আ করার আদেশ দিয়েছেন। (5) ফারিস্তা মন্ডলীগন নিজের প্রতিপালকের কাছে পৃথিবীবাসী মুসলমানদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। (6) হাযরাত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম সমস্ত জীবিত ও মৃত্য মুসলমানদের জন্য মাগ্‌ফেরাতের দো'আ করেছেন। (7) হাযরাত নূহ আলাইহিস সালাম নিজের মৃত মাতা-পিতা এবং সমস্ত মুসলমান পুরুষ এবং মহিলাদের জন্য মাগ্‌ফেরাতের দো'আ করেছেন। (8) নাবীয়ে আকরাম আলাইহিস স্বালাত ওয়াস সাল্লাম কে আল্লাহ্ তা'আলা সমস্ত মুসলমানদের জন্য মাগ্‌ফেরাতের দো'আ করার আদেশ প্রদান করেছেন। (9) জান্নাতে প্রবেশ কারী মুসলমানরা যখন আল্লাহ্ তা'আলাকে আরয করবেন, ইয়া আল্লাহ্! আমি দুনিয়ার বুকে শুধু নিজের জন্য আমল করতাম না বরং আমার মাতা-পিতা, সন্তান-সন্ততি ও স্ত্রীর জন্যও নেক আমল করতাম। অতএব তাদেরকেও জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাকে এটা উত্তর দেবেন না যে, কোন মুসলমান এর আমল অন্য

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

কারো জন্য লাভদায়ক হতে পারে না,সুতরাং তোমার আমল শুধু তোমার জন্য কাজে আসবে। বরং আল্লাহ্ তা'আলা ফারিস্তাদের আদেশ করবেন যে, যার জন্য সে আমল করেছে, তাদেরকেও জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দাও। যদি কারো নেক আমল অন্য কারো জন্য লাভ দায়ক না হত বা দো'আ ও ক্ষমা প্রার্থনা অন্য কোন ব্যক্তির জন্য লাভ জনক না হতো, তাহলে, ফারিস্তাগন মুসলমানদের মাগ্‌ফিরাতের জন্য, হাযরাত ইব্রাহিম ও হাযরত নূহ আলাইহিমুস সালাম নিজের মাতা-পিতা ও সমগ্র মুসলমান পুরুষ ও মহিলাদের ক্ষমার জন্য কখনও প্রার্থনা করতেন না। আর না আল্লাহ্ তা'আলা সন্তানদের নিজের মাতা-পিতার প্রতি তাঁর রহমত বর্ষনের এবং নাবী পাক আলাইহিস সালাত ওয়াস সালামকে নিজ উম্মতের জন্য মাগফেরাতের দো'আ করার আদেশ দিতেন। আর না আল্লাহ্ তা'আলা কোন বান্দার নেক আমলের অসিলায় জাহান্নাম অধিকারী বান্দাদের জান্নাতে প্রবেশ করাতেন।

শ্রদ্ধেয় পাঠক বৃন্দ! আল্লাহ্ তা'আলার এই পবিত্র ও মহা গ্রন্থ তথা কুর-আন শারিফের প্রতিটি শব্দ দ্বারা প্রমানিত বিষয় বস্তুর উপর দীর্ঘ বিশ্বাস স্থাপন করা ও মনের গভীরতার সহিত মেনে নেওয়া আল্লাহ্ তা'আলার মুমিন বান্দা হওয়ার মূল মেরুদণ্ড। এই ঐ-সি বানীর কোন আয়াতের বরখেলাফ আক্বীদা ধারণ করা ও ইচ্ছাকৃত কোন মত পোষন করা কুফরে পতিত হওয়া। সুতরাং উক্ত প্রসঙ্গে বাদ-মাযহাব ও আল্লাহ্ তা'আলার পবত্রি বানী তথা কুর-আন এর খেলাফ মত ও আক্বীদা ধারণ কারীদের কথায় কর্ণপাত করে নিজের ও অন্যের পারলৌকিক জীবনকে বরবাদ ও জাহান্নামের অধিকারী করবেন না, আল্লাহ্ তা'আলার মহাগ্রন্থ কুর-আন থেকে সংকলিত

www.YaNabi.in

আয়াত গুলি ও তাদের তাফসীর সমূহ দ্বারা যখন এটা প্রমানিত যে, এক ব্যাক্তি অপর ব্যাক্তির জন্য মাগফিরাতের দো'আ করতে পারে এবং এক ব্যাক্তির নেক আমল অপর ব্যাক্তির জন্য লাভজনক হয়ে থাকে, তখন কোর-আন শরীফের উক্ত আয়াত গুলি থেকে এটাও প্রমানিত হবে যে, কোন মুসলিম ব্যাক্তির ইন্তেকালের পর তার জন্য দো'আয়ে মাগফেরাত করা, দো'আর মজলিশ সংগঠিত করা, সাদক্বা খায়রাত করা, কবর জিয়ারত করা, কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করা ও দরিদ্র মিসকিনদের খাবার খাওয়ানো ইত্যাদি নেক আমল মৃত ব্যক্তির জন্য লাভ দায়ক ও জায়েয, যা জীবিত ব্যাক্তিদের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য ও পুর্বের নাবী ও রাসুলগনের সুন্নাত। সুতরাং ঈসালে সাওয়াব এর অস্বীকার স্বয়ং কুর-আন শরীফের অস্বীকার। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সকলকে কুর-আন শরীফকে বোঝার এবং তার উপর দৃঢ় ভাবে আমল করার শক্তি প্রদান করুন। আমীন বেজাহে সাইয়েদিল মুর্সালীন আলাইহিস্ব স্বালাত ওয়াস সালাম।

হাদীস শারীফ থেকে ঈসালে সওয়াব (মৃত ব্যাক্তিদের সাওয়াব পৌছানো) এর প্রমাণ।

পূর্বের অধ্যায়কে অধ্যয়ন করে আপনারা নিশ্চয় অবগত হয়েছেন যে, কোর-আন শারীফের বহু আয়াত দ্বারা এটা প্রমানিত হয় যে,এক মুসলমান নিজের নেক আমল দ্বারা অপর মুসলমানকে উপকৃত করতে পারে। এবং জীবিত ব্যাক্তিদের নেক আমলের সওয়াব মৃত ব্যাক্তিদের নিকট পৌছানো যায়। আসুন, এবার আমি আহ্লে সুন্নাত ওয়া জামাতের মধ্যে ঈসালে সাওয়াবের জন্য প্রচলিত প্রথা। তথা মৃত ব্যক্তিদের জন্য দো-আ, সাদক্বা, দরিদ্র ব্যক্তিদের খাবার খাওয়ানো ইত্যাদি বিষয়ের বৈধতার উপর নাবী মুস্তাফা আলাইহিস স্বালাত ওয়াস সালাম-এর পবিত্র হাদীস শারীফের আলোকে কিছু আলোচনা করি। যাহাতে প্রমানিত হয় যে, এ সমস্ত কর্মের সওয়াব মৃত ব্যক্তি পায় কি না? এবং মুসলমানদের ইন্তেকালের পর কি তার আমল নামা সম্পূর্ণ রূপে বন্ধ হয়ে যায়, না তার আমল নামায় নেকি বৃদ্ধির কোন পথ আমাদের নাবী পাক আলাইহিস সালাম প্রদান করে গেছেন?

মৃত ব্যাক্তির জন্য দো'আ ও সাদক্বার প্রমান

হাদীস নং-১ঃ– মিশকাত শারীফ প্রথম খন্ড জ্ঞান অধ্যায় এবং মুসলিম শারীফ দ্বিতীয় খন্ড পৃষ্ঠা নং -৪১এ হাদীস লিপিবদ্ধ রয়েছে;

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ

اِذَا مَاتَ الْاِنْسَانُ اِنْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ اِلَّا مِن

ثَلٰثَةٍ اِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ اَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ

بِهٖ اَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْلَهٗ

www.YaNabi.in

অর্থাৎ:- *হাযরাত আবু হুরাইরা রাদ্বীআল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবিয়ে আকরাম আলাইহিস স্বালাত ওয়াস সালাম ইরশাদ করেন, যখন কোন মুসলমান ব্যাক্তি ইন্তেকাল করে, তার নামায়ে আমল বন্ধ হয়ে যায় । কিন্তু তিনটি পদ্ধতি দ্বারা নামায়ে আমল চলতে থাকে। যথা সাদক্বায়ে জারিয়া, লাভ জনক জ্ঞান এবং সুসন্তান দ্বারা যে তার জন্য দো'আ করে।*

মৃত ব্যাক্তির জন্য সাদক্বা ও দোআর উপর ইজমা তথা সর্ব সম্মত সিদ্ধান্ত

ব্যাখ্যা:- *বর্নিত হাদীস শারীফ দ্বারা প্রমান হয় যে, মানুষের মৃত্যুর পর তার আমল নামা সম্পুর্ণ ভাবে বন্ধ হয়ে যায় না। বরং কিছু আমল দ্বারা তথা সাদক্বা, লাভ জনক জ্ঞান ও সুসন্তানের দো'আ দ্বারা মৃত ব্যক্তির নেকিতে বৃদ্ধি ঘটে। উক্ত কারনেই হাযরাত ইমাম নাবাবী আলাইহির রহ্মা উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় লিপিবদ্ধ করেছেন;*

وَفِيْهِ اَنَّ الدُّعَاءَ يَصِلُ ثَوَابُهُ اِلَى الْمَيِّتِ وَ كَذَالِكَ الصَّدَقَةُ وَهُمَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِمَا

অর্থাৎ:- *উক্ত হাদীস থেকে প্রমাণ হয় যে, নিশ্চয় দো'আর সাওয়াব মৃত ব্যক্তিদের কাছে পৌছায় আর সে মতই সাদক্বার সওয়াবও যার উপর ইজমা তথা সমস্ত উম্মতে মোহাম্মাদীর সর্ব সম্মত সিদ্ধান্ত রয়েছে।*

**এছাড়া আরও বহু হাদীস দ্বারা প্রমানিত যে, নাবীয়ে আকরাম আলাইহিস স্বালাত ওয়াস সালামকে সাহাবা কেরামগন উক্ত প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করেছেন এবং নাবী পাক আলাইহিস সালাম বলেছেন হ্যাঁ, জীবিত ব্যাক্তিদের দো'আ, সাদক্বা, ইস্তেগ্ফার ইত্যাদি কর্মের নেকি*

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

মৃত ব্যাক্তি পর্যন্ত পৌছায়।

জীবিত ব্যাক্তির সাদক্বা দ্বারা মৃত ব্যাক্তির গুনাহ মাফ হয়

যেমন *হাদীস নং -২ঃ- *মুসলিম শারীফ ২য় খন্ড পৃষ্ঠা নং ৪১* وصول ثواب الصدقات الى الميت *অধ্যায়ে রয়েছে;*

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِى ﷺ اِنَّ اَبِى مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا وَلَمْ يُوْصِ فَهَلْ يُكَفِّرُ عَنْهُ اِنْ تُصُدِّقَ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ

অর্থাৎ:- *হাযরাত আবু হুরাইরা রাদ্বীআল্লাহু আনহু থেকে বর্নিত। নিশ্চয় এক জন (সাহাবী) নাবীয়ে আকরাম আলাইহিস সালামকে প্রশ্ন করলেন, (ইয়া রাসুলুল্লাহ্) আমার পিতা ইন্তেকাল করেছেন এবং অনেক ধন-সম্পতি রেখে গেছেন আর ওসিয়াত করেন নি। অতএব (তা সত্ত্বেও) যদি তিনার তরফ হতে সাদক্বা করা হয় তবে কি তাঁর গুনাহ মাফ করা হবে? নাবী কারীম আলাইহিস সালাম উত্তরে বললেন, নিশ্চয়।*

ব্যাখ্যা:- *উক্ত হাদীস আমাদের জ্ঞাত করায় যে, কোন ব্যক্তি যদি সাদক্বা করার ওসিয়াত না করে ইন্তেকাল করে। তাহা সত্ত্বেও তার জন্য সাদক্বা করা জায়েজ এবং মৃত ব্যাক্তির জন্য লাভ জনক।*

ঈসালে সাওয়াবের জন্য ইন্দরা খনন ও পানির ব্যবস্থার প্রমান

হাদীস নং-৩ঃ- *নিসায়ী শারীফ, আবু দাউদ শারীফ প্রথম খন্ড এবং মিশকাত শারীফ প্রথম খন্ড প্রষ্ঠা নং -১৬৯ লিপিবদ্ধ রয়েছে;ং*

عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اُمَّ سَعْدٍ مَاتَتْ فَاَىُّ الصَّدَقَةِ اَفْضَلُ قَالَ اَلْمَاءُ فَحَفَرَ بِئْرًا وَقَالَ هٰذِهٖ لِاُمِّ سَعْدٍ

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

অর্থাৎ:- *হাযরাত সায়াদ ইবনে উবাদা রাদ্বীআল্লাহু আনহু নাবীয়ে আকরাম আলাইহিস সালামকে আরয করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ্! আমার মা ইন্তেকাল করেছেন। অতএব (ঈসালে সওয়াবের জন্য) কোন সাদক্বা বেশী উত্তম হবে? নাবী কারীম আলাইহিস সালাম ইরশাদ করলেন, পানী সব থেকে উত্তম হবে। অতএব হাযরাত সায়াদ ইবনে উবাদা রাদ্বীআল্লাহু আনহু একটি ইন্দারা (কুঁয়া) খনন করলেন এবং (দো'আ করলেন) এই ইন্দারা থেকে যা সওয়াব হবে, তা আমার মাকে প্রদান করো।*

ব্যাখ্যা:- *উক্ত হাদীস শারীফের অধ্যায়ন দ্বারা জ্ঞানী ব্যক্তিদের প্রতি কয়েকটি বিষয় পরিস্কার হয়ে যায়। যথা-১। মানুষের প্রয়োজন মত খাদ্য ও পানি মৃত ব্যক্তিদের নামে সাদক্বা করা বৈধ এবং সাহাবীর সুন্নাত।(২) সাদক্বার বস্তু সামনে রেখে দো'য়া করা বৈধ ও সুন্নাতে সাহাবা।*

ঈসালে সাওয়াবের জন্য জমি, বাগিচা ও আহারের বস্তু সাদক্বা করার প্রমান

হাদীস নং ৪ঃ- *বোখারী শারীফ প্রথম খন্ড পৃষ্ঠা নং-১৮৬ লাইন নং ৭-৮এ বর্ণিত রয়েছে;*

عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ اِنَّ اُمِّى
اُفْتُلِتَتْ نَفْسُهَا وَاَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ
اَفَلَهَا اَجْرٌ اِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

অর্থাৎ:- *হাযরাত আয়েশা রাদ্বীআল্লাহু আনহা কর্তৃক বর্ণিত। নিশ্চয়, এক সাহাবী নাবীয়ে আকরাম আলাইহিস স্বালাত ওয়া সালামকে আরয করলেন, আমার মা হঠাৎ করে ইন্তেকাল করেছেন। আমার মনে হয়, যদি তিনি কিছু বলার সময় পেতেন তাহলে, সাদক্বা করতেন। অতএব আমি যদি তাঁর পক্ষ হতে সাদক্বা করি তাহলে কি মায়ের আমল নামায় নেকি বৃদ্ধি হবে ? নাবী পাক আলাইহিস সালাম বললেন, অবশ্যই হবে।*

ব্যাখ্যা:- *উক্ত হাদীস থেকে প্রমানিত হয় যে, মৃত ব্যক্তির নেকিতে জীবিত ব্যক্তির সাদক্বা দ্বারা বৃদ্ধি ঘটে।*

হাদীস নং ৫ঃ- *মুসলিম শারীফ ২য় খন্ড পৃষ্ঠা নং- ৪১* وصول ثواب الصدقات الى الميت *অধ্যায় লিপিবদ্ধ:-*

عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ اِنَّ اُمِّى
اُفْتُلِتَتْ نَفْسُهَا وَاَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ فَلِىَ
اَجْرٌ اِنْ اَتَصَدَّقَ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ

অর্থাৎ:- *হাযরাত আয়েশা রাদ্বীআল্লাহু আনহা কর্তৃক বর্ণিত। নিশ্চয়, এক ব্যক্তি নাবীয়ে আকরাম আলাইহিস সালামকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমার মা হঠাৎ ইন্তেকাল করেছেন। আর আমি মনে করি, যদি তিনি কথা বলার সুযোগ পেতেন, তাহলে কিছু সাদক্বা করতেন। অতএব আমার জন্য কোন নেকি হবে যদি আমি তাঁর পক্ষ থেকে সাদক্বা করি? নাবী পাক আলাইহিস সালাম বললেন, হ্যাঁ, (তোমার-*

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

জন্যও নেকি হবে)

অর্থাৎ:- উক্ত হাদীস থেকে এটাও প্রমানিত হয় যে, মৃত ব্যক্তির জন্য সাদক্বা করলে, মৃত ব্যক্তির সাথে সাথে সাদক্বাকারীর জন্যও নেকি হয়।

হাদীস নং- ৬ঃ- তিরমীযি শারীফ প্রথম খন্ড পৃষ্ঠা নং লাইন নং-৪-৫ مَا جَاءَ فِىْ الصَدَقَةِ عَنِ الْمَيِّتِ অধ্যায়(প্রেস ফাইসাল দেওবন্দ-) এ লিপিবদ্ধ রয়েছে।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اُمِّى تُوُفِّيَتْ اَفَيَنْفَعُهَا اِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ لِىْ مَخْرَفًا فَاُشْهِدُكَ اَنِّى قَدْ صَدَّقْتُ بِهٖ عَنْهَا

অর্থাৎ:- হাযরাত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদ্বীআল্লাহু আনহুমা কর্তৃক বর্ণিত। নিশ্চয়, এক সাহাবী নাবী মুস্তাফা আলাইহিস সালাম কে আরয করলেন। ইয়া রাসুলাল্লাহ্! আমার মা মৃত্যু মুখে পতিত হয়েছেন। অতএব আমি যদি মায়ের জন্য সাদক্বা করি তাহলে কি সেই সাদক্বা তাঁর জন্য লাভ জনক হবে? নবী পাক আলাইহিস সালাম বললেন, নিশ্চয় লাভ জনক হবে। অত:পর সে ব্যক্তি আরয করলেন, (ইয়া রাসুলাল্লাহ্!) নিশ্চয়, আমার একটি (খেজুরের) বাগান আছে। আমি আপনাকে সাক্ষী রাখছি যে, আমি ঐ বাগানটিকে আমার মায়ের জন্য সাদক্বা করলাম।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

ব্যাখ্যা:- উক্ত হাদীস থেকে দিবালোকের ন্যায় প্রমান হয় যে, মৃত ব্যক্তির লাভের জন্য জমি- জায়গা, মানুষের খাবার বস্তু সাদক্বা করা বৈধ ও নবী কারীম আলাইহিস সালামের পক্ষ হতে অনুমতি প্রাপ্ত সাহাবীর সুন্নাত।

হাদীস নং- ৭ঃ- মুসলিম শারীফ প্রথম খন্ড পৃষ্ঠা নং - ৩২৪ লাইন নং- ৫,৬, অধ্যায় রয়েছে وُصُوْلُ ثَوَابِ الصَّدَقَاتِ عَنِ الْمَيِّتِ اِلَيْهِ

عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَجُلًا اَتَى النَبِىَّ ﷺ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اُمِّى اُفْتُلِتَتْ نَفْسَهَا وَ لَمْ تُوْصِ وَاَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقْتُ فَهَلْ لَهَا اَجْرٌ اِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ

অর্থাৎ:- হযরাত আয়েশা রাদ্বীআল্লাহু আনহা কর্তৃক বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী কারীম আলাইহিস সালামের কাছে এসে বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ্! আমার মা হঠাৎ করে ইন্তেকাল করেছেন এবং কোন অসিয়ত করতে পারেন নি। আমার মনে হয় তিনি কথা বলতে পারলে, অসিয়ত করে যেতেন। এখন আমি তার পক্ষ থেকে সাদক্বা দান করলে কি তিনি এর সওয়াব পাবেন? উত্তরে নবী কারীম আলাইহিস সালাম বললেন, হ্যাঁ।

ব্যাখ্যা:- উক্ত হাদীস শারীফের ব্যাখ্যা এমাম নাবাবী আলাইহির রাহমা মুসলিম শারীফ প্রথম খন্ড পৃষ্ঠা নং -৩২৪-এর

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

হাশীয়ায় নিম্নোরূপ করেছেন।

وَفِىْ هٰذَ الْحَدِيْثِ اَنَّ الصَّدَقٰتِ عَنِ الْمَيِّتِ تَنْفَعُ الْمَيِّتَ وَيَصِلُ ثَوَابُهَا وَهُوَ كَذٰلِكَ بِاِجْمَاعِ الْعُلَمَاءِ وَكَذٰا اَجْمَعُوْ اعَلٰى وُصُوْلِ الدُّعَاءِ وَقَضَاءِ الدَّيْنِ بِالنُّصُوْصِ الْوَارِدَةِ فِىْ الْجَمِيْعِ وَيَصِحُّ الْحَجُّ عَنِ الْمَيِّتِ اِذَا كَانَ حَجَّ الْاِسْلَامِ وَ كَذَا اِذَااَوْصٰى بِحَجِّ التَّطَوُّعِ عَلٰى الْاَصَحِّ عِنْدَنَا وَ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِى الصَّوْمِ اِذَا مَاتَ وَ عَلَيْهِ صَوْمٌ فَالرَّاجِحُ جَوَازُهُ عَنْهُ لِلْاَحَادِيْثِ الصَّحِيْحَةِ فِيْهِ وَالْمَشْهُوْرُفِى مَذْهَبِنَا اَنَّ قِرَأَةَ الْقُرْآنِ لَايَصِلُهُ ثَوَابُهَا وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ اَصْحَابِنَا يَصِلُهُ ثَوَابُهَا وَبِهٖ قَالَ اَحْمَدُ بْنُ حَمْبَلٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

অর্থাৎ:- উক্ত হাদীসে প্রমান পাওয়া যায় যে, নিশ্চয় জীবিত ব্যক্তির পক্ষ থেকে সাদক্বা মৃত ব্যক্তির জন্য লাভ জনক এবং সাদক্বার সওয়াব তার কাছে পৌছয়। আর উক্ত বিষয়টি উলামাদের ইজমা দ্বারাও প্রমানিত। সেমতই ইসলামী বিশেষজ্ঞগন ইজমা করেছেন যে, দোআ ও ঋন শোধের নেকিও মাইয়েতের কাছে পৌছায় সেই দলিল সমূহের ভিত্তিতে যা এ সমস্ত বিষয়ের উপর বর্ণিত হয়েছে। আর ফরজ হজ্জ মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে বৈধ। তেমনি যদি অসিয়ত করে যায় তাহলে নফল হজ্জও তার জন্য করা সঠিক। আর উলামায়ে কেরাম গনের ইখতেলাফ রয়েছে রোজার প্রসঙ্গে যা মৃত ব্যক্তির উপর জরুরী ছিল, কিন্তু সঠিক এটাই যে, সেটাও জায়েয ও বৈধ। কারণ উক্ত বিষয় অনেক সহি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। আর আমাদের মাযহাব-এ পরিচিত এটাই যে, কোর-আন শারীফের তেলাওয়াতের সওয়াব মৃত ব্যক্তির কাছে পৌছায় না। আর আমাদের মাযহাব এর এক জামাত বলেছেন, কোর-আন তেলাওয়াতের সওয়াব মৃত ব্যক্তির কাছে পৌছায়। যার পক্ষে এমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল রাদ্বীআল্লাহু আনহুও রয়েছেন।

*উক্ত হাদীস এবং ইমাম নাবাবী রাহমাতুল্লাহে আলাইহের ব্যাখ্যার অধ্যায়ন আমাদেরকে পরিস্কার করে দেয় যে, মৃত ব্যক্তির জন্য দো'আ, সাদক্বা, হজ্জ, রোজা, কোরআন তেলাওয়াত ইত্যাদি লাভ- জনক এবং এ সমস্ত সৎ কর্মের সওয়াব মৃত ব্যক্তিরা নিঃসন্দেহে পেয়ে থাকেন।

হাদীস নং-৮ঃ– বোখারী শারীফ প্রথম খন্ড পৃষ্ঠা নং-৩৮৬

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

কিতাবুল ওসায়া- এর মধ্যে লিপিবদ্ধ রয়েছে।

عَنْ عَائِشَةَ اَنَ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ اِنَّ اُمِّى اُفْتُلِتَتْ نَفْسَهَا وَأُرَاهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ تَصَدَّقْ عَنْهَا

অর্থাৎ:- হযরাত আয়েশা রাদ্বীআল্লাহু আনহা কর্তৃক বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী কারীম আলাইহিস সালামকে জিজ্ঞাসা করলেন। ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমার মা হঠাৎ ইন্তেকাল করেছেন। আমার মনে হয়, যদি তিনি (বলার) সুযোগ পেতেন, তাহলে সাদক্বা করার কথা বলতেন। এখন কি আমি তার পক্ষ থেকে সাদক্বা করবো ? নবী পাক আলাইহিস সালাম বললেন, হ্যাঁ, তুমি তার জন্য সাদক্বা করো।

ঈসালে সাওয়াবের জন্য ফল-ফুল ও আহারের ব্যবস্থার প্রমান

হাদীস নং -৯:- বোখারী শারীফ প্রথম খন্ড পৃষ্ঠা নং- ৩৮৭

بَابُ الْاِشْهَادِ فِىْ الْوَقْفِ وَالصَّدَقَةِ وَالْوَصِيَةِ

অধ্যায় রয়েছে।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ اَخَابَنِى سَعْدَةَ تُوُفِّيَتْ اُمُّهُ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا فَاَتَى النَّبِىَ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اُمِّى تُوُفِّيَتْ وَ اَنَا غَائِبٌ عَنْهَا فَهَلْ يَنْفَعُهَا شَئْىٌ اِنْ تَصَدَّقْتُ بِهٖ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ اِنِّى اُشْهِدُكَ اَنَّ حَائِطِى الْمَخْرَافَ صَدَقَةٌ عَلَيْهَا

হাদীস নং -১০। বোখারী শারীফ প্রথম খন্ড পৃষ্ঠা নং -৩৮৭

بَابٌ اِذَا قَالَ اَرْضِى اَوْ بُسْتَانِى صَدَقَةٌ لِلّٰهِ عَنْ اُمِّى فَهُوَ جَائِزٌ

অধ্যায় আছে

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ اَنَ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ تُوُفِّيَتْ اُمُّهُ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اُمِّى تُوُفِّيَتْ وَ اَنَا غَائِبٌ عَنْهَا فَهَلْ يَنْفَعُهَا شَئْىٌ اِنْ تَصَدَّقْتُ بِهٖ قَالَ نَعَمْ قَالَ اِنِّى اُشْهِدُكَ اَنَّ حَائِطِى الْمَخْرَافَ صَدَقَةٌ عَلَيْهَا

অর্থাৎ:- হাযরাত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদ্বীআল্লাহু আনহুমা কর্তৃক বর্ণিত। নিশ্চয় হাযরাত সাআদ ইবনে উবাদার মা তার

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

অনুপস্থিতিতে ইন্তেকাল করলেন। অতএব সে নবী পাক আলাইহিস স্বালাত ওয়াস সালামকে আরয করলেন। ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমার মা আমার অনুপস্থিতিতে ইন্তেকাল করেছেন তিনার পক্ষ হইতে আমি কোন বস্তু সাদক্বা করলে কী তিনার জন্য তা লাভ দায়ক হবে? নবী পাক আলাইহিস সালাম উত্তরে বললেন হ্যাঁ। হজরাত সায়াদ বিন উবাদা বল্লেন, নিশ্চয় আমি আপনাকে সাক্ষী রাখছি যে, আমি আমার খেজুরের বাগানটি তিনার জন্য সাদক্বা করলাম।

ব্যাখ্যা:- উক্ত হাদীস শরীফ থেকে দিবালোকের ন্যায় প্রমান হয় যে, মৃত ব্যক্তির ঈসালে সাওয়াবের জন্য জমি বাগান ইত্যাদি সাদকা করা এবং আহারের জন্য ফল মুল ইত্যাদির ব্যবস্থা করা বৈধ, মৃত ব্যক্তির জন্য লাভ জনক এবং নবী পাক আলাইহিস সালাম দ্বারা অনুমতি প্রাপ্ত সাহাবায়ে কেরাম- এর সুন্নাত, বিদআত নয়। ফলে আহলে সুন্নাত ওয়া জামাত অনুসরন কারী ব্যক্তিরা ঈসালে সাওয়াবের মহফিলে মানুষের আহারের ব্যবস্থা করেন।

মাইয়্যেতের তরফ হতে হজ্জ পালনের দ্বারা ঈসালে সাওয়াবের প্রমাণ

*হাদীস নং -১১ঃ- নিসাই শারীফ দ্বিতীয় খন্ড পৃষ্ঠা নং-২, بَابُ الْحَجِّ عَنِ الْمَيِّتِ অধ্যায় লিপিবদ্ধ রয়েছে।

اَنَّ بْنَ عَبَّاسٍ قَالَ اَمَرَتْ اِمْرَأَةُ سِنَانَ بْنَ سَلْمَةَ الْجُهَنِىَ اَنْ يَسْأَلَ رَسُوْلَ للّٰهِ ﷺ اَنَّ اُمَّهَا مَاتَتْ وَلَمْ تَحُجَّ اَفَيَجْزِىْ عَنْ اُمِّهَا اِنْ تُحَجَّ

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

قَالَ نَعَمْ اَوَكَانَ عَلٰى اُمِّهَا دَيْنٌ فَقَضَتْهُ عَنْهَا اَلَمْ يَكُنْ يَجْزِى عَنْهَا فَلْتُحَجَّ عَنْ اُمِّهَا

অর্থাৎ:- হাযরাত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস বলেন, একটি মহিলা হাযরাত সানান বিন সালমাকে নবী পাক আলাইহিস সালামের কাছে জিজ্ঞসা করতে বলল যে, তার মা ইন্তেকাল করেছেন। কিন্তু তিনি হজ্জ করতে পারেন নি। যদি সে তার মায়ের জন্য হজ্জ করে, তাহলে সেই হজ্জ কি তার মায়ের জন্য যথেষ্ট হবে বা লাভ দায়ক হবে? নবী পাক আলাইহিস সালাম উত্তরে বললেন, হ্যাঁ! যদি তার মায়ের উপর ঋণ থাকত, আর সে তার মায়ের ঋণকে শোধ করত, সেটা কি তার জন্য যথেষ্ট হতনা? অতএব সে যেন তার মায়ের জন্য হজ্জ করে।

হাদীস নং -১২ঃ- নিসাই শারীফ দ্বিতীয় খন্ড পৃষ্ঠা নং-২, باب الحج عن الميت الذى لم يحج অধ্যায় আরও বর্ণিত রয়েছে।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ اِمْرَأَةً سَالَتِ النَّبِىَّ ﷺ عَنْ اَبِيْهَا وَلَمْ يُحَجَّ فَقَالَ حُجِّى عَنْ اَبِيْكِ

অর্থাৎ:-হাযরাত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদ্বীআল্লাহু

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

আনহুমা কর্তৃক বর্ণিত। নিশ্চয় একজন মহিলা নাবীয়ে আকরাম আলাইহিস সালামকে জিজ্ঞাসা করলেন, তার মৃত পিতার প্রসঙ্গে, যিনি হজ্জ করেনি। নাবী পাক আলাইহিস সালাম উত্তরে বললেন, তুমি তোমার পিতার পক্ষ থেকে হজ্জ করে নাও।

মাইয়্যেতের তরফ হতে মিন্নাত আদায়ের প্রমান

হাদীস নং-১৩ঃ– মুসলিম শারীফ দ্বিতীয় খন্ড পৃষ্ঠা নং ৪৪ এবং বোখারী শারীফ প্রথম খন্ড পৃষ্ঠা নং- ৩৮৭-এ লিপিবদ্ধ রয়েছে।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ قَالَ اِسْتَفْتٰى سَعْدُبْنُ عُبَادَةَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِىْ نَذْرٍ كَانَ عَلٰى اُمِّهَا تُوُفِّيَتْ قَبْلَ اَنْ تَقْضِيَهِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاقْضِهِ عَنْهَا

অর্থাৎ:- হাযরাত ইবনে আব্বাস রাদ্বীআল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হাযরাত সায়াদ-বিন উবাদা নাবীয়ে আকরাম আলাইহিস সালামকে জিজ্ঞাসা করলেন, সেই মিন্নাতের ব্যাপারে যা তার মা করেছিলেন কিন্তু মিন্নাত পূরন করার পূর্বেই ইন্তেকাল করে গেছেন। নাবী কারীম আলাইহিস সালাম উত্তরে বললেন, তোমার মায়ের পক্ষ থেকে তুমি সে মিন্নাতকে পূরন কর।

ব্যাখ্যা:- সংকলিত তিন হাদীস থেকে বোঝা যায় যে, মৃত বক্তির জন্য হজ্জ ফরজ বা নফল করা এবং মৃত ব্যক্তির মিন্নাতকে পূরন করা জীবিত ব্যক্তিদের জন্য জায়েয এবং মুস্তাহাব যার সাওয়াব

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

মৃত ব্যক্তিকে পৌঁছে থাকে এবং তা দ্বারা মৃত ব্যক্তির গুনাহ মাফও হয়। সুতরাং এটাও ঈসালে সাওয়াবের একটি পদ্ধতি।

মৃত ব্যাক্তির জন্য ক্ষমা প্রর্থনা বৈধ, লাভজনক ও নাবী পাক আলাইহির সালামের আদেশ পালন

হাদীস নং-১৪ঃ– বোখারী শারীফ প্রথম খন্ড পৃষ্ঠা নং - ১৭৭ এবং নিসাই শারীফ প্রথম খন্ড পৃষ্ঠা নং -২২২ (باب الامر بالاستغفار للمومين) অধ্যায় লিপিবদ্ধ।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ نَعٰى لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلنَّجَاشِىَ صَاحِبَ الْحَبْشَةِ الْيَوْمَ مَاتَ فِيْهِ فَقَالَ اِسْتَغْفِرُوْا لِاَخِيْكُمْ

অর্থাৎ:- হাযরাত আবু হোরাইরা রাদ্বীআল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবীয়ে আকরাম আলাইহিস সালাম আমাদের হাবশা বাসী নাজাশীর প্রসঙ্গে সংবাদ সেদিন প্রদান করলেন যে দিন নাজাশী ইন্তেকাল করলেন।অতএব নাবী পাক আলাইহিস সালাম বললেন, তোমরা নিজের ভাই এর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর।

ব্যাখ্যা:- উক্ত হাদীস শারীফ থেকে প্রমানিত হয় যে, মৃত ব্যক্তির জন্য ইস্তেগ্‌ফার তথা ক্ষমা প্রার্থনা শুধু তার সন্তান-সন্ততি ও পরিবারের তরফ থেকে গ্রহণ যোগ্য ও লাভ জনক নয় বরং সমস্ত মুসলমানের দো'আ ও ক্ষমা প্রার্থনা মৃত ব্যক্তির জন্য লাভদায়ক ও বৈধ, যার দ্বারা মৃত ব্যক্তির গুনাহ মাফ করা হয়। এছাড়াও অনেক

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

হাদীস উক্ত বিষয়ের সমর্থন করে।

দাফনের পর পূনরায় দো'য়া ও ক্ষমা প্রর্থানার প্রমান

হাদীস নং-১৫ঃ– মিশকাত শরীফ প্রথম খন্ড পৃষ্ঠা নং-২৬ এবং আবু দাউদ শরীফ দ্বিতীয় খন্ড পষ্ঠা নং-১০৩,

باب الاستغفار عند القبر للميت فى وقت الانصراف

অধ্যায় লিপিবদ্ধ রয়েছে;

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ اِسْتَغْفِرُوْا لِاَخِيْكُمْ وَ اسْأَلُوْا لَهُ بِالتَّثْبِيْتِ فَاِنَّهُ الْاٰنَ يُسْئَلُ

অর্থাৎ:- হাযরাত উসমান বিন আফফান রাদ্বীআল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্নিত। তিনি বলেন, নাবী কারীম আলাইহিস সালাম যখন কোন মাইয়েতের দাফন কর্ম সমাধান করতেন তখন কবরের পাশে দাঁড়িয়ে সাহাবাদের সম্বোধন করে বলতেন, তোমরা তোমার ভাই (মাইয়েত)- এর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো আর তার জন্য দো'আ করো যেন সে অটল থাকতে পারে। কারন তাকে এখনই প্রশ্ন করা হবে।

ব্যাখ্যা:- উক্ত হাদীস শারীফ থেকেও পরিস্কার যে সমস্ত মুসলমানদের ক্ষমা প্রার্থনা ও দো'আ মৃত ব্যক্তির জন্য লাভ জনক ও গুনাহ মাফের কারণ। আর উক্ত হাদীস থেকে এটাও প্রমান হয় যে, দাফনের পর মাইয়েতের জন্য দো'আ ও ইস্তেগফার বিদ্আত নয় বরং সাহাবাদের সুন্নাত।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

ঈসালে সাওয়াবের অকাট্য প্রমাণ

নামাযে জানাযা দ্বারা ঈসালে সাওয়াবের প্রমান

হাদীস নং-১৬ঃ– তরমীযি শারীফ প্রথম খন্ড পৃষ্ঠা নং-১৯ অধ্যায় লিপিবদ্ধ রয়েছে।

ما يقول فى الصلوة على الميت

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا صَلّٰى عَلَى الْجَنَازَةِ قَالَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَ شَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَ صَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَ ذَكَرِنَا وَ اُنْثَانَا

অর্থাৎ:- নাবীয়ে আকরাম আলাইহিস সালাম যখন জানাযার নামাজ পড়তেন, তখন দো'য়ায় বলতেন ইয়া পারওয়ার দেগার! আমাদের মধ্যে যারা জীবিত ও মৃত তাদের ক্ষমা কর এবং আমাদের মধ্যে যারা উপস্থিত ও অনুপস্থিত তাদের গুনাহ মাফ কর এবং আমাদের মধ্যে যারা ছোট ও বড় ও আমাদের মধ্যে পুরুষদের ও মহিলাদের তুমি ক্ষমা কর।

হাদীস নং-১৭ঃ– নিসাই শারীফ প্রথম খন্ড পৃষ্ঠা নং-২১৮ অধ্যায় লিপিবদ্ধ রয়েছে।

باب من صلى عليه مائة

عَنْ اِحْدٰى اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَهِىَ مَيْمُوْنَةُ زَوْجُ النَّبِىِّ ﷺ قَالَتْ اَخْبَرَنِى النَّبِىُّ ﷺ قَالَ مَامِنْ مَيِّتٍ يُصَلِّى عَلَيْهِ اُمَّةٌ مِنَ النَّاسِ اِلَّا شُفِّعُوا فِيْهِ فَسَالْتُ اَبَا الْمَلِيْحِ عَنِ الْاُمَّةِ قَالَ اَرْبَعُوْنَ

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

অর্থাৎ:- *নাবী কারীম আলাইহিস সালামের স্ত্রীগনের মধ্য হতে উম্মূল মুমেনীন হাযরাত মাইমুনা রাদ্বীআল্লাহু আনহা কর্তৃক বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী মুস্তাফা আলাইহিস সালাম সংবাদ প্রদান করেছেন যে, যেই মাইয়েতের জন্য মুসলমানের এক উম্মাত নামাজে জানাযা পড়ে, সেই মাইয়েতের জন্য তার সুপারিশ গ্রহণ করা হয়। রাবী হাযরাত আবুল মালীহ্ কে উম্মতের প্রসঙ্গে প্রশ্ন করলে, তিনি বলেন, উম্মতের অর্থ হল চল্লিশ জন ব্যক্তি।*

হাদীস নং-১৮ঃ– *নিসাই শারীফ প্রথম খন্ড পৃষ্ঠা নং-২১৮ এবং তিরমীযি শারীফ প্রথম খন্ড পৃষ্ঠা নং-২০০*

كيف الصلوة على الميت و الشفاعة له *অধ্যায় লিপিবদ্ধ রয়েছে।*

عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَمُوْتُ اَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَيُصَلِّى عَلَيْهِ اُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ يَبْلَغُوْا اَنْ يَكُوْنُوْا مِائَةً فَيَشْفَعُوْا لَهُ اِلَّا شُفِّعُوْ فِيْهِ

অর্থাৎ:- *হাযরাত আয়েশা রাদ্বীআল্লাহু আনহা কর্তৃক বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী মুস্তাফা আলাইহিস সালাম ইরশাদ করেন, মুসলমানদের মধ্যে যখন কেউ ইন্তেকাল করে এবং মুসলমানদের এক গোষ্ঠী তার নামাযে জানাযায় শরিক হয়, যার সংখ্যা এক শত পর্যন্ত পৌছে যায়। অতএব তারা সে ব্যক্তির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা (সুপারিশ) করে, তাহলে তাদের প্রার্থনাকে গ্রহণ করা হয় (সেই মৃত*

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

ব্যক্তিকে মাফ করে দেওয়া হয়।)

ব্যখ্যা:- *উপরোক্ত তিনটি হাদীস শারীফ দ্বারা নিঃসন্দেহে প্রমানিত হয় যে, প্রত্যেক মুসলমানের ক্ষমা প্রার্থনা, দো'আ এবং সুপারিশ মৃত ব্যক্তির জন্য গ্রহণ যোগ্য ও লাভ জনক। কারণ উক্ত হাদীস শারীফ সমূহে সন্তান-সন্ততি অথবা পরিবারের কোন উল্লেখ নেই।*

সন্তানের ইস্তেগ্‌ফার দ্বারা জান্নাতে উচ্চ মর্যাদার প্রমান

হাদীস নং-১৯ঃ– *মিশকাত শারীফ প্রথম খন্ড পৃষ্ঠা নং-২০৫-২০৬*

بَابُ الاستغفار والتوبه *অধ্যায় লিপিবদ্ধ রয়েছে।*

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَيَرْفَعُ الدَّرَجَةَ لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ فِى الْجَنَّةِ فَيَقُوْلُ يَا رَبِّ اَنّٰى لِى هٰذِهِ فَيَقُوْلُ بِاسْتِغْفَارِوَلَدِكَ لَكَ رَوَاهُ اَحْمَدُ

অর্থাৎ:- *হাযরাত আবু হোরাইরা রাদ্বীআল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী কারীম আলাইহিস সালাম ইরশাদ করেছেন, নিশ্চয় আল্লাহ্ রাব্বুল ইজ্জাত নেককার বান্দার দারজাকে জান্নাতে উচুঁ করে দেবেন। সেই বান্দা আরয করবে, ইয়া আল্লাহ্! আমর দরজা কি করে এত উচুঁ করা হল (অথচ আমি তো এত নেকি অর্জন করিনি)। অত:পর আল্লাহ্ তা'আলা উত্তরে বললেন,*

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

এটা তোমার জন্য তোমার সন্তানের ইস্তেগফার করার কারনে হয়েছে। উক্ত হাদীসটি মুসনাদ আহমাদ এবং আল্লামা জালালুদ্দিন সিয়ুতী আলাইহির রাহ্মার রচিত শারহুস সুদুর গ্রন্থে পৃষ্ঠা নং-১২৭- এর মধ্যেও লিপিবদ্ধ রয়েছে।

কবরবাসী জীবিত ব্যাক্তিদের দো'আ ও ক্ষমা প্রার্থনার অপেক্ষায় থাকেন

হাদীস নং-২০ঃ–মিশকাত শারীফ প্রথম খন্ড পৃষ্ঠা নং-২০২, بَابُ الاستغفار والتوبه

অধ্যায় আরো লিপিবদ্ধ রয়েছে।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَاالْمَيِّتُ فِى الْقَبْرِ اِلَّا كَالْغَرِيقِ الْمُتَغَوِّثِ يَنْتَظِرُ دَعْوَةً تَلْحَقُهُ مِنْ اَبٍ اَوْاُمٍّ اَوْ اَخٍ اَوْ صَدِيْقٍ فَاِذَا لَحِقَتْهُ كَانَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا وَاِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى لَيُدْخِلُ عَلٰى اَهْلِ الْقُبُوْرِ مِنْ دُعَاءِ اَهْلِ الْاَرْضِ اَمْثَالَ الْجِبَالِ وَ اِنَّ هَدِيَّةَ الْاَحْيَاءِ اِلَى الْاَمْوَاتِ اَلْاِسْتِغْفَارُ لَهُمْ رَوَاهُ الْبَيْهَقِى فِى شُعَبِ الْاِيْمَانِ

অর্থাৎ:- হাযরাত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদ্বীআল্লাহু আনহুমা কর্তৃক বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী কারীম আলাইহিস সালাম

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

ইরশাদ করেন, কবরের ব্যক্তি নিমজ্জিত ব্যক্তির ন্যায় ফরিয়াদ ও অপেক্ষা করে সেই দো'আর, যা তার পিতা-মাতা অথবা ভাই-বন্ধুর দ্বারা করা হয়। অতএব যখন সে দো'আ তার কাছে পৌছে যায়, সেই দোয়া তার কাছে সমগ্র দুনিয়া এবং দুনিয়ার সমস্ত বস্তু অপেক্ষা অধিক প্রিয় হয়ে যায়। নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা কবর বাসীর প্রতি জীবিত ব্যক্তির দো'আকে পাহাড়ের মত প্রবেশ করান। আর নিশ্চয়, মৃত ব্যক্তিদের জন্য জীবিত ব্যক্তিদের উপহার হল, তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা। উক্ত হাদীসটি এমাম বাইহাকী শোয়াবুল ঈমানের মধ্যে বর্ণনা করেছেন।

ব্যাখ্যা:- উক্ত দুই হাদীসের মধ্যে যদিও প্রথম হাদীস শারীফ দ্বারা প্রমান হয় যে, মৃত ব্যক্তিদের জন্য তার সন্তান-সন্ততির ক্ষমা প্রার্থনা বৈধ ও লাভ দায়ক, কিন্তু দ্বিতীয় হাদীস শারীফ দ্বারা দিবালোকের ন্যায় পরিষ্কার হয়ে যায় যে, শুধু সন্তান-সন্ততির দোআ ও ক্ষমা প্রার্থনা মৃত ব্যক্তির জন্য গ্রহণ যোগ্য নয় বরং সমস্ত মুসলমানের দো'আ ও ক্ষমা প্রার্থনা মৃত ব্যক্তির জন্য লাভ জনক। আর এই কারনেই দ্বিতীয় হাদীসের শেষে নাবী মুস্তাফা আলাইহিস সালাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ্ তা'আলা সমস্ত জীবিত ব্যক্তির দো'আ ও ক্ষমা প্রার্থনার সাওয়াব মৃত ব্যক্তির কাছে পাহাড়ের মত প্রবেশ করান।

দাফনের পর কবরের পাশে তাস্বীহ, তাক্বীর ও আযানের প্রমান

হাদীস নং-২১ঃ– মিশকাত শারীফ প্রথম খন্ড পৃষ্ঠা নং-২৬, লাইন নং-১৪,১৫,১৬

اثبات عذاب القبر অধ্যায় আরো লিপিবদ্ধ রয়েছে।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

عَنْ جَابِرٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِلٰى سَعْدِ بْنِ مَعَاذٍ حِيْنَ تُوُفِّىَ فَلَمَّا صَلّٰى عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَ وُضِعَ فِىْ قَبْرِهٖ وَسُوِّىَ عَلَيْهِ سَبَّحَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَسَبَّحْنَا طَوِيْلًا ثُمَّ كَبَّرَ فَكَبَّرْنَا فَقِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لِمَ سَبَّحْتَ ثُمَّ كَبَّرْتَ قَالَ لَقَدْ تَضَايَقَ عَلٰى هٰذَا الْعَبْدِ الصَّالِحِ قَبْرُهٗ حَتّٰى فَرَّجَهُ اللّٰهُ عَنْهُ رَوَاهُ اَحْمَد

অর্থাৎ:- *হাযরাত জাবির রাদ্বীআল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নাবী কারীম আলাইহিস সালামের সহিত হাযরাত সায়াদ ইবনে মায়ায রাদ্বীআল্লাহু আনহুর ইন্তেকালের সময় বাহির হলাম। অত:পর যখন নাবী কারীম আলাইহিস সালাম তার নামাজে জানাযা পড়লেন এবং তাকে কবরে রেখে মাটি বরাবর করা হল, নাবী কারীম আলাইহিস সালাম তাস্‌বীহ (সুবহানাল্লাহ্‌) পড়তে লাগলেন, সুতরাং আমরাও অনেকক্ষন ধরে তাস্‌বীহ পড়লাম। তার পর নাবী পাক আলাইহিস সালাম তাক্‌বীর (আল্লাহু আকবার) পড়তে লাগলেন, সুতরাং আমরাও তাক্‌বীর পড়লাম। শেষে নাবী মুস্তাফা আলাইহিস সালামকে জিজ্ঞাসা করা হল, ইয়া রাসুলাল্লাহ্‌! আপনি এই ব্যক্তির জন্য প্রথমে তাস্‌বীহ তারপর তাক্‌বীর কেন পাঠ করলেন? উত্তরে বল্লেন, এই পুন্যাত্মা ব্যক্তির উপর তার কবর সঙ্কীর্ন হয়ে গিয়েছিল। আল্লাহ্‌ তা'য়ালা আমাদের তাস্‌বীহ্‌ ও তাক্‌বীর পাঠ করার কারনে*

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

তার কবরকে প্রশস্ত করে দিয়েছে। উক্ত হাদীসটি মুসনাদে আহ্‌মাদের মধ্যেও বর্ণিত রয়েছে।

ব্যাখ্যা:- *উক্ত হাদীসের অধ্যায়ন আমাদের জ্ঞাত করায় যে, (১)মানুষকে মাটি দেয়ার পর কবরের পাশে দাঁড়িয়ে তাস্‌বীহ ও তাক্‌বীর পাঠ করা নাবী মুস্তাফা আলাইহিস সালাম এবং সাহাবাদের সুন্নাত। (২) জীবিত ব্যক্তির তাস্‌বীহ ও তাক্‌বীর পাঠ দ্বারা আল্লাহ্‌ তা'আলা কবরবাসীর প্রতি কৃপা করেন। (৩) তিজা, দশয়া, চালীশাতে মৃত ব্যক্তির নামে তাস্‌বীহ, তাক্‌বীর ও কালেমা খানী না জায়েয নয় বরং হাদীস শারীফ দ্বারা প্রমানিত এবং মৃত ব্যক্তির জন্য লাভ জনক কর্ম। (৪)উক্ত হাদীস শারীফ থেকে এটাও প্রমানিত হয় যে, দাফনের পর কবরের পাশে দাড়িয়ে আযান দেওযা মুস্তাহাব ও লাভ জনক কর্ম। কারণ আযানের মধ্যেও তাস্‌বীহ ও তাক্‌বীর পাওয়া যায়। যা দ্বারা শয়তান দুর হয় এবং কবরকে প্রশস্ত করা হয়।*

দোআ, সাদক্বা ও হজ্জ এর নেকি মৃত ব্যাক্তির কাছে পৌছানো হয়

***হাদীস নং-২২:-** *ফাতহুল কাদীর প্রথম খন্ড পৃষ্ঠা নং-৫৬৪ অধ্যায় লিপিবদ্ধ রয়েছে।* كتاب الحج عن الغير

عَنْ اَنَسٍ اَنَّهٗ سَاَلَهٗ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ فَقَالَ يَارَسُوْلَ لِلّٰهِ اِنَّانَتَصَدَّقُ عَنْ مَوْتَانَا وَنَحُجُّ عَنْهُمْ وَنَدْعُ لَهُمْ فَهَلْ يَصِلُ اِلَيْهِم قَالَ نَعَمْ اَنَّهٗ لَيَصِلُ اِلَيْهِمْ وَ اَنَّهُمْ لَيَفْرَحُوْنَ كَمَا يَفْرَحُ اَحَدُكُمْ بِالطَبَقِ اِذَا اُهْدِىَ اِلَيْهِ

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

অর্থাৎ:- *হাযরাত আনাস রাদ্বীআল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত। তিনি নাবী মুস্তাফা আলাইহিস সালামকে জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসুল্লাহ্! আমরা আমাদের মৃত ব্যক্তিদের জন্য সাদক্বা করছি, তাদের পক্ষ থেকে হজ্জ করছি ও তাদের জন্য দো'আ, ক্ষমা প্রার্থনা করছি উক্ত সমস্ত কর্মের সওয়াব কি মৃত ব্যক্তিদের নিকট পৌছাচ্ছে? নাবী পাক আলাইহিস সালাম উত্তরে বললেন, নিশ্চয় এ সমস্ত কর্মের ফল মৃত ব্যক্তিদের কাছে পৌছায় এবং তারা সেই সওয়াবকে প্রাপ্ত করে, সেমতই খুশি হয় যেমন তোমাদের মধ্যে কেউ উপহার প্রাপ্ত হয়ে খুশি অনুভব করে।*

ব্যাখ্যা:- *পূর্বের হাদীস সমূহের ন্যায় উক্ত হাদীস থেকেও প্রমান হয় যে, মৃত ব্যক্তি সেই সাদক্বা, দো'আ এবং হজ্জের নেকি পায়, যা জীবিত ব্যক্তিদের দ্বারা করা হয়।*

হাদীস শরীফ থেকে মৃত ব্যাক্তির জন্য রোজা দ্বারা ঈসালে সাওয়াবের প্রমান

হাদীস নং- ২৩ঃ- *বোখারী শারীফ প্রথম খন্ড পৃষ্ঠা নং-* ২৬১ كتاب الصوم

অধ্যায় লিপিবদ্ধ রয়েছে।

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ ﴿رَوَاهُ مُسْلِمٌ اَيْضًا﴾

অর্থাৎ:- *হাযরাত আয়েশা রাদ্বীআল্লাহু আনহা কর্তৃক বর্ণিত।*

www.YaNabi.in

ঈসালে সাওয়াবের অকাট্য প্রমাণ

তিনি বলেন, নাবী কারীম আলাইহিস সালাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি ইন্তেকাল করেছেন আর তার উপর রোজা জরুরী ছিল, অতএব তার পক্ষ থেকে তার ওয়ারীশ রোজা রাখবে। উক্ত হাদীস শারীফটি মুসলিম শারীফের মধ্যেও বর্ণিত রয়েছে।

ব্যাখ্যা:- *উক্ত হাদীস শারীফের ব্যাখ্যায় যদিও ইমামে আযম আবু হানিফা রাদ্বীআল্লাহু আনহু মিসকীনদের খাবার খাওয়ানোর কথা বলেছেন, তবুও উক্ত হাদীস শারীফ দ্বারা ঈসালে সওয়াব এর প্রমান পরিস্কার ভাবে পাওয়া যায়। কারন জীবিত ব্যক্তির কর্ম দ্বারা যদি মৃত ব্যক্তি সওয়াব না পেত তাহলে, নাবী পাক আলাইহিস সালাম, ওয়ারিসদের কে রোজা রাখার বা দরিদ্র ব্যক্তিদের খাবার খাওয়ানোর কখনও অনুমতি দিতেন না।*

হাদীস নং-২৪ঃ- *বোখারী শারীফ প্রথম খন্ড পৃষ্ঠা নং-* ২৬৪, كتاب الصوم

অধ্যায় আছে।

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اُمِّىْ مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ اَفَاَقْضِيْهِ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ فَدَيْنُ اللّٰهِ اَحَقُّ اَنْ يُقْضٰى

অর্থাৎ:- *হাযরাত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদ্বীআল্লাহু আনহুমা কর্তৃক বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নাবী পাক আলাইহিস সালামের নিকট উপস্থিত হয়ে আরয করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ্! আমার*

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

মাতা ইন্তেকাল করেছেন। এবং মায়ের এক মাসের ফরজ রোজা বাকি রয়েছে। আমি কি আমার মায়ের পক্ষ থেকে সেই রোজা গুলি পূরন করতে পারি? নাবী পাক আলাইহিস সালাম উত্তরে বললেন, হ্যাঁ। কারণ হাক্কুল্লাহকে পূরন করা বেশী প্রয়োজন।

মাইয়্যাতের তরফ হতে কুরবানী করার প্রমান

হাদীস ন!-২৫ঃ– তিরমীযি শারীফ প্রথম খন্ড পৃষ্ঠা নং-২৭৫ অধ্যায় লিপিবদ্ধ রয়েছে।

﴿ باب فِى الاضحية عَنِ المَيِّتِ﴾ عَنْ حَنَشٍ عَنْ عَلِيٍّ اَنَّهُ كَانَ يُضَحِّى بِكَبْشَيْنِ اَحَدُهُمَا عَنِ النَّبِى ﷺ وَالاٰخَرَ عَنْ نَفْسِهٖ فَقِيْلَ لَهُ قَالَ اَمَرَنِى بِهٖ يَعْنِى النَّبِى ﷺ فَلَا اَدَعُهُ اَبَدًا

অর্থাৎ:- হাযরাত হানাশ রাদ্বীআল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত। তিনি বলেন, হাযরাত আলী রাদ্বীআল্লাহু আনহু দুটি দুম্বা কুরবানী করতেন, একটি দুম্বা নাবী পাক আলাইহিস সালামের পক্ষ থেকে অপর দুম্বাটি নিজের পক্ষ থেকে। হাযরাত আলী রাদ্বীআল্লাহু আনহুকে এ প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করা হল। উত্তরে তিনি বললেন, নাবী পাক আলাইহিস সালাম আমাকে এরকম করতে বলেছেন। সুতরাং আমি কখনও এ পদ্ধতি ছাড়ব না।

হাদীস নং- ২৬ঃ– মুসলিম শারীফ দ্বিতীয় খন্ড পৃষ্ঠা নং-১৫৬ কুরবানী অধ্যায় হাযরাত আয়েশা সিদ্দিকা রাদ্বীআল্লাহু আনহা কর্তৃক বর্ণিত, এক হাদীসে নাবী পাক আলাইহিস সালামের কুরবানী

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

করার নিয়ম নিম্নরূপ বর্ণনা করা হয়েছে।

وَ اَخَذَ الْكَبْشَ فَاَضْجَعَهُ ثُمَّ ذَبَحَهُ ثُمَّ قَالَ بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَاٰلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ اُمَّةِ مُحَمَّدٍ ثُمَّ ضَحّٰى بِهٖ

অর্থাৎ:- নাবী পাক আলাইহিস সালাম একটি দুম্বা ধরে শুইয়ে দিলেন। অত:পর বিসমিল্লাহ্ এবং এই দো'আটি পাঠ করে জবাহ করলেন। ইয়া আল্লাহ্! এই কুরবানীটি আমার, আমার বংশধর এবং আমার উম্মতের পক্ষ হতে গ্রহণ করে নাও।

হাদীস নং-২৭ঃ– আবু দাউদ শারীফ, ইবনে মাজা শারীফ এবং দারামী ইত্যাদি হাদীস গ্রন্থ থেকে গৃহিত মিশকাত শারীফ প্রথম খন্ড পৃষ্ঠা নং- ১২৮, (كتاب الاضحية) অধ্যায় রয়েছে। নাবী পাক আলাইহিস সালাম দুই দুম্বা জাবাহ করার সময়, নিম্ন লিখিত দো'আটি পাঠ করে জবাহ করলেন।

اَللّٰهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَاُمَّتِهٖ بِسْمِ اللّٰهِ اللّٰهُ اَكْبَرُ ثُمَّ ذَبَحَ

অর্থাৎ:- ইয়া আল্লাহ্! তুমিই প্রদান করেছ এবং তোমার নামে কুরবানী করছি মোহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর তরফ হতে এবং তার উম্মতের তরফ হতে তুমি গ্রহণ কর। বিসমিল্লাহ্ আল্লাহু আকবার। অত:পর নাবী পাক আলাইহিস সালাম কুরবানীর দুম্বা দুইটিকে জবাহ করলেন।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

হাদীস নং -২৮ঃ– *মিশকাত শারীফ প্রথম খন্ড পৃষ্ঠা নং - ১২৭ এ লিপিবদ্ধ রয়েছে।*

وَفِى رَوَايَةٍ لِاَ حْمَدٍ وَاَبِى دَاؤُدَ وَالتِّرمِذِى ذَبَحَ بِيَدِهٖ وَقَالَ بِسْمِ اللّٰهِ اللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُمَّ هٰذَا عَنِّى وَ عَمَّنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ اُمَّتِى

অর্থাৎ:- *আহমাদ শারীফ, আবু দাউদ শারীফ এবং তিরমীযি শারীফের এক রাওয়াতে রয়েছে। নাবী পাক আলাইহিস সালাম (কুরবানী) করার সময় বললেন, বিসমিল্লাহে আল্লাহু আকবর, ইয়া আল্লাহ্! উক্ত কুরবানীটি আমার তরফ থেকে এবং আমার সেই উম্মাতদের তরফ হতে গ্রহণ কর যারা কুরবানী করতে পারেনি।*

ব্যাখ্যা:- *হাদীস নং ২৫,২৬,২৭,ও ২৮ থেকে প্রমানিত হয় যে কুরবানী এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির জন্য করতে পারে এবং আল্লাহর দরবারে তা গ্রহণ যোগ্য। মৃত ব্যক্তির নামে কুরবানী করা এবং নিজের কুরবানীর সওয়াব মৃত ব্যক্তিদের প্রদান করা হাদীস শারীফ থেকে প্রমানিত।*

যেমন-২৬ নং *হাদীস শারীফের ব্যাখ্যায় আল্লামা মুল্লা আলী ক্বারী আলাইহির রাহ্মা মিরকাত শারহে মিশকাতে লিখেছেন*

(قال الطيبى المراد المشاركة فى الثواب مع الامة)

অর্থাৎ:- *নাবী কারীম আলাইহিস সালাম নিজের কুরবানীর*

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

সওয়াব নিজ গোনাহগার উম্মাতকে শরিক করেছেন। যদি মৃত ব্যক্তির নামে কুরবানী করা বৈধ না হত বা কুরবানীর সওয়াব মৃত ব্যক্তিকে প্রদান করা না জায়েয হত, তাহলে নাবী পাক আলাইহিস সালাম নিজের কুরবানীর নেকি বা সওয়াব কখনও নিজের উম্মাতদেরকে প্রদান করতেন না। হ্যাঁ, যদি কোন মৃত ব্যক্তির অসিয়ত কৃত কুরবানী জীবিত কোন ব্যক্তি বা ওয়ারিশ মৃত ব্যক্তির পক্ষ হতে করে, তাহলে তার পুরা অংশটি তাকে সাদক্বা করতে হবে।

যেমন:- *তিরমীযি শারীফ প্রথম খন্ড পৃষ্ঠা নং-২৭৫এ লিপিবদ্ধ রয়েছে।*

**তাছাড়া ঈসালে সওয়াবের প্রসঙ্গে জগৎ বিখ্যাত মোফাস্সির, তাফসিরে জালালাইন শারিফের লেখক হজরত ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ুতী আলাইহির রহ্মাহ নিজ গ্রন্থ "শারহুস সুদুর" এ মৃত ব্যক্তির জন্য লাভ জনক বস্তুর বিবরণ অধ্যায় একাধিক সহীহ এবং বিশ্বস্ত হাদীস গ্রন্থ থেকে হাদীস শরীফ এ প্রসঙ্গে লিপিবদ্ধ করেছেন' আপনাদের ঈমানের মজবুতীর লক্ষে আমি সেই হাদীস গুলি কেও উপস্থাপন করছি।*

হাদীসনং-২৯ঃ–*তিবরানী থেকে সংকলিত শারহুস সুদুরের উক্ত অধ্যায় লিপিবদ্ধ রয়েছে*

عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اُمَّتِى اُمَّةٌ مَرْحُومَةٌ تَدْخُلُ قُبُوْرَهَا بِذُنُوْبِهَا وَتَخْرُجُ مِنْ قُبُوْرِهَا لَاذُنُوْبَ عَلَيْهَا يُمْحَصُ عَنْهَا بِاسْتِغْفَارِ الْمُؤْمِنِيْنَ لَهَا

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

অর্থাৎ:- *হাযরাত আনাস রাদ্বীআল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত। নাবী কারীম আলাইহিস সালাম ইরশাদ করেছেন, আমার উম্মাতে - মরহুমা কবরে গুনাহের সহিত প্রবেশ করবে আর যখন (হাসরের দিন) তারা কবর থেকে বের হবে তখন তাদের কোন গুনাহ থাকবে না। মুসলমানদের তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনার কারনে।*

কবরস্থানে সূরা পাঠ করা হাদীস থেকে প্রমানিত

হাদীস নং-৩০ঃ– *শারহুস সুদুর, মৃত ব্যক্তির জন্য লাভ জনক বস্তুর বিবরণ অধ্যায় লিপিবদ্ধ রয়েছে।*

عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ دَخَلَ الْمَقَابِرَ فَقَرَأَ سُوْرَةَ يٰس خَفَّفَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَكَانَ لَهُ بِعَدَدِ مَنْ فِيْهَا حَسَنَاتٌ

অর্থাৎ:- *হাযরাত আনাস রাদ্বীআল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত। নিশ্চয় নাবী কারীম আলাইহিস সালাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি কবরস্থানে প্রবেশ করে, সূরা ইয়াসীন তেলাওয়াত করবে, আল্লাহ তা'আলা সেই সূরা তেলাওয়াত-এর কারনে কবরবাসীদের আযাব হালকা করে দিবেন এবং তেলাওয়াত কারীকেও সে সমতূল্য নেকি প্রদান করবেন।*

মৃত ব্যাক্তির নামে গোলাম আজাদ করা প্রমানিত

হাদীস নং-৩১ঃ–*শারহুস সুদুর এর উক্ত অধ্যায় এমাম জালালুদ্দিন সুয়ুতী আলাইহির রাহমা আরও কয়েকটি হাদীস নিম্নরূপ লিপিবদ্ধ করেছেন।*

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَاَعْتِقُ عَنْ اَبِى وَقَدْ مَاتَ قَالَ نَعَمْ رَوَاهُ اِبْنُ اَبِي شَيْبَةَ

অর্থাৎ:- *হাযরাত যাঈদ ইবনে আসলাম রাদ্বীআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নাবী কারীম আলাইহিস সালাম এর দরবারে উপস্থিত হয়ে আরয করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমি কি আমার মৃত পিতার তরফ থেকে গোলাম আযাদ করতে পারি? নাবী পাক কারীম আলাইহিস সালাম উত্তরে বললেন, হ্যাঁ। উক্ত হাদীসটি ইবনে আবী শাইবা আলাইহির রাহমা ও বর্ণনা করেছেন।*

হাদীস নং-৩২ঃ– *শারহুস সুদুর উক্ত অধ্যায় রয়েছে।*

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا تَصَدَّقَ اَحَدُكُمْ بِصَدَقَةٍ تَطَوُّعًا فَيَجْعَلُهَا عَنْ اَبَوَيْهِ فَيَكُوْنُ لَهُمَا اَجْرُهَا وَلَا يُنْتَقَصُ مِنْ اَجْرِهٖ شَيْءٌ رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُ

অর্থাৎ:- *হাযরাত আব্দুল্লাহ ইবনে উমার রাদ্বীআল্লাহু আনহুমা কর্তৃক বর্ণিত। তিনি বলেন নাবী কারীম আলাইহিস সালাম ইরশাদ করেন, তোমাদের মধ্যে থেকে যখন কেউ নফল সাদক্বা আদায় করবে*

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

সে যেন সাদক্বা নিজের মাতা-পিতার পক্ষ থেকে আদায় করে। কারণ সেই সাদক্বার নেকি তার মাতা-পিতাকে প্রদান করা হবে, এবং তার নিজের নেকিতেও কোন প্রকার কমি করা হবে না। উক্ত হাদীসটি ইমাম তিবরানীও বর্ণনা করেছেন।

হাদীস নং-৩৩ঃ- শারহুস সুদুর উক্ত অধ্যয় তিবরানী শারীফ থেকে সংকলিত হাদীস লিপিবদ্ধ রয়েছে।

اَنَّ اِمْرَأَةً جَائَتْ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَتْ اَحُجُّ مِنْ اُمِّىْ وَ قَدْ مَاتَتْ قَالَ اَرَأَيْتَ لَوْكَانَ عَلٰى اُمِّكِ دَيْنٌ فَتَقْضِيْهِ اَلَيْسَ كَانَ مَقْبُوْلٌ مِنْكِ قَالَتْ بَلٰى فَاَمَرَهَا اَنْ تَحُجَّ رَوَاهُ الطِبْرَانِى

অর্থাৎঃ- একজন মহিলা নাবী কারীম আলাইহিস সালামের দরবারে উপস্থিত হয়ে আরয করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমি কি আমার মৃত মায়ের পক্ষ থেকে হজ্জ করতে পারি? নাবী পাক আলাইহিস সালাম উত্তরে বললেন, যদি তোমার মায়ের উপর ঋণ থাকত, আর তুমি তা শোধ করতে সেটা কি গ্রহণ যোগ্য হত না বা সঠিক কাজ হত না ? মহিলাটি উত্তরে বললেন, অবশ্যই হত। নাবী পাক আলাইহিস সালাম তাকে হজ্জ করার আদেশ প্রদান করলেন।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

হাদীস নং-৩৪ঃ- শারহুস সুদুর 'কবরে মৃত ব্যক্তির জন্য লাভ জনক 'বিষয় বস্তুর বিবরন' অধ্যায়।

عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ دِيْنَارٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ مِنَ الْبِرِ بَعْدَ الْبِرِّ اَنْ تُصَلِّىَ عَنْهُمَا مَعَ صَلَاتِكَ وَاَنْ تَصُوْمَ عَنْهُمَا مَعَ صِيَامِكَ وَاَنْ تَصَدَّقَ عَنْهُمَا مَعَ صَدَقَتِكَ ﴿رواه ابن ابى شيبة﴾

অর্থাৎঃ- হাযরাত হাজ্জাজ ইবনে দিনার রাদ্বীআল্লাহু আনহুমা কর্তৃক বর্ণিত। নাবী কারীম আলাইহিস সালাম ইরশাদ করেন, মাতা-পিতার অনুগত্য করবার পর নেকি এটাও যে, তোমরা নিজের নামাজ পড়ার সাথে তাদের জন্যও নামাজ পড়। নিজের রোজার সঙ্গে তাদের জন্যও রোজা রাখ এবং নিজের সাদক্বার সঙ্গে তাদের জন্যও সাদক্বা কর (উক্ত হাদীসটি ইবনে আবি শাইবাও বর্ণনা করেছেন)।

হাদীস নং-৩৫ঃ- শারহুস সুদুর উক্ত অধ্যয়ে লিপিবদ্ধ রয়েছে, যা ইবনে আবি শাইবাও বর্ণনা করেছেন।

عَنْ اَبِىْ جَعْفَرٍ اَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا كَانَ يَعْتِقَانِ عَنْ عَلِىٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ بَعْدَ مَوْتِهٖ

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

ঈসালে সাওয়াবের অকাট্য প্রমাণ

অর্থাৎ:- হাযরাত আবু জাফর রাদ্বীআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে, নিশ্চয় হাযরাত হাসান এবং হোসাইন রাদ্বীআল্লাহু আনহুমা হাযরাত আলী রাদ্বীআল্লাহু আনহুর শহিদ হওয়াব পর তার পক্ষ হতে গোলাম আজাদ করতেন।

হাদীস নং- ৩৬ঃ- শারহুস সুদুর উক্ত অধ্যয় রয়েছে।

عَنْ عُمَرَ مِنْ جَرِيْرٍ قَالَ اِذَا دَعَا الْعَبْدُ لِاَخِيْهِ الْمَيِّتِ اَتَاهُ بِهَا اِلٰى قَبْرِهِ مَلَكٌ فَقَالَ يَاصَاحِبَ الْقَبْرِ الْغَرِيْبِ هٰذِهِ هَدِيَّةٌ مِنْ اَخٍ لَكَ عَلَيْكَ شَفِيْقٌ

অর্থাৎ:- হাযরাত উমার জাবীর রাদ্বীআল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, যখন কোন ব্যক্তি মৃত ভাইয়ের জন্য দো'আ করে আল্লাহ্ তা'আলার এক ফারিস্তা তা নিয়ে কবরের পাশে উপস্থিত হয়। অত:পর বলে, হে অসহায় কবরবাসী! তোমার এক স্নেহশীল ভাই তোমার জন্য উপহার পাঠিয়েছে।

হাদীস নং-৩৭ঃ- শারহুস সুদুর, "কবরের পাশে মৃত ব্যক্তির জন্য কোর'আন পাঠ" অধ্যায়ে রয়েছে।

عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ الْبَاهِلِى قَالَ اِقْرَأُوْا الْقُرْاٰنَ فَاِنَّهُ يَاتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيْعًا لِاَصْحَابِهٖ ثُمَّ يُسَبِّحُ وَيَدْعُوْ بِالرَّحْمَةِ وَالْمَغْفِرَةِ لِنَفْسِهٖ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

ঈসালে সাওয়াবের অকাট্য প্রমাণ

অর্থাৎ:- হাযরাত আবু উমামা বাহীলি রাদ্বীআল্লাহু আনহু বলেন, কোর-আন শারীফ তেলাওয়াত কর, কারণ কোর-আন শারীফ কিয়ামতের দিন তেলাওয়াত কারীর জন্য সুপারিশ কারী হয়ে দাঁড়াবে। (তেলাওয়তের পর) তাস্‌বীহ পাঠ কর এবং নিজের ও সমস্ত মুসলমান (জীবিত ও কবরবাসীদের) জন্য রহমত ও মাগফেরাতের দো'আ কর।

হাদীস নং-৩৮ঃ- শারহুস সুদুরে আরও লিপিবদ্ধ রয়েছে।

عَنْ جَابِرٍ قَالَ شَهِدْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الْاَضْحٰى فِي الْمُصَلّٰى فَلَمَّا قَضٰى خُطْبَتَهُ عَزَلَ مِنْ مِنْبَرِهٖ وَاُتِىَ بِكَبْشٍ فَذَبَحَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِيَدَيْهِ وَقَالَ بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ هٰذَا عَنِّىْ وَعَمَّنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ اُمَّتِىْ ﴿رواه ابو داؤد و الترمذى

অর্থাৎ:- হাযরাত জাবীর রাদ্বীআল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী পাক আলাইহিস সালাম -এর সহিত ইদগাহে ঈদুল আজহার দিন উপস্থিত ছিলাম। (অতএব আমি লক্ষ্য করলাম) যখন নাবী পাক আলাইহিস সালাম খুতবা শেষ করলেন, মিম্বার থেকে নামলেন। নাবী পাক আলাইহিস সালামের কাছে একটি দুম্বা নিয়ে আসা হল। অত:পর তিনি নিজ হাতে দুম্বাটি জবাহ করলেন এবং বললেন, বিসমিল্লাহে আল্লাহু আকবার এই কুরবানীটি আমার পক্ষ হতে গ্রহন কর এবং যারা কুরবানী করেনি আমার উম্মাত হতে তাদের পক্ষ হতে।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

কবর যিয়ারতে কুল শরীফ ও সূরা পাঠ হাদীস থেকে প্রমানিত

হাদীস নং-৩৯ঃ– *শারহুস সুদুর পৃষ্ঠা নং-১৩০ এ আছে*

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ دَخَلَ الْمَقَابِرَ ثُمَّ قَرَأَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ وَاَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ اِنِّى قَدْ جَعَلْتُ ثَوَابَ مَاقَرَأْتُ مِنْ كَلَامِكَ لِاَهْلِ الْمَقَابِرِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ كَانُوا شُفَعَاءَ لَهٗ اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى

অর্থাৎঃ- *হাযরাত আবু হুরাইরা রাদ্বীআল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবীয়ে আকরাম আলাইহিস সালাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি কবরস্থানে প্রবেশ করে সূরা ফাতেহা, সূরা এখলাস এবং সূরা তাকাসুর তেলাওয়াত করল অত:পর বলল, ইয়া আল্লাহ্! নিশ্চয় আমি তোমার কালাম হতে যাহা কিছু তেলাওয়াত করলাম তার সওয়াব আমি কবরবাসী সমস্ত মুমিন ও মুমিনাতকে প্রদান করলাম। কেয়ামতের দিবসে কবরবাসীরা সেই ব্যক্তির জন্য সুপারিশ কারী হয়ে দাঁড়াবে।*

হাদীস নং-৪০ঃ– *শারহুস সুদুর, পৃষ্ঠা নং-১৩০ এবং ফাতহুল কাদীর দ্বিতীয় খন্ড পৃষ্ঠা নং-৩০৯-এ বর্ণিত রয়েছে।*

عَنْ عَلِى مَرْفُوعًا مَنْ مَرَّ عَلَى الْمَقَابِرِ قَرَأَ قُلْ هُوَاللّٰهُ اَحَدٌ اِحْدٰى عَشَرَةَ مَرَّةً ثُمَّ وَهَبَ اَجْرَهٗ لِاَمْوَاتٍ اُعْطِىَ مِنَ الْاَجْرِ بِعَدَدِ الْاَمْوَاتِ

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

অর্থাৎঃ- *হাযরাত আলী রাদ্বীআল্লাহু আনহু কর্তৃক 'মারফূয়ান' বর্ণিত রয়েছে। যে ব্যক্তি করবস্থান অতিক্রম করার সময় এগারো বার সূরা এখলাস পাঠ করবে এবং তার সাওয়াব কবর বাসীদের প্রদান করবে। সে ব্যক্তিকে সেই কবরস্থানে অবস্থিত মৃত ব্যক্তিদের সংখ্যা অনুসারে নেকি প্রদান করা হবে।*

www.YaNabi.in

সংকলিত হাদীস সমূহের সারাংস

শ্রদ্ধেয় পাঠকগণ! উপরোক্ত অধ্যায়ে সেহাহে সিত্তা ও আল্লামা জালালুদ্দিন সুয়ুতী আলাইহির রাহ্‌মা কর্তৃক রচিত "শারহুস সুদুর" গ্রন্থ থেকে সংকলিত হাদীস শরীফ গুলির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে অধ্যয়ন করলে ইসলামের কয়েকটি মত পরিস্কার ভাবে প্রমানিত হয়। যথা:-১। মানুষের ইন্তেকালের পর তার সমস্ত আমলের নেকি বন্ধ হয়ে যায় না, বরং কিছু কিছু নেক আমলের নেকি ইন্তেকালের পরেও প্রচলিত থাকে। যেমন:- সাদক্বায়ে জারিয়া, অন্যের জন্য লাভ জনক জ্ঞান ও সুসন্তানের দো'আর নেকি ইত্যাদি।

২। মৃত ব্যক্তির জন্য দো'আ ও সাদক্বা করা জীবিত ব্যক্তির জন্য জায়েয।

৩। জীবিত ব্যক্তির দো'আ ও সাদক্বার নেকি মৃত ব্যক্তি পেয়ে থাকে।

৪। মৃত ব্যক্তির জন্য রোজা, হজ্জ ইত্যাদি আমল বৈধ।

৫। মৃত ব্যক্তির গুনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলে, আল্লাহ তা'আলা মৃত ব্যক্তির গুনাহ মাফ করেন। উক্ত কর্মটি হল নাবী পাক আলাইহিস সালাম এবং সাহাবা কেরামগনের সুন্নাত।

৬। মৃত ব্যক্তির নামে মানুষের জন্য পানাহার ও ফল-মূল ইত্যাদি সাদক্বা করা নাবী পাক আলাইহিস সালাম হতে অনুমতি প্রাপ্ত সাহাবা কেরামগনের সুন্নাত এবং উক্ত সাদক্বা মৃত ব্যক্তির জন্য লাভ দায়ক।

৭। মৃত ব্যক্তির জন্য তাস্‌বীহ ও তাক্‌বীর পাঠ করা নাবী পাক আলাইহিস সালাম ও সাহাবা কেরামগনের সুন্নাত এবং আল্লাহ তা'আলা জীবিত ব্যক্তির তাস্‌বীহ ও তাক্‌বীর এর সাদক্বায় মৃত ব্যক্তির কবরকে

প্রশস্ত করে দেন।

৮। মৃত ব্যক্তির নামে মুসলমানদের উপকারের জন্য জমি জমা ও অন্যান্য সম্পদ সাদক্বা করা সাহাবীর সুন্নাত এবং মৃত ব্যক্তির জন্য উপকারি কর্ম।

৯। মৃত ব্যক্তির জন্য কোর-আন তেলাওয়াতের পর দো'আ করা বৈধ ও গ্রহণ যোগ্য।

১০। নিজের কুরবানীর সওয়াব মৃত ব্যক্তিকে প্রদান করা নাবী পাক আলাইহিস সালামের সুন্নাত। এবং মৃত ব্যক্তির নামে কুরবানী করা হাযরাত হাসান ও হাযরাত হোসাইন এর আদর্শ নীতি মানা ও তা গ্রহণ যোগ্য।

১১। মুসলমানদের সুপারিশ মৃত ব্যক্তির জন্য গ্রহণ যোগ্য।

১২। সংকলিত সমস্ত হাদীস দ্বারা প্রমানিত যে, এক মুসলমানের নেক আমল দ্বারা অপর মুসলমান উপকৃত হতে পারে।

সম্মানিত পাঠক বৃন্দ! এবার আপনাদের জানা দরকার যে, ঈসালে সওয়াবের অর্থ কি? বা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের নিকট ঈসালে সওয়াবের মর্মাথ কি?

ঈসালে সাওয়বের অর্থ হল, জীবিত ব্যক্তির নেক আমলের নেকি মৃত ব্যক্তিকে প্রদান করা বা মৃত ব্যক্তির কাছে পৌছান। অর্থাৎ আহলে সুন্নাত ওয়া জামায়াতের আক্বীদা হল, জীবিত ব্যক্তির নেক আমলের নেকি মৃত ব্যক্তির কাছে পৌছে থাকে, যার দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা মৃত ব্যক্তির নেকি বৃদ্ধি করেন ও তার গুনাহ ক্ষমা করেন। এবার বলুন, যদি কোন ব্যক্তি ঈসালে সওয়াব কে বিদআতে কাবীহা ও শির্‌ক বলে অথবা না জায়েয ও হারাম মনে করে, তাহলে সে

www.YaNabi.in

ঈসালে সাওয়াবের অকাট্য প্রমাণ

কোরআন শারীফের বহু আয়াত, অসংখ্য তাফসীর এবং নাবী কারীম আলাইহিস সালামের অগনিত হাদীস মোবারককে অমান্য করে নিজেই বিদ্আত ও কুফরী করবে কি না ? বিদ্আত তাকে বলা হয় যা নাবী কারীম আলাইহিস সালাম এবং সাহাবা ও তাবেয়ীনদের যুগে ছিল না এবং যা কোন হাদীসের বিরোধীতা করে। নাবী কারীম আলাইহিস সালামের পবিত্র যুগে মৃত ব্যক্তির জন্য দো'আ, সাদক্বা, ক্ষমা প্রার্থনা, তাস্বীহ ও তাক্বীর, মানুষের আহার ও পানাহার, কবর জিয়ারত, কোর-আন তেলাওয়াতের পর মৃত ব্যক্তির জন্য দো'আ, ক্ষমা-প্রার্থনা ইত্যাদি কর্ম গুলি ছিল। সুতরাং উক্ত সমস্ত কর্মগুলিকে বিদ্আত ও হারাম বলা ইসলাম ধর্মের উপর আক্রমন হানা, মৃত ব্যক্তির উপর অত্যচার করা এবং নাবী কারীম আলাইহিস সালাম কে মিথ্যাবাদী বানানোর একটি প্রচেষ্টা বটে। আর নাবী পাক আলাইহিস সালাম মুসলিম শারীফ প্রথম খন্ড পৃষ্ঠা নং ১০ এ ইরশাদ করেন।

مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

অর্থাৎ:- যে ব্যক্তি জেনে শুনে আমাকে (নাবী পাক আলাইহিস সালাম) মিথ্যবাদী বানাবে সে যেন নিজের ঠিকানা জাহান্নামকে বানিয়ে নেয়।

*শ্রদ্ধেয় মুসলিম সমাজ!এই ফেতনা বহুল পরিস্থিতিতে কিছু মানুষ নিজেই হাদীস ও কোর-আন এর খেলাফ আক্বীদা ও মত পেশ করে বিদ্আত ও ইসলামের খেলাফ করে । অথচ কোরআন ও হাদীসের উপর আমল কারী ব্যক্তিদের উপর বিদ্আত ও শির্কের ফাতুওয়া লাগিয়ে মুসলমানদের পথভ্রষ্ট করার প্রচেষ্টায় লেগে থাকে।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

ঈসালে সাওয়াবের অকাট্য প্রমাণ

*সেহাহে সিত্তার অসংখ্য হাদীস দ্বারা প্রমানিত যে, নাবী পাক আলাইহিস সালাম মৃত ব্যক্তির নামে কোন প্রকার দান ও সাদক্বা, দো'আ ও ইস্তেগ্ফার ইত্যাদি কর্ম গুলিকে বারন (নিষেধ) করেন নি। বরং সাহাবা কেরামদের সাধ্য মুতাবিক এবং যুগের পরিস্থিতি অনুযায়ী সমস্ত প্রকার দান, সাদক্বা, দো'আ ও ক্ষমা প্রার্থনা ইত্যাদি কর্ম গুলি মৃত ব্যক্তির জন্য লাভ জনক ও বৈধ বলেছেন। সুতরাং আজকের যুগে যদি কোন মুসলমান নিজের মৃত মাতা-পিতার নামে দরিদ্র ও মিসকীন মানুষদের খাবার খাওয়ায় ও নিজের মাতা-পিতার গুনাহের মাগফেরাতের জন্য মুসলমানদের একত্রিত করে দো'আ করে এবং নিজের পরিবারের কবরকে প্রশস্ত করার উদ্দ্যেশে মুসলমানদের দ্বারা তাস্বীহ ও তাক্বীর পাঠ করে, তাহলে সেটাকে নিষেধ করার অনুমতি তাকে কে প্রদান করেছে? উক্ত সমস্ত কর্ম গুলি যদি সেহাহে সিত্তা এবং বিশ্বস্ত হাদীস গ্রন্থ দ্বারা প্রমানিত হয়, তাহলে এ সমস্ত কর্ম গুলিকে বিদ্আত, হারাম অথবা শির্ক বলা শয়তানি কর্ম প্রমানিত হবে কি না?

*শ্রদ্ধেয় মুসলিম সমাজ; বর্তমান যুগে আহলে সুন্নাত ওয়া জামাত অনুসরন কারী ব্যক্তিদের প্রয়োজন যে, যদি কোন ভ্রান্ত মত অবলম্বনকারী ব্যক্তি আহলে সুন্নাত ওয়া জামাতের কোন কর্মকে বিদ্আত ও শির্ক বলে তাহলে, তা ছেড়ে দেবার পূর্বে বিশ্বাস যোগ্য সুন্নি আলিমকে তার প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করা ও সে কর্মের সঠিক ও স্বচ্ছ জ্ঞান অর্জন করে তার উপর দৃঢ় ভাবে আমল করা যাহাতে, আপনার ইহলৌকিক ও পরলৌকিক জীবন মঙ্গলময় হয়ে যায়। আর যদি নিজের আক্বীদা ও কর্মের বৈধতা ও সঠিকতার প্রসেঙ্গ কোন যোগ্য-বিজ্ঞ সুন্নী আলিমকে জিজ্ঞাসা করার পূর্বেই কোন সুন্নী– মুখালিফ ব্যক্তির কথায় কর্নপাত করে নিজের আক্বীদা ও কর্মকে ছেড়ে দেওয়া শুরু করেন

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

তাহলে, নিজের ইহলৌকিক ও পরলৌকিক জীবিনকে বরবাদ করা সত্ত্বেও তা অনুভব করতে সক্ষম হবেন না। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সকলকে সঠিক পথের পথিক হয়ে জীবন অতিবাহিত করার শক্তি প্রদান করুক। আমীন বে জাহে সাইয়েদিল মুরসালীন, আলাইহিস্ব স্বালাত ওয়াস সালাম।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

ঈসালে সাওয়াবের সঙ্গে কবর জিয়ারতের সম্পর্ক

কবর যিয়ারত ও ঈসালে সওয়াবের একটি পদ্ধতি। কারন কবর জিয়ারতের উদ্দেশ্য হল, মরনকে সরন করা এবং মৃত ব্যক্তির জন্য রহমতের দো'আ ও ক্ষমা প্রার্থনা করা সুতরাং কবর যিয়ারত ও ঈসালে সাওয়াব-এর মধ্যে একটি দৃঢ় সম্পর্ক রয়েছে। অতএব কেউ যদি বলে যে, মানুষের ইন্তেকালের পর তার আমল নামা সম্পুর্ণ রুপে বন্ধ হয়ে যায়, মৃত ব্যক্তির জন্য দো'আ, সাদক্বা, কোর-আন তেলাওয়াত , মানুষের পানাহারের ব্যবস্থা করা ও ঈসালে সওয়াওবের জন্য মুসলমানদের একত্রিত করে মাইয়েতের জন্য দো'আ, ক্ষমা প্রার্থনা ইত্যাদি করা চলবে না বা বিদ্আত ও শির্ক তাহলে তাদের এটাও বলা উচিত যে, কবর জিয়ারত করা এবং কবরস্থানে গিয়ে তাস্বীহ, তাক্বীর, তাহ্লীল, দরুদ ও ফাতেহা পাঠের পর কবর বাসীদের জন্য দো'আ ও ইস্তেগ্ফার করা অনুচিত, অবৈধ বা হারাম কাজ। কারণ কবর জিয়ারতের মূল উদ্দেশ্য গুলির মধ্যে একটি উদ্দেশ্য হল, কবর বাসীদের জন্য ঈসালে সাওয়াব অর্থাৎ তাদের জন্য দো'আ ও ক্ষমা প্রার্থনা করা।

প্রিয় পাঠক বৃন্দ! বর্তমান ফেতনা বহুল পরিস্থিতিতে ভালোভাবে যদি পর্যবেক্ষন করা যায় তাহলে, আপনি মুসলমানের নামে পরিচিত এমন কিছু ব্যক্তিদেরও পাবেন যারা বর্তমান যুগে কবর জিয়ারত কে অবৈধ ও অস্বীকার করতে শুরু করেছে। কোন কোন ব্যক্তি আবার কবর জিয়ারতকে বৈধ স্বীকার করছে কিন্তু কবরস্থানে কবর বাসীদের জন্য দুহাত তুলে দো'আ বা ক্ষমা প্রার্থনা করা এবং তাস্বীহ-তাহ্লীল ও সূরা পাঠ করাকে বিদ্আত ও হারাম বলে প্রচার করছে।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

যাই হোক আহলে সুন্নাত ওয়া জামাতের আক্বীদা হল, কবর জিয়ারত করা বৈধ ও নাবী পাক আলাইহিস সালামের সুন্নাত। সেখানে হাত তুলে দো'আ ও মৃত ব্যক্তির গুনাহের ক্ষমা প্রার্থনা নাবী কারীম আলাইহিস সালামের সুন্নাত। কবরের পাশে তাস্‌বীহ তাহ্‌লীল পাঠ করা ও সূরা পাঠ করা মৃত ব্যক্তির জন্য লাভ জনক। যা অসংখ্য হাদীস শারীফ দ্বারা প্রমানিত। আসুন, উক্ত প্রসঙ্গে আমি কিছু হাদীস শারীফ পেশ করি যাহাতে আমাদের সামনে আরও পরিস্কার হয়ে যায় যে, ইসলামের আসল মত ও ধারণা উক্ত প্রসঙ্গে কি রয়েছে?

(১) নিসাই শারীফ প্রথম খন্ড পৃষ্ঠা নং-২২ باب زيارة القبور অধ্যায় এবং মিশ্‌কাত শারীফ প্রথম খন্ড পৃষ্ঠা নং-১৫৪ জিয়ারাতুল কুবুর অধ্যায় লিপিবদ্ধ রয়েছে।

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ

كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ فَزُوْرُوْهَا

অর্থাৎ:- হাযরাত ইবনে মাসউদ রাদ্বীআল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী কারীম আলাইহিস সালাম ইরশাদ করেন, আমি তোমাদের কবর জিয়ারত করতে বারন করে ছিলাম কিন্তু এখন থেকে তোমরা কবর জিয়রত কর।

(২) তিরমিযী শারীফ প্রথম খন্ড পৃষ্ঠা নং-২০৩ অধ্যায় লিপিবদ্ধ রয়েছে। ماجاء فى الرخصة فى زيارة القبور

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ

قَدْ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ فَقَدْ اُذِنَ لِمُحَمَّدٍ

فِي زِيَارَةِ قَبْرِ اُمِّهِ فَزُوْرُوْهَا فَاِنَّهَا تُذَكِّرُ الْاٰخِرَةَ

অর্থাৎ:- হাযরাত সোলাইমান বিন বোরাইদা নিজের পিতা হতে বর্ণনা করেছেন যে, নাবী পাক আলাইহিস সালাম ইরশাদ করেন, নিশ্চয় আমি তোমাদেরকে পুর্বে কবর জিয়ারত করতে বারন করে ছিলাম। কিন্তু আমাকে আমার মাতার কবর জিয়ারতের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। অতএব তোমরাও কবর জিয়ারত কর। কারণ কবর জিয়ারত মানুষের মনে আখেরাতের স্মরন নিয়ে আসে।

(৩) আবু দাউদ শারীফ পৃষ্ঠা নং-৪৬১ (فى زيارة القبور) অধ্যায় লিপিবদ্ধ রয়েছে।

عَنْ اَبِىْ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ

نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ فَزُوْرُوْهَا فَاِنَّ فِى

زِيَارَتِهَا تَذْكِرَةً

অর্থাৎ:- হাযরাত আবু বোরাইদা নিজের পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, নাবী মুস্তাফা আলাইহিস সালাম ইরশাদ করেন, আমি তোমাদেরকে পুর্বে কবর জিয়ারত হতে বারন করেছিলাম। কিন্তু এখন তোমরা কবর জিয়ারত কর। কারণ কবর জিয়ারতে মরন ও

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

আখেরাতের স্মরন রয়েছে।

(৪) তিরমিযী শারীফ প্রথম খন্ড পৃষ্ঠা নং-২০৩

مابقول الرجل اذا دخل المقابر অধ্যায় বর্ণিত রয়েছে।

عَنْ اِبْنِ عَبّاسٍ قَالَ مَرَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بِقُبُوْرِ الْمَدِيْنَةِ فَاقْبَلَ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهٖ فَقَالَ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَااَهْلَ الْقُبُوْرِ يَغْفِرُ للّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ اَنْتُمْ سَلَفُنَا وَنَحْنُ بِالْاَثَرِ

অর্থাৎ:- হাযরাত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদ্বীআল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী পাক আলাইহিস সালাম মদিনার কবরস্থানের পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় কবর গুলির দিকে তাকিয়ে বললেন, "আসসালামো আলাইকুম ইয়া আহলাল কুবুরে" আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে এবং আমাদেরকে ক্ষমা করুক। তোমরা আমাদের পূর্বে গিয়েছ এবং আমরা তোমাদের পরে আসছি।

(৫) মুসলিম শারীফ প্রথম খন্ড পৃষ্ঠা নং-৩১৩ লাইন নং-৭,৮,৯ কিতাবুল জানাইয অধ্যায় লিপিবদ্ধ রয়েছে।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلَّمَا كَانَ لَيْلَتُهَا مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَخْرُجُ مِنَ آخِرِ اللَّيْلِ اِلَى الْبَقِيْعِ فَيَقُوْلُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِيْنَ وَاَتَاكُمْ مَا تُوْعَدُوْنَ غَدًا مُؤَجِلُوْنَ وَاِنَّا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِاَهْلِ بَقِيْعِ الْغَرْقَدِ

অর্থাৎ:- হাযরাত আয়েশা সিদ্দিকা রাদ্বীআল্লাহু আনহা কর্তৃক বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী মুস্তাফা আলাইহিস সালাম প্রতি রাত্রির শেষ ভাগে জান্নাতুল বাকী (মদিনার কবরস্থান) এর দিকে বের হয়ে যেতেন, অত:পর তিনি বলতেন, "আসসালামু আলাইকুম দারাকাউ মিম্মুমেনিন" খুব শ্রীঘ্রই তোমদের প্রদান করা হক, যার প্রতি শ্রুতি তোমাদেরকে প্রদান করা হয়েছে। আর ইন্শাআল্লাহ্! নিশ্চয় আমরা তোমাদের সঙ্গে সাক্ষাত করব। ইয়া আল্লাহ্! বাকীয়ে গারকাদ বাসীদের ক্ষমা কর।

ব্যাখ্যা:- উক্ত হাদীস শারীফের ব্যাখ্যা ইমাম নাবাবী আলাইহির রাহমা মুসলিম শারীফ প্রথম খন্ড পৃষ্টা নং- ৩১৩ এর হাশীয়ায় লিখেছেন।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

وَفِى هٰذَا الْحَدِيْثِ دَلِيْلٌ لِاسْتِحْبَابِ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ وَالسَّلَامِ عَلٰى اَهْلِهَا وَالدُّعَاءِ لَهُمْ وَالتَّرحُّمِ عَلَيْهِمْ

অর্থাৎ:- *উক্ত হাদীস শারীফে দলিল রয়েছে যে, কবর জিয়ারত করা, কবরবাসীদের প্রতি সালাম জানানো, কবর বাসীদের জন্য দোয়া করা এবং তাদের জন্য রহমত বর্ষনের কামনা করা শুধু বৈধই নয় বরং মুস্তাহাব কাজ।*

(৬) মুসলিম শারীফ প্রথম খন্ড পৃষ্ঠা নং-৩১৪ রয়েছে।
নাবী পাক আলাইহিস সালাম ইর্শাদ করেন, হাযরাত জিবরীল আলাইহিস সালাম আমার কাছে আসলেন আর বললেন।

اِنَّ رَبَّكَ يَأْمُرُكَ اَنْ تَأْتِىَ اَهْلَ الْبَقِيْعِ فَتَسْتَغْفِرَ لَهُمْ

অর্থাৎ:- *আপনার প্রতি পালক আপনাকে আদেশ করছেন যে, আপনি জান্নাতুল বাকী (মদিনার কবরস্থন) বাসীদের কাছে গিয়ে তাদের জন্য মাগফেরাতের দো'আ করুন।*

(৭) মিশকাত শারীফ প্রথম খন্ড পৃষ্ঠা নং-২৬ লাইন নং -১৪,১৫,১৬ এ "ইস্বাত আযাবিল কাব্‌র" অধ্যায় লিপিবদ্ধ রয়েছে।

عَنْ جَابِرٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِلٰى سَعْدِ بْنِ مَعَاذٍ حِيْنَ تُوُفِّىَ فَلَمَّا صَلّٰى عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

ﷺ وَ وُضِعَ فِى قَبْرِهٖ وسُوِّىَ عَلَيْهِ سَبَّحَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَسَبَّحْنَا طَوِيْلًا ثُمَّ كَبَّرَ فَكَبَّرْنَا فَقِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لِمَ سَبَّحْتَ ثُمَّ كَبَّرْتَ قَالَ لَقَدْ تَضَايَقَ عَلٰى هٰذَا الْعَبْدِ الصَّالِحِ قَبْرُهٗ حَتّٰى فَرَّجَهُ اللّٰهُ عَنْهُ رَوَاهُ اَحْمَدُ

অর্থাৎ:- *হাযরাত জাবের রাদ্বীআল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নাবী কারীম আলাইহিস সালামের সহিত হাযরাত সায়াদ বিন মায়ায রাদ্বীআল্লাহু আনহুর ইন্তেকালের সময় বের হলাম। অত:পর যখন নাবী কারীম আলাইহিস সালাম তার নামাজে জানাযা পড়ালেন এবং তাকে কবরে রেখে মাটি বরাবর করা হল, নাবী পাক আলাইহিস সালাম তাস্‌বীহ (সুবহান্নাল্লাহ্‌) পড়তে আরম্ভ করলেন। অতএব আমরাও অনেকক্ষন ধরে তাস্‌বীহ পাঠ করলাম। আবার তিনি তাক্‌বীর (আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার) পাঠ করতে শুরু করলেন। আমরাও তক্‌বীর পাঠ করলাম। তাক্‌বীর পাঠ শেষে নাবী পাক আলাইহিস সালামকে জিজ্ঞাসা করা হল, ইয়া রাসুলাল্লাহ্‌! আপনি তাস্‌বীহ ও তাক্‌বীর কেন পাঠ করলেন? নাবী পাক আলাইহিস সালাম উত্তরে বললেন, এই পূর্ণ্যত্মা ব্যক্তির উপর তার কবর সঙ্কীর্ন হয়ে আসছিল। (আমাদের তাস্‌বীহ ও তাক্‌বীর পাঠের কারনে) আল্লাহ্‌ তা'আলা তার সঙ্কীর্ন কবরকে প্রশস্ত করে দিয়েছেন।*

ব্যাখ্যা:- *উপরে সিহাহে সিত্তা হতে সংকলিত হাদীস শারীফ*

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

থেকে দিবালোকের ন্যায় প্রমানিত হয় যে, কবর জিয়ারত যদিও প্রাক ইসলাম যুগে বারন ছিল, কিন্তু পরক্ষনে নাবী পাক আলাইহিস সালাম কবর জিয়ারত এর অনুমতি প্রদান করেছেন এবং নিজেই কবর জিয়ারত করতেন, বিশেষ করে প্রতি রাত্রির শেষ প্রহরে মদিনার কবরস্থান তথা জান্নাতুল বাকীতে গিয়ে কবরবাসীদের সালাম প্রদান করতেন এবং তাদের জন্য মাগ্‌ফেরাতের দো'আ করতেন। এবং এটাও প্রমানিত যে, নাবী পাক আলাইহিস সালাম কবরের পাশে তাস্‌বীহ ও তাক্‌বীর পাঠ করেছেন। সুতরাং কবর জিয়ারত করা, কবর বাসীদের সালাম প্রদান করা, তাদের জন্য দো'আ ও ক্ষমা প্রার্থনা করা, কবরস্থানে তাস্‌বীহ ও তাক্‌বীর পাঠ করা শুধু বৈধই নয় বরং নাবী পাক আলাইহিস সালামের সুন্নাত। এ সমস্ত কর্মের সওয়াব মৃত ব্যক্তিরা পেয়ে থাকেন নচেত নাবী পাক আলাইহিস সালাম এবং সাহাবাদের তাস্‌বীহ ও তাক্‌বীর দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা মৃত ব্যক্তির কবরকে প্রশস্ত করতেন না। আর মুসলিম শারীফ প্রথম খন্ড ফাযায়িলুল কোর-আন অধ্যায় লিপিবদ্ধ রয়েছে যে, যেখানে কোর-আন শারীফ পাঠ করা হয় সেখানে আল্লাহ্ তা'আলার রহমত বর্ষণ হয়। তাছাড়া "হাদীস শারীফ থেকে ঈসালে সওয়াবের প্রমান" অধ্যায় ৩৭ নং হাদীসে বলা হয়েছে কোর-আন তেলাওয়াত কারী তেলাওয়াতের পর তাস্‌বীহ পাঠ করবে এবং নিজের ও সমস্ত মুসলমানদের জন্য রহমত ও মাগফেরাতের দো'আ করবে।কারণ এই দো'আ আল্লাহ পাকের পবিত্র দরবারে বেশি গ্রহণ যোগ্য । সুতরাং কবর জিয়ারতের সময় যদি কোর-আন শারীফের সূরা পাঠ করার পর কবরবাসীদের জন্য দো'আ ও ক্ষমা প্রার্থনা করা হয় তাহলে, সেটা বেশী গ্রহণ

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

যোগ্য হয়। তাছাড়া নাবী কারীম আলাইহিস সালামের অসংখ্য হাদীসের মধ্যে মৃত ব্যক্তিদের কোর-আন শারীফ তেলাওয়াত করে শুনাতে আদেশ প্রদান করেছেন।

কবর যিয়ারতে হাত তুলে প্রার্থনা হাদীস শরীফে থেকে প্রমানিত

আর উপরের হাদীস শারীফ গুলি থেকে যখন কবর স্থানে দো'আ করা প্রমানিত তখন সেই দো'আয় হাত উত্তোলন করাও বৈধ । কারণ দো'আর পদ্ধতিই হল হাত তুলে দো'আ করা। যেমন নাবী কারীম আলাইহিস সালাম নিজেই ইরশাদ করেন , যা আবু দাউদ শারীফ প্রথম খন্ড পৃষ্ঠা নং-২১৬এ আদ দো'আ অধ্যায় লিপিবদ্ধ রয়েছে।

سَلُوا اللّٰهَ بِبُطُوْنِ اَكُفِّكُم وَلَاتَسْئَلُوهُ بِظُهُورِهَافَاِذَا فَرَغْتُمْ فَامْسَحُوْابِهَا وُجُوْهَكُمْ

অর্থাৎ:- তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার কাছে দো'আ কর নিজের হাতের ভিতর দিক দ্বারা, আর উল্টো হাতে দো'আ কর না। অত:পর যখন দোআকে সমাপ্ত করবে নিজের উত্তোলিত হাতকে মুখমন্ডলে বুলিয়ে নাও। এবং ঐ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় হাদীসে হাযরাত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস বলেন,

اَلْمَسْأَلَةُ اَنْ تَرْفَعُ يَدَيْكَ حَذْوَمَنْكِبَيْكَ

অর্থাৎ:- দো'আর পদ্ধতি হল দুই হাতকে নিজের কাঁধ পর্যন্ত উত্তোলোন করে দো'আ করা ।

উক্ত দুই হাদীস শারীফ দ্বারা পরিস্কার ভাবে প্রমানিত হয় যে, নাবী মুস্তাফা আলাইহিস সালাম এবং তার সাহাবাগন আমাদেরকে দো'আ

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

করার যে পদ্ধতি প্রদান করেছেন তা হল দুহাত তুলে দো'আ করা। যেহেতু উক্ত পদ্ধতি কে নাবী মুস্তাফা আলাইহিস সালাম কোন দো'আর সঙ্গে নির্দিষ্ট করেন নি। সেহেতু যেখানে যেখানে দো'আ করা প্রমানিত হবে সেখানে হাত তুলে ক্ষমা প্রার্থনা ও দো'আ করাও প্রমানিত হবে। আর যেহেতু কবর জিয়ারতে দো'আ করা প্রমানিত সুতরাং সেখানেও হাত উত্তোলন করা প্রমানিত হবে। হাত তুলে দো'আ করার বিষয়ে আরোও বিস্তারিত জানতে আমার লিখিত বই "ফরজ নামাজের পর দো'আ ও হাত তুলে প্রার্থনার প্রমান" অধ্যয়ন করুন যে বইয়ে আমি 'আল্‌হাম্‌দুলিল্লাহ্‌' সিহাহে সিত্তা থেকে সংকলিত বহু হাদীস শারফী দ্বারা প্রমান করেছি যে, সমস্ত দো'আয় হাত উত্তোলন করা বৈধ ও প্রমানীত। যতক্ষন না কোন বিশেষ দো'আর প্রসঙ্গে হাত তুলা শরিয়তের তরফ থেকে বারন বা নিষেধ হয়েছে।

প্রিয় পাঠক বৃন্দ!যদিও উপরের আলোচনা থেকে পরিস্কার যে, কবর জিয়ারতে হাত তুলে মৃত ব্যক্তির জন্য দো'আ করা প্রমানিত। কিন্তু বর্তমান যুগে হাদীস নাপড়নেওয়ালা আহলে হাদীস নামধারী এক ফিরকার কিছু মৌলভীরা মুসলমানদের ইসলামের সঠিক পথ থেকে বিতাড়িত করার উদ্দেশ্য বিভিন্ন প্রকার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। তারা উক্ত আলোচনায় সন্তুষ্ট হবে না। আসুন তাদের সন্তুষ্ট করার জন্য আমি সিহাহে সিত্তা থেকে কিছু হাদীস শারীফ তুলে ধরছি। যাহাতে প্রমান হয় যে, নাবী মুস্তাফা আলাইহিস সালাম নিজেই কখনও কবর জিয়ারতে হাত উত্তোলন করে মৃত ব্যক্তিদের জন্য দো'আ ও ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন কি না?

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

নিসাই শারীফ প্রথম খন্ড পৃষ্ঠা নং-২২২ "কিতাবুল জানাইয" এ। হাযরাত আয়েশা সিদ্দিকা রাদ্বীআল্লাহু আনহা কর্তৃক বর্ণিত। এক হাদীসে হাযরাত আয়েশা বলেন, এক রাত্রিতে আমি লক্ষ করলাম নাবী পাক আলাইহিস সালাম রাতের শেষ প্রহরে কোথায় যেন চলে যেতে লাগলেন। অত:পর আমিও তিনার পিছনে পিছনে যেতে লাগলাম। অত:পর হাযরাত আয়েশা রাদ্বীআল্লাহু আনহা নিম্নে লিখিত বাক্য গুলি ব্যবহার করলেন

وَانْطَلَقْتُ فِى اِثْرِهِ حَتّٰى جَآءَ الْبَقِيْعَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ فَاَطَالَ ثُمَّ انْحَرَفَ فَانْحَرَفْتُ

অর্থাৎ:- আমি নাবী কারীম আলাইহিস সালামের পিছনে যেতে লাগলাম । এমন কি নাবী কারীম আলাইহিস সালাম জান্নাতুল বাকী (মদিনার কবরস্থান) এ প্রবেশ করলেন। অত:পর তিনি সেখানে তিন তিন বার হাত তুলে অনেকক্ষন ধরে দো'আ করলেন। আবার যখন নাবী পাক আলাইহিস সালাম (জিয়ারত করে বাড়ীর দিকে) ফিরলেন, আমিও বাড়ী ফিরে গেলাম।

আর মুসলিম শারীফ প্রথম খন্ড পৃষ্ঠা নং- ৩১৩ লাইন নং-১৪,১৫, "কিতাবুল যানাইয" এ হায্‌রাত আয়েশা সিদ্দিকা রাদ্বীআল্লাহু আনহা বলেন।

وَانْطَلَقْتُ فِى اِثْرِهِ حَتّٰى جَآءَ الْبَقِيْعَ فَقَامَ فَاَطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ انْحَرَفَ فَانْحَرَفْتُ

অর্থাৎ:- (হাযরাত আয়েশা)আমি নাবী পাক আলাইহিস সালামের পিছনে পিছনে যেতে লাগলাম। দেখলাম, তিনি জান্নাতুল

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

বাকীয়ের (মদিনার কবরস্থান) মধ্যে প্রবেশ করলেন। অত:পর সেখানে অনেকক্ষন ধরে দাঁড়িয়ে (কিছু পড়তে) থাকলেন। আবার তিন বার নিজের দুই হাত মোবারক উত্তোলন করে দো'আ করলেন।

*ইমাম নাবাবী আলাইহির রাহ্মা উক্ত হাদীস শারীফের ব্যাখ্যায় মুসলিম শারীফ প্রথম খন্ড পৃষ্ঠা নং৩১৩-এর হাশিয়ায় ইরশাদ করেন।

فِيْهِ اِسْتِحْبَابُ اِطَالَةِ الدُّعَاءِ وَ تَكْرِيْرِهِ وَرَفْعِ الْيَدَيْنِ وَ

فِيْهِ اَنَّ دُعَاءَ الْقَائِمِ اَكْمَلُ مِنْ دُعَاءِ الْجَالِسِ فِى الْقُبُوْرِ

অর্থাৎ:- উক্ত হাদীস থেকে প্রমানিত হয় যে, কবর জিয়ারত এ লম্বা দো'আ করা, বার বার দো'আ করা এবং সেই দো'আয় হাত তুলা মুস্তাহাব কর্ম। আর কবরস্থানে দাঁড়িয়ে দো'আ করা বসে দো'আ করা অপেক্ষা অধিক পূর্নাঙ্গ।

প্রিয় মুসলিম সমাজ! উপরে সংকলিত দুই হাদীস এবং ইমাম নাবাবী আলাইহির রাহ্মার ব্যাখ্যা থেকে পরিস্কার ভাবে প্রমানিত হয় যে, যেভাবে কবর জিয়ারত করা, কবরস্থানে তাস্বীহ তাকবীর ও সূরা পাঠ করা এবং মৃত ব্যক্তি তথা কবরবাসীদের জন্য দো'আ ও ক্ষমা প্রার্থনা করা নাবী কারীম আলাইহিস সালামের সুন্নাত। সে মতই দো'আ ও ক্ষমা প্রার্থনায় হাত উত্তোলন করাও নাবী পাক আলাইহিস সালামের সুন্নাত। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সকলকে ইসলামের ভ্রান্ত মত প্রচার কারীদের চক্রান্ত থেকে বাচার এবং নাবী পাক আলাইহিস সালাম দ্বারা প্রদান কৃত সঠিক পথের পথিক করুক। আমীন! বেজাহে সাইয়েদিল মুরসালীন আলাইহিস্ব স্বালাত ওয়াস সালাম।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

ঈসালে সাওয়াব এবং নামাজে জানাযা ও দো'আয়ে মা'সুরার মধ্যে সম্পর্ক্য

প্রিয় পাঠক বৃন্দ ! বইয়ের শুরুতে মোওতাযেলা সম্প্রায়ের যে ধারনাকে পেশ করা হয়েছে এবং বর্তমান যুগের আহলে হাদীস নামক যে ফির্কা ঈসালে সাওয়াবের অস্বীকার করে। যাদের ধর্ম ও মত হল, মানুষের ইন্তেকালের পর তার সমস্ত ধরনের আমল নামা বন্ধ হয়ে যায়, মানুষ শুধু সেই কর্মের নেকি পাবে, যা সে নিজে করেছে। কোন ব্যক্তি নিজের নেক আমলের নেকি অপর কোন ব্যক্তিকে প্রদান করতে পারে না। জীবিত ব্যক্তির সৎকর্ম দ্বারা মৃত ব্যক্তি উপকৃত হতে পারেনা এবং জীবিত ব্যক্তির দো'আ, ইস্তেগ্ফার ও সাদক্বা দ্বারা মৃত ব্যক্তির কোন প্রকার লাভ হয় না। সেই সমস্ত বাতিল ফিরকা ও সম্প্রদায়ের নামাজে জানাযা এবং প্রত্যেক নামাজের শেষে দো'আয়ে মাসুরাকে পাঠ করা উচিত হবেনা। কারণ নামাজে জানাযার মূল উদ্দেশ্যই হল মৃত ব্যক্তির জন্য দো'আ ও মাগ্ফেরাত এর সুপারিশ করা । ফলে নামাজে জানাযায় মুসলমানদের প্রথা হল প্রথমে আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা করা, নাবী মুস্তাফা আলাইহিস সালামের প্রতি দরুদ শারীফ পাঠ করা এবং শেষে বিনয়ের সহিত মাইয়েতের জন্য রহমত ও মাগ্ফেরাতের দো'আ করা যা নাবী পাক আলাইহিস সালামের এবং সমস্ত সাহাবা কেরামগনের সুন্নাত । এবং হাদীস শারীফে নাবী পাক আলাইহিস সালাম এটাও বলেছেন যে, যদি নামাজে জানাযায় বেশী সংখ্যাক তথা ৪০ চল্লিশ বা এক শতকের অধিক মুসলমান অংশ গ্রহণ করেন আর সেই সমস্ত মুসলমানেরা মাইয়েতের জন্য মাগফেরাতের সুপারিশ করেন তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা সেই মুসলমানদের সুপারিশকে

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

গ্রহণ করে মাইয়েতকে ক্ষমা করে দেন।

যেমন:- নিসাই শারীফ প্রথম খন্ড পৃষ্ঠা নং ২১৮ –এ লিপিবদ্ধ রয়েছে।

عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ لَايَمُوْتُ اَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَيُصَلِّى عَلَيْهِ اُمَّةٌ مِنَ النَّاسِ فَيَبْلُغُوْا اَنْ يَكُوْنُوْا مِائَةً فَيَشْفَعُوْا اِلَّا شُفِّعُوْا فِيْهِ

অর্থাৎ:- হাযরাত আয়েশা সিদ্দিকা রাদ্বীআল্লাহু আনহা কর্তৃক বর্ণিত। নাবী পাক আলাইহিস সালাম বলেন, মুসলমানদের মধ্যে যদি কোন ব্যক্তি ইন্তেকাল করে এবং তার নামাজে জানাযায় মানুষের এমন এক দল অংশ গ্রহণ করে যার সংখ্যা এক শত পর্যন্ত পৌছায়। অত:পর তারা সেই মাইয়্যেতের জন্য (মাগ্‌ফেরাতের) সুপারিশ করে,তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সুপারিশকে গ্রহন করে নেয়।

*আর মুসলিম শারীফ প্রথম খন্ড পৃষ্ঠা নং- ৩১১
এ লিপিবদ্ধ রয়েছে।

﴿كتاب الجنائز﴾

عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ الْاَ شْجَعِى قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

ﷺ وَصَلّٰى عَلٰى جَنَازَةٍ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَهٗ وَارْحَمْهُ وَاعْفُ عَنْهُ وَعَافِهٖ وَاكْرِمْ نُزُلَهٗ وَوَسِّعْ مَدْخَلَهٗ وَاغْسِلْهُ بِمَاءٍ وثَلْجٍ وَبَرْدٍوَنَقِّهٖ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقّٰى الثَّوْبُ الْاَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ وَ ابْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهٖ وَاَهْلًا خَيْرًا مِنْ اَهْلِهٖ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهٖ وَقِهٖ فِتْنَةَ القبر وعذاب النار

অর্থাৎ:- হাযরাত আউফ বিন মালিক আশ্‌জাঈ রাদ্বীআল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত। তিনি বলেন আমি নাবী পাক আলাইহিস সালাম কে একটি জানাযায় নামাজ পড়ার পর বলতে শুনলাম, ইয়া আল্লাহ্! তুমি এ ব্যক্তিকে ক্ষমা কর, তার প্রতি রহম কর, তাকে মাফ করে দাও, তাকে সহি সালামত রাখ, তার কবরকে প্রশস্ত করে দাও, তাকে গোসল করাও পানী, বরফ ও ঠান্ডা দ্বারা, তাকে গুনাহ থেকে এমন পরিস্কার করে দাও যেমন সাদা ময়লা কাপড়কে পরিস্কার করা হয়, তার নিজের ঘর অপেক্ষা উত্তম ঘর প্রদান কর, তার পরিবার অপেক্ষা উত্তম পরিবার প্রদান কর, তার স্ত্রী অপেক্ষা উত্তম স্ত্রী প্রদান কর, তাকে কবরের ফেতনা থেকে বাঁচিয়ে রাখ এবং জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচিয়ে নাও, তাকে জান্নাত প্রদান দ্বারা সম্মানিত কর।

*আর তিরমিযী শারীফ প্রথম খন্ড পৃষ্ঠা নং -১৯৮ কিতাবুল জানাইয

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

অধ্যায় লিপিবদ্ধ রয়েছে।

﴿باب ما يقول فى الصلوة على الميت﴾

كَانَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِذَا صَلّٰى عَلٰى جَنَازَةٍ يَقُوْلُ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَ مَيِّتِنَا وَ شَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا

صَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَاُنْثَانَا

অর্থাৎ:- নাবী পাক আলাইহিস সালাম যখন কোন জানাযার নামাজ পড়াতেন, তখন বলতেন ইয়া আল্লাহ্! আমাদের মধ্যে জীবিত ও মৃত উভয় ব্যক্তিদের ক্ষমা কর, আমাদের মধ্যে উপস্থিত ও অনুপস্থিত, ছোট বড়, পুরুষ ও মহিলা সবাইকে তুমি ক্ষমা কর।

ব্যাখ্যা:- উদাহরণ স্বরূপ তিনটি হাদীস শারীফ আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম এছাড়া সিহাহে সিত্তার অসংখ্য হাদীস শারীফ দ্বারা এটাই প্রমাণিত যে, নাবী মুস্তাফা আলাইহিস সালাম নামাজে জানাযায় বিনয়ের সাথে মৃত ব্যক্তির জন্য দো'আ ও ক্ষমা প্রার্থনা করতেন। এবং ঐ দো'আ ও ক্ষমা প্রার্থণা আল্লাহ্ পাকের দরবারে গ্রহণও হত। আসুন, দো'য়ায়ে মাসুরার প্রসঙ্গেও একটু আলোচনা আপনাদের সামনে তুলে ধরি। আসলে দোয়ায়ে মাসুরার অর্থ হল। যা হাদীস শারীফ দ্বারা প্রমানিত আর প্রত্যেক নামাযের শেষে সেটা পাঠ করা হল সুন্নাত। মুসলমান নামে যত প্রকারের মানুষ আমাদের দেশে অথবা পৃথিবীতে পরিচিত, তারা সবাই সেই দো'আটি নিজের নামাজের শেষে পাঠ করে। আসুন আমাদের দেশে প্রচলিত দো'আয়ে মাসুরার প্রথমে আমরা তরজমা করি। যাহাতে আমার উদ্দেশ্যকে অপনারা ভালোভাবে উপলব্ধি করতে পারেন।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

বাগদাদী কায়েদা পৃষ্ঠা নং ২০- এ দো' আয়ে মাসূরা নিম্নরূপ লিপিবদ্ধ রয়েছে।

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِىْ وَلِوَالِدَىَّ وَلِمَنْ تَوَالَدَ وَلِجَمِيْعِ

الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ

اَلْاَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْاَمْوَاتِ اِنَّكَ مُجِيْبُ الدَّعْوَاتِ

بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

অর্থাৎ:- ইয়া আল্লাহ্ ! আমাকে ক্ষমা কর। আর আমার মাতা-পিতাকে ক্ষমা কর আর তাকে ক্ষমা কর যে আমার রক্ষনাবেক্ষন করেছে এবং মুসলমানদের মধ্যে সমস্ত পুরুষ ও মহিলাদের ক্ষমা কর যারা তাদের মধ্যে জীবিত ও মৃত। নিশ্চয়, তুমি দো'আ গ্রহণ কারী তোমার রহমতের অসিলায়। ইয়া আর হামার রাহেমীন।

প্রিয় পাঠক বৃন্দ! উপরের আলোচনার অধ্যায়ন নিশ্চয় আপনাকে অবগত করেছে যে, নামাজে জানাযা এবং দো'আয়ে মাসূরার দ্বারা নাবী মুস্তাফা আলাইহিস সালাম আমাদের শিক্ষা প্রদান করেছেন অপর মুসলমানের জন্য রহমত ও মাগ্‌ফেরাতের দো'আ করার এবং মৃত ব্যক্তির জন্য দো'আ ও ক্ষমা প্রার্থনা করার। অতএব যদি কারও নেক আমল দ্বারা কেউ উপকৃত না হত বা মৃত ব্যক্তির জন্য ঈসালে সাওয়াব অথবা রহমত ও মাগ্‌ফেরাতের দো'আ করা অবৈধ ও বিদ্‌আতে কাবীহা হত তাহলে নাবী মুস্তাফা আলাইহিস সালামের শিক্ষা

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

ও কর্ম গুলি তাদের ধারনা মুতাবিক (নাইযুবিল্লাহমিন যালেক) অবৈধ প্রমানিত হবে।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে সেই সমস্ত বাতিল ও ভ্রান্ত ফেরকার অনুসরন থেকে বেঁচে থাকার শক্তি প্রদান করুন, যাদের মত ও পথ দ্বারা নাবী পাক আলাইহিস সালামের মহান চরিত্র ও শিক্ষার মধ্যে কোন প্রকার ত্রুটি প্রমানিত হয়। আমীন বে জাহে সাইয়্যেদিল মুরসালীন আলাইহিস সালাত ওয়া সালাম।

লেখকের কলমে অন্যান্য পুস্তক সমূহ

১। জ্ঞান ভান্ডার নাবী মুস্তাফা আলাহিস সালাত ওয়া সালাম
২। ফরজ নামাজ বাদ দোআ ও হাত তুলে প্রার্থনার প্রমান
৩। অকাট্য দলীল সম্বলিত ২০ রাকাত তারাবীহ ও দুই হাতে মুসাফাহ
৪। হানাফী মায্হাব সিহাহে সিত্তার আলোকে(১ম খন্ড)
৫। কুরান ও সুন্নাহর আলোকে আক্বাঈদে আহ্লে সুন্নাত
৬। তোহফায়ে রামজান
৭। The reality of dr. Naik in the light of quran and sunnah

প্রকাশনায়:-

রেজবী অ্যাকাডেমী

সাগরদিঘী রোড, (ফুলতলা খাজা মার্কেট) রঘুনাথগঞ্জ,
মুর্শিদাবাদ মোবা- 9153630121

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

ঈসালে সাওয়াবের সম্পর্কে বিগত মুজতাহেদীন, মুফাস্সেরীন, মোহাদ্দেসীন ও মোহক্কেকীন-এর মত। হাযরাত আল্লামা শাহ্ ওলীউল্লাহ আলাইহির রাহমার মত

হাযরাত ইমাম আল্লামা মাওলানা শাহ্ ওলীউল্লাহ্ মোহাদ্দিস্ দেহেলবী আলাইহির রহ্মা হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা দ্বিতীয় খন্ড পৃষ্ঠা নং-৩৪. কেতাবুল যানাইয অধ্যায় লিপিবদ্ধ রয়েছেন।

وَالْحَيَاةُ نِعْمَةٌ كَبِيْرَةٌ لِاَنَّهَا وَسِيْلَةٌ اِلَى كَسْبِ الْاِحْسَانِ فَاِنَّهُ اِذَا مَاتَ اِنْقَطَعَ اَكْثَرُ عَمَلِهِ

অর্থাৎ:- 'জীবন আল্লাহ্ তায়ালার একটি বিশাল বড় নিয়ামত। এই জীবন এহেসান অর্জন করার একটি অসিলা। কারণ যখন মানুষ ইন্তেকাল করে, তার বেশীর ভাগ আমল বন্ধ হয়ে যায় (কিন্তু কিছু আমলের নেকি ইন্তেকালের পরেও প্রচলিত থাকে)।

*আর হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা দ্বিতীয় খন্ড পৃষ্ঠা নং -৩২-এ তিনি ইরশাদ করেন।

فَاِذَا اَلْحَوْا فِى الدُّعَاءِ لِمَيِّتٍ اَوْعَانُوْا صَدَقَةً عَظِيْمَةً لِاَجْلِهِ وَقَعَ ذَلِكَ بِتَدْبِيْرِ اللّٰهِ نَافِعًا لِلْمَيِّتِ وَصَادِفَ الْفَيْضَ النَّازِلَةَ عَلَيْهِ مِنْ هٰذِهِ الْحَظِيْرَةِ

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

অতএব যখন তারা মনযোগ সহকারে মাইয়েতের জন্য দো'আয় লেগে যায়। অথবা তার জন্য কোন বড় ধরনের সাদক্বা দ্বারা তার সহযোগিতা করে, তখন তা আল্লাহ্ তাআলার কৃপায় মাইয়েতের জন্য লাভ জনক হয়ে যায়, এবং মাইয়েতের প্রতি ফায়েয ও রহমত বর্ষণ হতে থাকে।

ইমাম মুসলিম আলাইহির রাহ্মার মত

হাযরাত আল্লামা ও মাওলানা ইমাম মুসলিম আলাইহির রহ্মা, মুসলিম শারীফ প্রথম খন্ড পৃষ্ঠা নং- ১২ তথা মোকাদ্দামায়ে মুসলিম -এ ইরশাদ করেন। وَلٰكِنْ لَيْسَ فِى الصَّدَقَةِ اِخْتِلَافٌ

অর্থাৎ:- মৃত ব্যক্তির জন্য সাদক্বা করা এবং সেই সাদক্বা মৃত ব্যক্তির জন্য লাভ জনক হওয়াতে কার কোন মতভেদ নাই।

ইমাম নাবাবী আলাইহির রাহমার মত

মুসলিম শারীফের প্রখ্যাত ভাষ্যকার হাযরাত ইমাম নাবাবী আলাইহির রহমা মুসলিম শারীফ দ্বিতীয় খন্ড পৃষ্ঠা নং-৪১ এর হাশীয়ায় ইর্শাদ করেন। اِنَّ الدُّعَاءَ يَصِلُ ثَوَابُهُ اِلَى الْمَيِّتِ وَكَذَالِكَ الصَّدَقَةُ وَهُمَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِمَا

অর্থাৎ:- দো'আর সাওয়াব মৃত ব্যক্তির কাছে পৌছে থাকে সেমতই সাদক্বার সাওয়াব মৃত ব্যক্তির কাছে পৌছোয়। উক্ত বিষয়ের উপর ইজমা তথা সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত রয়েছে।

ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ূতী আলাইহির রাহ্মার মত

বিখ্যাত মোফাস্সির হাযরাত আল্লামা জালালুদ্দিন সুয়ূতী আলাইহির রাহমা "শারহুস সুদুর" পৃষ্ঠা নং ১৩০ এ ইর্শাদ করেন।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

اِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ مَا زَالُوْا فِى كُلِّ عَصْرٍ يَجْتَمِعُوْنَ وَيَقْرَئُوْنَ لِمُوْتَاهُمْ مِنْ غَيْرِ نَكِيْرٍ فَكَانَ ذٰلِكَ اِجْمَاعًا

অর্থাৎ:- নিশ্চয় মুসলমানেরা প্রতি যুগেই একত্রিত হয়ে নিজের মৃত ব্যক্তিদের জন্য কোরআন শারীফ তেলাওয়াত করে আসছেন, যার মধ্যে কোন মতভেদ নাই। সুতরাং এটা ইজ্মা তথা সর্ব সম্মত সিদ্ধান্ত।

*আর আল্লামা জালালুদ্দিন সূয়ুতী আলাইহির রাহ্মা শারহুস সুদুর এর পৃষ্ঠা নং-১২৭এ ইরশাদ করেন।

قَدْ نَقَلَ غَيْرُ وَاحِدٍ اَلْاِجْمَاعَ عَلَى اَنَّ الدُّعَاءَ يَنْفَعُ الْمَيِّتَ

অর্থাৎ:- অসংখ্য উলামায়ে কেরাম ইজ্মা নকল করেছেন এর উপর যে, নিশ্চয়, দো'আ মৃত ব্যক্তির জন্য লাভ দায়ক।

আল্লামা সায়াদুদ্দীন তাফতাযানী আলাইহির রহমার মত

হাযরাত আল্লামা সায়াদুদ্দীন ইবনে উমার তাফ্তাযানী রাহমাতুল্লাহে আলাইহির আকাইদের প্রসিদ্ধ কেতাব তথা "শারহুল আকাইদ" পৃষ্ঠা নং-২৪০-এ ইরশাদ করেন।

وَفِى دُعَاءِ الْاَحْيَاءِ لِلْاَمْوَاتِ اَوْصَدَقَتِهِمْ اَىْ صَدَقَةِ الْاَحْيَاءِ عَنْهُمْ اَىْ عَنِ الْاَمْوَاتِ نَفْعٌ لَهُمْ اَىْ لِلْاَمْوَاتِ

অর্থাৎ:- জীবিত ব্যক্তিদের মৃত ব্যক্তিদের জন্য দো'আ ও সাদক্বা মৃত ব্যক্তিদের জন্য লাভ জনক।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

ঈসালে সাওয়াবের অকাট্য প্রমাণ

হাযরাত আল্লামা শাইখ সামসুদ্দিন আসকালানী-এর মত

হায্‌রাত আল্লামা শাইখ সামসুদ্দিন আসকালানী আলাইহির রাহ্‌মা "মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়া" কেতাবের প্রথম খন্ড পৃষ্ঠা নং৪৩২-এ ইরশাদ করেন।

اِنَّ وُصُوْلَ ثَوَابِ الْقِرَأَةِ اِلَى الْمَيِّتِ مِنْ قَرِيْبٍ
اَوْاَجْنَبِى هُوَ الصَحِيْحُ كَمَا تَنْفَعُهُ الصَّدقَةُ وَالدُّعَاءُ
وَ الْاِسْتِغْفَارُ بِالْاِجْمَاعِ

অর্থাৎ:- *নিশ্চয় কোরআন পাঠের নেকি মৃত ব্যক্তির কাছে পরিচিত বা অপরিচিত (জীবিত) ব্যক্তি দ্বারা পৌছান সঠিক ও প্রমানিত। যেমন- সাদক্বা, দো'আ ও ইস্তেগ্‌ফার ইত্যাদি মৃত ব্যক্তির জন্য লাভ জনক হওয়া ইজমা দ্বারা প্রমানিত।*

ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ুতী আলাইহির রাহমার মত

প্রখ্যাত মোফাস্‌সীর হাযরাত আল্লামা জালালুদ্দিন সুয়ুতী আলাইহির রাহ্‌মা "শারহুস্‌ সুদুর" পৃষ্ঠা নং-১৩০-এ ইরশাদ করেন।

عَنِ الشَّعْبِى قَالَ كَانَتِ الْاَنْصَارُ اِذَا مَاتَ لَهُمُ الْمَيِّتُ
اِخْتَلَفُوا اِلَى قَبْرِهٖ يَقْرَئُوْنَ لَهُ الْقُرْآنَ

অর্থাৎ:- *হায্‌রাত শায়বী রাদ্বীআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, আনসারদের মধ্যে যখন কেউ ইন্তেকাল করতেন, তারা সেই মৃত ব্যক্তির কবরের পাশে কোরআন পাঠের জন্য যেতেন।*

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

ঈসালে সাওয়াবের অকাট্য প্রমাণ

আল্লামা ইব্রাহিম হালাবী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির মত

হাযরাত আল্লামা ইব্রাহিম হালবী রাহ্‌মাতুল্লাহে আলাইহ নিজ গ্রন্থ "কাবীরী" পৃষ্ঠা নং ৫৬৫ -এ ইরশাদ করেন।

وَاِنِ اتَّخَذُوا طَعَامًا لِلْفُقَرَآءِ كَانَ حَسَنًا

অর্থাৎ:- *মৃত ব্যক্তির ওয়ারিশগন দরিদ্রদের জন্য যদি আহারের ব্যবস্থা করেন তাহলে সেটা করা মৃত ব্যক্তির জন্য ভালো,*

ইমামে আযাম আবু হানীফা রাদীয়াল্লাহু আনহু-এর মত

ইমামে আয্‌াম হায্‌রাত আবু হানিফা রাদ্বীআল্লাহু আনহু কর্তৃক লিখিত "ফিকাহে আক্‌বার"-এর "শারাহে ফিকহে আকবর" এর পৃষ্ঠা নং-১১৮ এ লিপিবদ্ধ রয়েছে।

عِنْدَ اَهْلِ السُّنَّةِ اَنَّ لِلْاِنْسَانِ اَنْ يَجْعَلَ ثَوَابَ عَمَلِهٖ
صَلٰوةً اَوْصَوْمًا اَوْ حَجًّا اَوْ صَدَقَةً اَوْ غَيْرَهَا

অর্থাৎ:- *আহ্‌লে সুন্নাত ওয়া জামাতের নিকট কোন ব্যক্তি নিজের নামাজ, রোজা, হ্‌জ ও সাদক্বা ইত্যাদির নেকি অন্য কোন ব্যক্তিকে প্রদান করতে পারে।*

আল্লামা হাসান শারানবুলালী আলাইহির রাহমার মত

হাযরাত আল্লামা হাসান শারানবুলালী রাহমাতুল্লাহে আলাইহ "সারাফিল ফালাহ" পৃষ্ঠা নং ৩৬৩ এ ইরশাদ করেন।

فَلِلْاِنْسَانِ اَنْ يَجْعَلَ ثَوَابَ عَمَلِهٖ لِغَيْرِهٖ عِنْدَ اَهْلِ السُّنَّةِ
وَالْجَمَاعَةِ صَلٰوةً كَانَ اَوْصَوْمًا اَوْ حَجًّا اَوْ صَدَقَةً
اَوْقِرَأَةً لِلْقُرْاٰنِ اَوِالْاَذْكَارِ اَوْ غَيْرَ ذٰلِكَ مِنْ اَنْوَاعِ الْبِرِّ
وَيَصِلُ ذٰلِكَ اِلَى الْمَيِّتِ وَ يَنْفَعُهٗ

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

অর্থাৎ:- *মানুষ নিজের নেক আমল এর নেকি আহলে সুন্নাত ওয়া জামাতের মতে অন্য ব্যক্তিকে পৌছাতে পারে। নেক আমল তথা নামাজ, রোজা, হজ্জ, সাদক্বা ও কোর-আন পাঠ ইত্যাদির নেকি। আর ঐ সমস্ত আমলের নেকি মৃত ব্যক্তির কাছে পৌছায় ও মৃত ব্যক্তির জন্য লাভ জনক।*

ইমাম শাহ্ আব্দুল হাক্ মোহাদ্দিস দেহেলবী আলাইহির রাহমার মত

হায্রাত আল্লামা শাইখ আব্দুল হক্ব মোহাদ্দিসে দেহেলবী রাদ্বীআল্লাহু আনহু "আশ্আতুল লামআত্" প্রথম খন্ড পৃষ্ঠা নং-৭১৭-এ ইরশাদ করেন।

ومستحب است کہ تصدق کردہ شود از میت بعد از رفتن او را عالم تا ہفت روز و تصدق از میت نفع میکند او را بے خلف میاں اہل علم وارد شدہ است دراں احادیث صحیحہ خصوصا

অর্থাৎ:- *এই পৃথিবী থেকে বিদায়ের পর সাতদিন পর্যন্ত মৃত ব্যক্তির জন্য সাদক্বা করা মুস্তাহাব কর্ম। আর উলামাদের মধ্যে এ বিষয়ের উপর কার মতভেদ নেই যে, মৃত ব্যক্তির জন্য সাদক্বা লাভ জনক । আর এ বিষয়ে বহু সহিহ হাদীস বর্ণিত রয়েছে।*

ইমাম শাইখ মোহাম্মাদ দামাশ্কী আলাইহির রাহ্মার মত

হায্রাত আল্লামা শাইখ মোহাম্মাদ দামাস্কী আলাইহির রাহ্মা "রাহ্মাতুল উম্মা' প্রথম খন্ড পৃষ্ঠা নং -১০২ এ ইরশাদ করেন।

اَجْمَعُوْا عَلٰى اَنَّ الْاِسْتِغْفَارَ وَالدُّعَاءَ وَالصَّدَقَةَ وَالْحَجَّ وَالْعِتْقَ تَنْفَعُ الْمَيِّتَ وَيَصِلُ اِلَيْهِ ثَوَابُهٗ

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

অর্থাৎ:- *সমস্ত উম্মাতে মুসলেমার এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত রয়েছে যে, নিশ্চয় ইস্তেগ্ফার, দো'আ, সাদক্বা, হজ্জ এবং গোলাম আজাদ করা মৃত ব্যক্তির জন্য লাভ জনক। আর উক্ত সমস্ত কর্মের নেকি মৃত ব্যক্তির কাছে পৌছে থাকে।*

ইমাম তিরমীযি আলাইহির রাহ্মার মত

হায্রাত আল্লামা মোহাদ্দিস ও মোহাক্কিক আবু মুসা মোহাম্মাদ ইবনে ঈসা তিরমিযী আলাইহির রাহ্মা "তিরমিযী শারীফ" প্রথম খন্ড কিতাবুল জানাইয-এ অধ্যায় বেধেছেন।

كَيْفَ الصَّلٰوةُ عَلَى الْمَيِّتِ وَالشَّفَاعَةُ لَهٗ

অর্থাৎ:- *মৃত ব্যক্তির উপর নামাজে জানাযা পড়ার এবং তার জন্য সুপারিশ করার বিবরণ।*

উক্ত অধ্যায় তিনি সে সমস্ত হাদীস শারীফ গুলি বর্ণনা করেছেন যা দ্বারা প্রমানিত হয় যে, মৃত ব্যক্তির জন্য জীবিত ব্যক্তির ইস্তেগফার এবং সুপারিশ গ্রহণ যোগ্য। সুতরাং ইমাম তিরমিযী আলাইহির রাহমার নিকটও কোনো ব্যক্তির ইন্তেকালের পরে তার গুনাহ জীবিত ব্যক্তির সুপারিশ ও ইস্তেগ্ফার দ্বারা মাফ হয়ে যায়।

ইমাম বোখারী আলাইহির রাহমার মত

আমিরুল মোমেনীন ফিল হাদীস ও উসতাদুল হুফ্ফাজ হাযরাত আল্লামা শাইখ মাওলানা মোহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল বোখারী রাদ্বীআল্লাহু আনহুর নিকটও ঈসালে সাওয়াব (মৃত ব্যক্তির নিকট নেকি পৌছনো) বৈধ ও মুস্তাহাব কর্ম। কারণ তিনি বোখারী শারীফ প্রথম খন্ড পৃষ্ঠা নং-১৭৭-এ

بَابُ الصَّلٰوةِ عَلَى الْجَنَائِزِ بِالْمُصَلّٰى وَالْمَسْجِدِ অধ্যায়

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

সেই হাদীস শারীফের বর্ণনা করেছেন, যে হাদীস শারীফে নাবী মুস্তাফা আলাইহিস সালাম নাজ্জাশী বাদশার ইন্তেকালের পর সাহাবা কেরামদের সম্বোধন করে ইরশাদ করেন।

اِسْتَغْفِرُ وَالِاَ خِيْكُمْ

অর্থাৎ:- তোমরা নিজের মমিন ভাই (নাজ্জাশীর) জন্য দো'আয়ে মাগ্‌ফেরাত কর।

আর বোখারী শারীফ প্রথম খন্ড পৃষ্ঠা নং - ১৮৬-এ

অধ্যায় بَابُ مَوتِ الفُجَاءَةِ

তিনি সেই হাদীস শারীফকে বর্ণনা করেছেন, যে হাদীসে নাবী পাক আলাইহিস সালাম কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে। ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমার মাতা হঠাৎ ইন্তেকাল করেছেন, আমি কি তার জন্য সাদক্বা করতে পারি বা সাদক্বা তার জন্য লাভ জনক হবে? উত্তরে নাবী মুস্তাফা আলাইহিস সালাম বললেন, হ্যাঁ।

উক্ত হাদীস গুলির বর্ণনা করা থেকে এটা নিশ্চয় প্রমানিত হয় যে, ইমাম বোখারী আলাইহির রাহ্‌মার নিকট ঈসালে সাওয়াব বৈধ। নচেত তিনি এ ধরনের হাদীস শারীফ গুলি কখনও বর্ণনা ও লিপিবদ্ধ করতেন না। কারণ তিনি একজন বিখ্যাত মুজ্‌তাহিদ্ আর তিনি বোখারী শারীফ গ্রন্থকে নিজের ইজ্‌তেহাদ অনুসারে সাজিয়েছেন।

হাযরাত ইমাম নিসাঈ আলাইহির রাহমার মত

হাযরাত আল্লামা হাফিজ আবু আব্দুর রাহমান আহমাদ ইবনে শোয়াইব বিন আলী নিসাই রাদ্বীআল্লাহু আনহুর নিকটও ঈসালে সাওয়াব তথা মৃত ব্যক্তির মাগ্‌ফেরাতের জন্য দো'আ, সাদক্বা, ইস্তেগ্‌ফার ও হাজ্জ ইত্যাদি কর্মগুলি বৈধ ও মৃত ব্যক্তির জন্য লাভ জনক। কারণ তিনি "নিসাই শারীফ" প্রথম খন্ড কিতাবুল যানাইয পৃষ্ঠা নং-২১২- "অধ্যায়

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

মৃত ব্যক্তির জন্য দো'আ" এবং নিসাই শারীফ প্রথম খন্ড কিতাবুল যানাইয পৃষ্ঠা নং-২২২-এ

اَلْاَمْرُ بِالْاِسْتِغْفَارِ لِلْمُؤْمِنِيْنَ অধ্যায় মৃত ব্যক্তির ইস্তেগ্‌ফার ও ক্ষমা প্রার্থনা এবং উক্ত অধ্যায় নাবী পাক আলাইহিস সালাম-এর মদিনার কবরস্থানে (জান্নাতুল বাকী) গিয়ে কবরবাসীদের জন্য মাগফেরাতের দো'আ এবং নিসাই শারীফ দ্বিতীয় খন্ড কিতাবুল হাজ্জ পৃষ্ঠা নং-২-এ اَلْحَجُّ عَنِ الْمَيِّتِ الَّذِى نَذَرَ اَنْ يَحُجَّ এবং

اَلْحَجُّ عَنِ الْمَيِّتِ الَّذِى لَمْ يَحُجَّ

অধ্যায় মৃত ব্যক্তির জন্য হাজ্জ করার উপর নাবী পাক আলাইহিস সালামের হাদীস দ্বারা দলিল স্থাপন করে প্রমান করে দিয়েছেন যে, মৃত ব্যক্তির জন্য দো'আ, ইস্তেগ্‌ফার, হাজ্জ ইত্যাদি কাজ মুস্তহাব এবং উক্ত সমস্ত কর্মের নেকি মৃত ব্যক্তির কাছে পৌছানো হয়।

ঈসালে সাওয়াব ফাতওয়া আলামাগীরি থেকে প্রমানিত

বাদশা আলমগীরের যুগে কমবেশী পাঁচশত বিখ্যাত বিশেষজ্ঞ মুফতিয়ানে কেরাম গনের দ্বারা রচিত 'ফাতওয়ায়ে আলামগীরি' চতুর্থ খন্ড পৃষ্ঠা নং-১০৯ এ লিপিবদ্ধ রয়েছে।

يَسْتَحِبُّ عِنْدَ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ قِرَأَةُ سُوْرَةِ الْاِخْلَاصِ سَبْعَ مَرَّاتٍ فَاِنَّهُ بَلَغَنِى اَنَّ مَنْ قَرَأَهَا سَبْعَ مَرَّاتٍ اِنْ كَانَ غَيْرَ مَغْفُوْرٍ لَهُ يُغْفَرُ لَهُ وَ اِنْ كَانَ مَغْفُوْرًا لَهُ غُفِرَ لِهَذَا الْقَارِئِ وَوُهِبَ ثَوَابُهُ لِلْمَيِّتِ

অর্থাৎ:- কবর যিয়ারতের সময় সাতবার সূরা 'ইখ্‌লাস'

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

পাঠ করা মুস্তহাব কর্ম। কারন, আমার কাছে শরিয়াতের দলীল রয়েছে যে, যার জন্য সাতবার সূরা ইখ্লাস তেলাওয়াত করা হয়েছে তার গুনাহ যদি আগে মাফ না করা হয়, তাহলে তাকে মাফ করে দেওয়া হবে। আর যদি মাফ করে দেওয়া হয়, তাহলে পাঠকের গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে। আর তেলাওয়াতের নেকি মাইয়েতকে প্রদান করা হবে।

বিখ্যাত ফাকীহ্ আল্লামা শামী আলাইহির রাহ্মার মত

বিশ্ব বিখ্যাত ফাকীহ্ হায্রাত আল্লামা শামী আলাইহির রাহ্মা "রাদ্দুল মুহ্তার" দ্বিতীয় খন্ড পৃষ্ঠা নং-২৪৩ এ ইর্শাদ করেন।

اَفْضَلُ لِمَنْ يَتَصَدَّقَ نَفْلاً اَنْ يَنْوِىَ جَمِيْعَ الْمُومِنِيْنَ وَالْمُوْمِنَاتِ لِاَنَّهَا تَصِلُ اِلَيْهِمْ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ اَجْرِهٖ شَيْئًا

অর্থাৎ:- সাদক্বা কারীর জন্য সব থেকে উত্তম পদ্ধতি হল, নফল সাদক্বার সময় সমস্ত মুমেনীন ও মমেনাত এর জন্য নিয়ত করা। কারণ এ সমস্ত কর্মের নেকি তাদের কাছে পৌছায়, আর সাদক্বাকারীর নেকি থেকে কোন প্রকার নেকি কমানো হয় না।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

হেদায়া আওয়ালাইন হতে প্রমান

ফিকাহে হানফীর বিখ্যাত ও বিশস্ত্য গ্রন্থ "হেদায়া আওয়ালাইন" পৃষ্ঠা নং -২৭৬ -এ লিখিত রয়েছে।

اِنَّ الْاِنسَانَ لَهُ اَن يَجْعَلَ ثَوَابَ عَمَلِهٖ لِغَيْرِهٖ صَلَاةً اَوْ صَومًا اَوْ صَدَقَةً اَوْ غَيْرَهَا عِنْدَ اَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ

অর্থাৎ:- নিশ্চয়, মানুষ নিজের নামাজ , রোজা, হাজ্জ ও সাদক্বা ইত্যাদি নেক আমলের সাওয়াব অন্য ব্যক্তিকে আহ্লে সুন্নাত ওয়া জামাতের মতে প্রদান করতে পারে।

اِنَّ الْاِنسَانَ لَهُ اَن يَجْعَلَ ثَوَابَ عَمَلِهٖ لِغَيْرِهٖ صَلَاةً اَوْ صَومًا اَوْ صَدَقَةً اَوْ غَيْرَهَا عِنْدَ اَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ

*আল্লামা শামী আলাইহির রাহ্মা "রাদ্দুল মুহ্তার" দ্বিতীয় খন্ড পৃষ্ঠা নং-২৪৩ -এ আরও লিখেছেন।

وَفِى الْبَحْرِ مَنْ صَامَ اَوْصَلّٰى اَوْتَصَدَّقَ وجَعَلَ ثَوَابَهٗ لِغَيْرِ مِنَ الْاَمْوَاتِ وَالْاَحْيَاءِ جَازَ وَيَصِلُ ثَوَابُهَا اِلَيْهِم عِنْدَ اَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ كَذَافِى الْبَدَائِعِ

অর্থাৎ:- আর বাহরুর রাইক এর মধ্যে লিপিবদ্ধ রয়েছে যে, যদি কোন ব্যক্তি রোজা রাখে, নামাজ পড়ে বা সাদক্বা করে আর তার সওয়াব কোন জীবিত বা মৃত ব্যক্তিকে প্রদান করে তাহলে, সেটা শরিয়তে বৈধ রয়েছে এবং আহলে সুন্নাত ওয়া জামাতের মতে

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

তাদের কাছে উক্ত সমস্ত কর্মের নেকি পৌছে যায়। যেমন, বাদায়ে সানায়ে গ্রন্থের মধ্যেও লিপিবদ্ধ রয়েছে।

তাফসীরে খাযিন ও তাফসীরে বাগবী হতে উদ্ধৃতি

তাফসীরে খাযিন ষষ্টম খন্ড পৃষ্ঠা নং ২২৩ এ মোফাস্সিরে আযাম হাযরাত আল্লামা ইমাম আলাউদ্দিন আলী বিন মোহাম্মাদ বিন ইব্রাহিম বাগদাদী রাদ্বীআল্লাহু আনহু লিখেছেন,

اِنَّ الصَّدَقَةَ عَنِ الْمَيِّتِ تَنْفَعُ الْمَيِّتَ وَيَصِلُهُ ثَوَابُهَا وَهُوَ اِجْمَاعُ الْعُلَمَاءِ وَكَذَالِكَ اَجْمَعُوْا عَلَى وُصُوْلِ الدُّعَاءِ وَقَضَاءِ الدَّيْنِ لِلنُّصُوْصِ الْوَارِدَةِ فِى ذٰلِكَ وَيَصِحُّ الْحَجُّ عَنِ الْمَيِّتِ حَجَّةَ الْاِسْلَامِ وَكَذَا لَوْوَصَّى بِحَجِّ تَطَوُّعٍ عَلَى الْاَصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِى

অর্থাৎ:- নিশ্চয় জীবিত ব্যক্তির সাদক্বা করা মৃত ব্যক্তির জন্য লাভজনক। আর সাদক্বার সওয়াব মৃত ব্যক্তির কাছে পৌছে যায়। উক্ত আক্বীদার উপর উলামায়ে কেরাম গনের ইজ্‌মা তথা সর্ব সম্মত সিদ্ধান্ত রয়েছে। সেমতই দো'আ ও মাইয়েতের পক্ষ থেকে ঋণ শোধের নেকি মাইয়েতের কাছে পৌছে যায় এটার উপরও উলামাগন একমত। কারণ উক্ত বিষয়ের বৈধতার উপর বহু হাদীস শারীফ বর্ণিত রয়েছে। আর মাইয়েতের পক্ষ্য হতে ফরয হজ্জ আর যদি অসিয়ত করে যায়, তাহলে নফল হজ্জ করাও বৈধ ও লাভ জনক ইমাম শাফেয়ী রাদ্বীআল্লাহু আনহুর মতে।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

ব্যাখ্যা:-শ্রদ্বিয় মুসলিম সমাজ! উপরের আলোচনা থেকে নিশ্চয় আপনারা জ্ঞাত হয়েছেন যে, ঈসালে সাওয়াব তথা, মাইয়েতের জন্য দো'আ, সাদক্বা, একত্রিত হয়ে কোর-আন পাঠ , ও পানাহাররের ব্যবস্থা, হজ্জ, রোজা, কুরবানী ইত্যাদি নেক আমলের সওয়াব মৃত ব্যক্তিকে প্রদান করা বিগত সমস্ত মোহাদ্দেসীন, মোহাক্কেক্কীন, মোফাস্‌সেরীন, মুজতাহেদীন এবং সালফে সালেহীন এর নিকট বৈধ ও লাভ জনক। বিশেষ করে ইমাম আবু হানিফা, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালিক, ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল রাদ্বীআল্লাহু আনহুম এবং ইমাম বোখারী, ইমাম তিরমিযী, ইমাম নিসাই ও ইমাম মুসলিম রাদ্বীআল্লাহু আনহুম-এর নিকটও ঈসালে সাওয়াব বৈধ, প্রমানিত ও মৃত ব্যক্তির জন্য লাভ জনক । যে ইমামদেরকে সবাই মানে ও জানে। সুতরাং যে ব্যক্তিরা ঈসালে সাওয়াবকে অস্বীকার করে আর বিদ্‌আত ও হারাম বলে, তারা যেমন কোর-আন শারীফ ও হাদীসে নাবাবী কে অমান্য করে সেমতই বিগত উলামা কেরামদের কেও কুপথের পথিক বলে স্বীকার করে। অথচ আমরা কোর-আন ও হাদীসকে তাদের দ্বারাই পেয়েছি। তাদের মত ও পথকে অবলম্বন করাই হল মুসলমানদের সুপথে নিজের জীবনকে অতিবাহিত করা। আল্লাহ তাবারক ও তা'আলা আমাদের সকলকে কোর-আন ও হাদীসের সাথে সাথে সালেহিনের মত ও পথ অবলম্বন করার শক্তি প্রদান করুন। আমীন বে জাহে সাইয়েদিল মুরসালীন আলাইহিস্ব স্বালাত ওয়াস সালাম।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

দাফনের পর দো'আ ও ইস্তেগ্‌ফারের প্রমান।

আহ্‌লে সান্নাত ওয়াল জামাতের অধিকাংশ মান্যকারী ব্যক্তিগন মাইয়েতের দাফনের পর পুনরায় তার জন্য দো'আ ও ইস্তেগ্‌ফার করেন যা আমাদের দিকেও প্রচলিত । কিন্তু আজ কাল কিছু ভ্রান্ত পন্থা অবলম্বনকারী ব্যক্তিদের ধারণা ও কথা হল দাফনের পর পুনরায় মাইয়েতের জন্য দো'আ ও ইস্তেগ্‌ফার ইত্যাদির শরিয়াতে কোন প্রমান নাই। সুতরায় এটা বিদ্‌আত কর্ম। আবার কার ধারণা হল, নামাযে জানাযায়ে তো দো'আ হয়ে গেছে তাহলে দাফনের পর পুনরায় মাইয়েতের জন্য দো'আ ও ইস্তেগফার করে লাভ কি? আসুন নাবী পাক আলাইহিস সালামের পবিত্র হাদীস মোবারক দ্বারা উক্ত বিষয়ে কিছু আলোচনা করি। যাহাতে আপনারা কোথাও ধোকা না খান।

মিশকাত শারীফ প্রথম খন্ড পৃষ্ঠা নং-২৬ এ এবং আবু দাউদ শারীফ দ্বিতীয় খন্ড পৃষ্ঠা নং-১০৩ এ

باب الاستغفار عند القبر للميت فى وقت النصراف

আধ্যায় বর্ণিত রয়েছে।

باب الاستغفار عند القبر للميت فى وقت الانصراف

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَافَرَغَ مِنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ اسْتَغْفِرُ وَالِاَخِيْكُمْ وَاسْأَلُوا لَهُ بِالتَّثْبِيْتِ فَاِنَّهُ الْآنَ يُسْئَلُ

অর্থাৎ:- হাযরাত উসমান ইবনে আফফান রাদ্বীআল্লাহু আনহু

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

কর্তৃক বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী পাক আলাইহিস সালাম মাইয়েতের দাফনের পর তার কবরের পাশে দাঁড়িয়ে যেতেন এবং সাহাবা কেরামদের উদ্দেশ্য করে বলতেন, তোমরা তোমাদের ভাইয়ের জন্য ইস্তেগফার কর এবং আল্লাহর কাছে তার জন্য ঈমানের দৃঢ়তার প্রার্থনা কর। কারণ তাকে এখন প্রশ্ন করা হবে।

*উক্ত হাদীস শারীফ থেকে দিবালোকের ন্যায় প্রমান হয় যে, দাফনের পর মাইয়েতের জন্য দো'আ ও ইস্তেগ্‌ফার করা নাবী পাক আলাইহিস স্বালাত ওয়াস সালাম এবং সমস্ত সাহাবায়ে কেরামের সুন্নাত যা কখনও অযথা বা বেকার হতে পারে না। বরং নিশ্চয় মাইয়েতের জন্য লাভ জনক।

দাফনের পর দোআয় হাত তোলার প্রমান

*প্রিয় পাঠক বৃন্দ! কিছু মানুষের ধারণা যে, কবরের সামনে হাত তুলে প্রার্থনা করা সঠিক নয়। সুতরাং দাফনের পর সেই দো'আয় যা নাবী পাক আলাইহিস সালাম আদেশ দিয়েছেন, হাত উত্তোলন করা ঠিক নয় বা বিদ্‌আত । আসুন আমরা এই বিষয়েও হাদীস শারীফ দ্বারা কিছু আলোচনা করি।

*মুসলিম শারীফ প্রথম খন্ড পৃষ্ঠা নং- ৩১৩ এ "কবর যিয়ারত অধ্যায়", এর আমি একটি হাদীস দ্বারা পূর্বেই প্রমান করেছি যে, নাবী পাক আলাইহিস সালাম নিজেই জান্নাতুল বাকীতে কবর যিয়ারতের সময় কবরের সামনে নিজ হস্ত মোবারক উত্তোলন করে দো'আ প্রার্থনা করেছেন। সুতরাং কবরের সামনে হাত উত্তোলন করে প্রার্থনা করাকে নাজায়েয , হারাম বা বিদ্‌আত ও শিরক বলা মূর্খামী

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

ছাড়া আর কিছু নয়।

*আসলে প্রথমে আমাদের দেখতে হবে যে, দোআ ও প্রার্থনা করার পদ্ধতি নাবী পাক আলাইহিস সালাম আমাদেরকে কি দিয়ে গেছেন। হাত উত্তোলন করে না নিচু করে? তো সেহাহে সিত্তা ও সেহাহে সিত্তা ব্যতিত অন্যান্য হাদীস গ্রন্থ গুলির অসংখ্য হাদীস দ্বারা এটা প্রমানিত যে, নাবী পাক আলাইহিস সালাম দো'আ এর সর্বত্তোম পদ্ধতি যা আমাদের প্রদান করেছেন সেটা হল হাত উত্তোলন করে দো'আ প্রার্থনা করা। সুতরাং সমস্ত রকম দো'আ প্রার্থনায় হাত উত্তোলন করা উত্তম এবং নাবী পাক আলাইহিস সালামের সুন্নাত যতক্ষন না কোন বিশেষ দো'আয় হাত উত্তোলন করা শরিয়াতের দিক থেকে বারন হয়। কারণ পদ্ধতির অর্থই হল, যা সব জায়গায় ব্যবহার করা যায়। উক্ত প্রসঙ্গে বিস্তরিত আলোচনা আমি আমার পুস্তক "ফরজ নামায বাদ দো'আ ও হাত তুলে প্রার্থনার প্রমান" এ করেছি। এখানে আমি আপনাদের অবগতির জন্য কিছু আলোচনা তুলে ধরছি।

ইবনে মাজা শারীফ পৃষ্ঠা নং-২৭৫
باب رفع اليدين فى الدعاء অধ্যায় বর্ণিত আছে।

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِذَا دَعَوْتَ اللّٰهَ فَادْعُ بِبُطُوْنِ كَفَّيْكَ وَلَاتَدْعُ بِظُهُوْرِهَا فَاِذَا فَرَغْتَ فَامْسَحْ بِهِمَا وَجْهَكَ

অর্থাৎ:- হাযরাত অব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বীআল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত। নাবী পাক আলাইহিস সালাম ইরশাদ করেন, যখন তুমি আল্লাহর কাছে দো'আ করবে, নিজের দুই হাতের ভিতরের

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

দিক দিয়ে দো'আ করবে। উল্টা হাতে দো'আ করবে না। অত:পর যখন দো'আ শেষ করবে নিজের দুই হাতকে মুখমন্ডলে বুলিয়ে নেবে,

*আর মিশ্কাত শারীফ প্রথম খন্ড পৃষ্ঠা নং-১৯৫ كتاب الدعوات এ এবং অবু দাউদ শারীফ প্রথম খন্ড পৃষ্ঠা নং-২১৬ باب الدعاء এ লিপিবদ্ধ রয়েছে।

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰه عَنْهُ قَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سَلُوا اللّٰه بِبُطُونِ اَكُفِّكُمْ وَلَاتَسْأَلُوهُ بِظُهُوْرِ هَافَاِذَا فَرَغْتُمْ فَامْسَحُوا بِهَا وُجُوهَكُمْ

অর্থাৎ:- হাযরাত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদ্বীআল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত। নাবী পাক আলাইহিস সালাম বলেন, তোমরা আল্লাহর কাছে নিজের হাতের তালুর দিক দিয়ে দো'আ প্রার্থনা কর। আর হাতের পিঠ দ্বারা (উল্টা হাতে) দো'আ প্রার্থনা কর না। যখন প্রার্থনা শেষ হবে তোমাদের, তখন দুই হাতের তালু নিজ মুখমন্ডলে ফিরিয়ে নাও।

*আর আবু দাউদ শারীফ প্রথম খন্ড পৃষ্ঠা নং -২১৬ অধ্যায় লিপিবদ্ধ রয়েছে।
باب الدعاء

عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ اَبِيهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا دَعَا فَرَفَعَ يَدَيْهِ مَسَحَ وَجْهَهُ بِيَدَيْهِ

www.YaNabi.in

অর্থাৎ:- হাযরাত সাঈব ইবনে ইয়াযিদ নিজ পিতা হতে বর্ণনা করেছেন, (রাদ্বীআল্লাহু আনহু) নাবী পাক আলাইহিস সালাম যখন দো'আ করতেন, নিজের দুই হাত মোবারককে উত্তোলন করতেন।(দো'আর শেষে) দুই হাত কে মুখমন্ডলে ফিরিয়ে নিতেন।

*আর আবু দাউদ শারীফ প্রথম খন্ড পৃষ্ঠা নং-২১৬ বর্ণিত আছে।

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَلْمَسْأَلَةُ اَنْ ترفَعُ يَدَيْكَ
حَذْوَمَنْكَبَيْكَ

অর্থাৎ:- হাযরাত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদ্বীআল্লাহু আনহু বলেন, দো'আর পদ্ধতিই হল, দুই হাতকে কাধ পর্যন্ত উত্তোলন করে দো'আ করা।

*সংকলিত হাদীস শারীফ দ্বারা পরিস্কার ভাবে প্রমান হয় যে, দো'আ ও প্রার্থনার পদ্ধতিই হল হাত উত্তোলন করা। সেখানে নির্দিষ্ট কোন দো'আকে নির্ধারিত করা হয় নি, না নামাজের পরের প্রার্থনা, না দাফনের পরের প্রার্থনাকে । বরং স্বাধীন ভাবে বলা হয়েছে যখনই তোমরা দো'আ প্রার্থনা করবে নিজের দুই হাতকে উত্তোলন করবে। অতএব এই পদ্ধতি সমস্ত দো'আয় ব্যবহৃত হবে। কারণ যদি হাত উত্তোলন করাকে বিশেষ কিছু দোয়ার সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়, তাহলে না তো হাত উত্তোলন করা দো'আ প্রার্থনার পদ্ধতি হিসাবে মান্য করা সঠিক হবে আর না সংকলিত হাদীস শারীফ গুলির কোন অর্থ দাড়াবে। বরং নাবী পাক আলাইহিস সালামের উপর মিথ্যা অপবাদ করা প্রমানিত হবে। যা আজকাল যদিও কিছু ফেরকার

পক্ষে সম্ভব। কিন্তু নাবী পাক আলাইহিস সালাম দ্বারা জান্নাতী ফিরকা উপাধী প্রাপ্ত আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের পক্ষে কখনও সম্ভব নয় । কারণ নাবী পাক আলাইহিস সালাম ইরশাদ করেন।

مَن كَذِبَ عَلَىَّ مُتعَمِّدً فَلْيَتَبَوَّأ مَقْعَدَهٗ مِنَ النَّارِ

﴿بخارى،مسلم، ترمذى،مشكوة﴾

অর্থাৎ:- যে ব্যক্তি আমার প্রতি মিথ্যা আরপ করবে, সে যেন নিজের ঠিকানা জাহান্নামে বানিয়ে নেয়।

*হ্যাঁ; শরিয়তের তরফ হতে কোন বিশেষ দোয়ায় যদি হাত উত্তোলন করা বারন হয়, তাহলে সেখানে হাত উত্তোলন করা চলবে না। যেমন মুসান্নাফ ইবনে আবি সাইবা এবং তিবরানী মোজামে সাগীরে নামাজে সালাম ফিরানোর পূর্বে দো'আয় হাত উত্তোলন করা নিষেধ রয়েছে। অতএব সেখানে হাত উত্তোলন করা চলবে না। উপরের আলোচনা থেকে আপনারা নিশ্চয় অবগত হয়েছেন যে, দাফনের পরে সেই দো'আ ও প্রার্থনায় যা নাবী পাক আলাইহিস সালাম আদেশ দিয়েছেন, হাত উত্তোলন করা হাদীস শারীফ থেকেই প্রমানিত। কারণ এখানে হাত উত্তোলন করা কোন হাদীস শারীফ থেকে নিষিদ্ধ বা বারন নেই। যদি পার প্রমান কর, কখনও সম্ভব হবে না। কারণ নাবী পাক আলাইহিস স্বলাত ওয়াস সালাম নিজেই দাফনের পরের দোআয় হাত মোবারক উত্তোলন করেছেন।

যেমন, বোখারী শারীফ-এর সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা ও শারাহ্ হাযরাত আল্লামা হাফিয ইবনে হাজর আসকালানী আলাইহির রাহ্মা

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

কর্তৃক রচিত "ফাত্হুল বারী শারহুল বোখারী" জিল্দ নং-১১ পৃষ্ঠা নং-১২১-এ হাদীস বর্ণিত রয়েছে ।

عَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِى قَبْرِ نَجَارِيْنَ وَفِيْهِ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ دَفْنِهِ اِسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ رَافِعًا يَدَيْهِ،، اَخْرَجَهُ صَحِيْحُ ابْنُ خُزَيْمَةَ

অর্থাৎ:- হাযরাত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ রাদ্বীআল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত । তিনি বলেন, আমি নাবী পাক আলাইহিস সালাম কে নাজারীনের কবরে নামতে দেখেছি। যখন তিনি দাফন কর্ম শেষ করলেন, তখন কেবলামুখী হয়ে হাত তুলে দো'আ করলেন।

প্রিয় পাঠক বৃন্দ! উক্ত হাদীস শারীফ থেকে যেখানে এটা প্রমানিত হয় যে, মানুষকে দাফন করার পর তার মাগফেরাতের জন্য দো'আ করা ও ঈমানের অটলতার জন্য আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করা প্রিয় নাবী পাক আলাইহিস স্বালাত ওয়াস সালামের সুন্নাত সেখানে এটাও সাক্ষ্য পাওয়া যায় যে, দাফনের পর দো'আয় হাত উত্তোলন করা স্বয়ং নাবী মুস্তাফা আলাইহিস সালামের সুন্নাত । সুতরাং সেখানে হাত উত্তোলন করাকে বিদ্আত বলা হয়তো তাদের হাদীস না জানার কারনে হয়েছে। নচেত জেনে শুনে নাবী মুস্তাফা আলাইহিস সালামের পবিত্র হাদীসকে অমান্য করার কারনে হয়েছে যা জাহান্নামে যাওয়ার একমাত্র পথ।

আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সকলকে ঐ সব ঈমান লুণ্ঠনকারী ব্যক্তিদের

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

ঈসালে সাওয়াবের অকাট্য প্রমাণ

হাত থেকে রক্ষা করুক। আমীন বে-জাহে সাইয়েদিল মুরসালীন আলাইহিস স্বালাত ওয়াস সালাম।

রেজবী অ্যাকাডেমী

আমাদের এখানে সমস্ত প্রকার ইসলামী বই পুস্তক যেমন; কোরান শরীফ, হাদীস শরীফ, তাফসীর এবং আহলে সুন্নাত অল জামাতের সমস্ত বই পুস্তক বিশেষ করে আলা হজরত ইমামে আহলে সুন্নাত ও ওলামায়ে আহলে সুন্নাতের সমস্ত বই পুস্তকাদী বাংলা, আরবী, উর্দু, ফাসী, ইংরেজী ভাষায় এবং সমস্ত প্রকার ইসলামী স্টিকার, পোষ্টার, টুপী, তোসবী, আতর, সুরমা, জায়েনামাজ, উড়না, বোরকা, ঈদ মিলাদুন্নাবীর ফেষ্টুন, ব্যানার, ব্যাচ, দার্শেনিজামিয়ার সমস্ত কিতাব ইত্যাদি কোলকাতার থেকে কম দামে পাইকারী ও খুচরো মুল্যে বিক্রয় করা হয়।

স্থানঃ– সাগরদিঘী রোড, (ফুলতলা খাজা মার্কেট) ডঃ আবু তাহেরের চেম্বারের উপরে রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

মোবাইলঃ 9734373658

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

ঈসালে সাওয়াব সম্পর্কিত প্রশ্ন উত্তর
কুর-আন শরীফ হতে ঈসালে সাওয়াবের বিরোধী আয়াত-এর ব্যাখ্যা

(১) প্রশ্ন:- আল্লাহ্ তাবারাক ওয়া তায়ালা সূরা 'নাজম' আয়াত নং-৩৯ এ বলেছেন। وَاَنْ لَّيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَاسَعٰى

অনুবাদ! এবং এ যে, মানুষ পাবে না, কিন্তু আপন প্রচেষ্টা।

*উক্ত আয়াত দ্বারা পরিস্কার ভাবে প্রমানিত হয় যে, মানুষ শুধু নিজের কর্মরই ফল পাবে, অন্যের না। সুতরাং মানুষের ইন্তেকালের পর তার পক্ষ হতে সাদক্বা, কোর-আন তেলাওয়াত, দো'আ ইত্যাদি করলে তার নেকি মৃত ব্যক্তি কি করে পেতে পারে?

উত্তর:- উল্লেখিত প্রশ্নের কয়েকটি উত্তর রয়েছে।

১। "তাফসীরে খাযিন" খন্ড নং-৬ পৃষ্ঠা নং-২২৩, "তাফসীরে মোওআলীমুত তানযীল" এবং খাতামূল মোহাদ্দেসীন হাযরাত আল্লামা জালালুদ্দিন সুয়ুতী অলাইহির রাহমা কর্তৃক রচিত "শারহুস সুদুর" এ উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় একটি হাদীস লিপিবদ্ধ রয়েছে। তথা

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ هٰذَا مَنْسُوْخُ الْحُكْمِ فِى هٰذَا الشَّرِيْعَةِ بِقَوْلِهٖ تَعَلٰى " اَلْحَقْنَابِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

অর্থাৎ:- মোফাস্সিরে আযম হাযরাত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদ্বীআল্লাহু আনহুমা বলেন, এ বিধান আমাদের শরিয়তের মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলার কালাম (আয়াত) اَلْحَقْنَابِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ الخ দ্বারা 'মানসুখ বা রহিত হয়ে গেছে। আর মানসুখ আয়াত দ্বারা শরিয়াতের কোন বিধান প্রমান করা সঠিক নয়।

২। তাফসীরে খাযিন ও তাফসীরে বাগবীর ঐ পৃষ্ঠায় আরও বলা হয়েছে।

وَقَالَ عِكْرَمَةُ كَانَ ذٰلِكَ لِقَوْمِ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى فَاَمَّا هٰذِهِ الْاُمَّةُ فَلَهُمْ مَاسَعُوْا وَمَاسَعٰى لَهُمْ غَيْرُهُمْ

অর্থাৎ:- হাযরাত ইকরামা রাদ্বীআল্লাহু আনহু বলেন, এ বিধান হযরাত ইব্রাহিম ও হাযরাত মূসা আলাইহিমাস সালাম এর উম্মতের জন্য ছিল,কিন্তু নাবী পাক আলাইহিস সালামের উম্মত নিজের প্রচেষ্টার ফল পাবে এবং সেই কর্মের ফলও পাবে, যা অন্য কেউ তার জন্য করেছে।

৩।"তাফসীরে বাগবী" এর ৬নং খন্ড এর ২২৩ নং পৃষ্ঠায় এবং "শারহুস সুদুর" এ উক্ত প্রশ্নের উত্তর লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

وَقَالَ الرَّبِيْعُ بْنُ اَنَسٍ وَاَنْ لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّامَاسَعٰى يَعْنِى الْكَفِرَ فَاَمَّا الْمُؤمِنُ فَلَهُ مَاسَعٰى وَمَا سَعٰى لَهُ

অর্থাৎ:- হাযরাত রাবীই বিন আনাস রাদ্বীআল্লাহু আনহু বলেন, وان ليس للانسان الاماسعى আয়াতটি কাফিরদের জন্য

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

অবতীর্ণ হয়েছে মুমিনদের জন্য না। কারণ মুমিন ব্যক্তি নিজের কর্মের ফল এবং সেই কর্মের ফলও পাবে যা তার জন্য অন্য কেউ করেছে।

ব্যাখ্যা:- উল্লেখিত গ্রহনযোগ্য তাফসীর গ্রন্থগুলীর বর্ণিত তিনটি ব্যাখ্যা দ্বারা পরিস্কার ভাবে প্রমানিত হয় যে, সূরা 'নাজম' এর উক্ত আয়াতটি ঈসালে সাওয়াবের বিপক্ষে দলিল হতে পারে না। কারণ উক্ত আয়তটি মানসুখ হয়ে গেছে। রাসুলে পাক আলাইহি সালামের উম্মাতে মুসলেমার জন্য না।

প্রচলিত ঈসালে সাওয়াব-এর প্রথা সম্পর্কে প্রশ্ন-উত্তর

(২) প্রশ্ন:- আহলে সুন্নাত ওয়া জামাতের মধ্যে প্রচলিত ঈসালে সাওয়াবের পদ্ধতি ও তারিকা নাবী পাক আলাইহিস সালামের পবিত্র যুগে ছিল না। সুতরাং উক্ত পদ্ধতি ও তারিকার উপর আমল করা বিদ্আত।

উত্তর:- আহ্লে সুন্নাত ওয়া জামাতের মধ্যে প্রচলিত ঈসালে সাওয়াবের পদ্ধতি ও তারিকা যদিও নাবী কারীম আলাইহিস সালামের যুগে ছিল না, তবুও উক্ত প্রথাকে বিদ্আত এ কাবিহা বা গুমরাহী বলা মূর্খামী কাজ।

কারন নাবী পাক আলাইহিস সালাম যে বিদ্আতকে গুমরাহী ও জাহান্নামের পথ বলেছেন তা প্রচলিত ঈসালে সওয়াবের উপর আরোপ হবে না। কারন বিদ্আতে কাবীহা বা জাহান্নামের পথ তাকে বলা হয়, যা নাবী পাক আলাইহিস সালামের যুগে ছিল না এবং তা কোন হাদীস অথবা কোরানের আয়াতের খেলাফ হয়। আর ঈসালে

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

সাওয়াবের প্রচলিত প্রথা যদিও সে সময় ছিল না কিন্তু তা কোর-আন শারীফের কোন আয়াত বা নাবী পাক আলাইহিস সালামের কোন হাদীস শারীফের খেলাফ নয় বরং তার প্রতিটি অঙ্গ প্রমানিত যা আমি "হাদীস শারীফ থেকে ঈসালে সাওয়াবের প্রমান" অধ্যায় প্রমান করে দিয়েছি। সুতরাং এটা গুমরাহী হতে পারে না।

তাছাড়া ইসলামী শারিয়াতে সমস্ত নতুন কর্ম, রীতি নীতি ও প্রথাকে বিদ্আতে কাবিহা বলা ও জাহান্নামের পথ বলে আখ্যায়িত করা নাবী পাক আলাইহিস সালামের হাদীস শারীফকে অমান্য করা হবে। কারণ নাবী পাক আলাইহিস সালাম ইসলামী শারিয়াতে সমস্ত নতুন কাজ ও প্রথাকে গুমরাহী বলেন নি। বরং ভালো নতুন পদ্ধতি ও প্রথা চালু করাকে নেকির কাজ বলেছেন। যেমন :- মিশ্কাত শারীফ প্রথম খন্ড পৃষ্ঠা নং -৩৩ কিতাবুল ইলম-এ লিপিবদ্ধ রয়েছে।

فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ سَنَّ فِى الْاِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهٗ اَجْرُهَا وَاَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهٗ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَنْقُصَ مِنْ اُجُوْرِهِمْ شَىْءٌ وَمَنْ سَنَّ فِى الْاِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُمَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهٖ مِنْ غَيْرِ اَنْ يُنْقَصَ مِنْ اَوْزَارِهِمْ شَىْءٌ رَوَاه مُسْلِمٌ

অর্থাৎ:- নাবী কারীম আলাইহিস সালাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি ইসলামী শারিয়াতে কোন ভালো কাজ, পদ্ধতি ও রীতির প্রচলন

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

করবে সে তার নেকি পাবে এবং তাদেরও নেকি পাবে যারা পরবর্তী কালে সেই প্রথার উপর আমল করবে আর তাদের নেকিতে কোন প্রকার কমি করা হবে না। আর যে ব্যক্তি ইসলামে কোন কুপ্রথা চালু করবে সে গুনাহে পতিত হবে এবং তাদেরও গুনাহের অধিকারী হবে যারা পরবর্তী কালে সেই প্রথা ও রীতির উপর আমল করবে, আর তাদের গুনাহে কোন প্রকার কমি করা হবে না।

*আর মুসলিম শারীফ দ্বিতীয় খন্ড পৃষ্ঠা নং ৩৪১ কিতাবুল ইলম এ বর্ণিত রয়েছে।

فَقَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَنْ سَنَّ فِى الْاِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ اَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَلَا يُنْقَصُ مِنْ اُجُوْرِهِمْ شَىْءٌ وَمَنْ سَنَّ فِى الاِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ اَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَلَا يُنْقَصُ مِنْ اَوْزَارِهِمْ شَىْءٌ

অর্থাৎ:- নাবী পাক আলাইহিস সালাত ওয়াস সালাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি ইসলামে কোন ভালো পদ্ধতি ও রীতির প্রচলন করবে এবং পরবর্তী কালে যদি সে অনুযায়ী আমল করা হয় আমলকারীর পুরস্কারের সম পরিমান পুরস্কার (সাওয়াব) তার জন্য লিপিবদ্ধ করা হবে। এতে তাদের পুরস্কারের কোন রূপ ঘাটতি হবে না। আর যে ব্যক্তি ইসলামে কোন কুরীতি চালু করবে এবং তার পর

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

যদি সে অনুযায়ী আমল করা হয় তবে ঐ মন্দ আমলকারীর মন্দ ফলের সম পরিমান গুনাহ তার জন্য লিপিবদ্ধ করা হবে। এতে তাদের গুনাহ্ কিছু কম হবে না।

সমস্ত বিদআত গুমরাহী নয় ও বিদআতের বিভাগ ও তার হুকুম

ব্যাখ্যা:- সংকলিত দুই হাদীস শারীফ থেকে দিবালোকের ন্যায় প্রমানিত হয় যে, নাবী পাক আলাইহিস সালাম ইসলামে সমস্ত নতুন পদ্ধতিকে বিদ্আতে কাবীহা ও জাহান্নামের পথ বলে গন্য করেন নি। বরং নতুন পদ্ধতিকে দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন, একটি ভালো, অপরটি মন্দ। আর ভালো প্রথা ও পদ্ধতি প্রচলন কারীর সাওয়াবকে উল্লেখ করে তা বেশি বেশি করার নির্দেশ দান করেছেন। অতএব আহলে হাদীসদের মতে যদি সমস্ত নতুন প্রথা ও পদ্ধতিকে বিদ্আতে কাবীহা ও জাহান্নামের পথ বলা হয় তাহলে, নাবী পাক আলাইহিস সালামের হাদীস শারীফ মিথ্যা প্রমানিত হবে যা কখনও সম্ভব নয়। উক্ত আলোচনা থেকে এটাও প্রমানিত হয় যে, নাবী পাক আলাইহিস সালামের হাদীস

(كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ) (প্রতিটি বিদ্আত গুমরাহী) এর মমার্থ এটা নয় যে, সমস্ত নতুন ভালো ও মন্দ কাজ গুমরাহী বা সমস্ত নতুন ভালো ও মন্দ বিদ্আত গুমরাহী। বরং (كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ) এর সঠিক অর্থ হল, সমস্ত মন্দ বিদ্আত গুমরাহী বা সমস্ত নতুন মন্দ কাজ জাহান্নামের পথ। যা দ্বিতীয় খলিফা হাযরাত উমার ফারুক রাদ্বীআল্লাহু আনহু তারাবীহ্ নামাজ একত্রিত ভাবে আদায় করাকে (نعمت البدعة هذه) (এটি একটি সুন্দর বিদ্আত) বলে ব্যাখ্যা

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

করে গেছেন। আর এই ব্যাখ্যাই ভারত বর্ষে হাদীস শারীফের প্রচারক ও প্রসারক হায্‌রাত আল্লামা আব্দুল হাক্ব মোহাদ্দিসে দেহেলবী আলাইহির রাহ্‌মা 'আশআতুল লামআত' এ এবং হায্‌রাত আল্লামা মূল্লা আলী কারী আলাইহির রাহ্‌মাও 'মিরকাত শারহে মিশকাত' এ লিপিবদ্ধ করেছেন 'ইনশা আল্লাহ্‌ এর পুরো পুরি বিশ্লেষন আমি"শিরক ও বিদ্‌আতের আসল রূপ" পুস্তকে লিপিবদ্ধ করব।

প্রিয় পাঠক বৃন্দ! আহলে হাদীসের মতে যদি সমস্ত বিদ্‌আত ও নতুন পদ্ধতি ও রীতিকে গুমরাহী ও জাহান্নামের পথ বলা হয় তাহলে, তারাবীহের নামাজ এক মাস জামাতের সহিত আদায় করা, কোরআন শারীফে জাবার জের, পেশ, ইত্যাদি লিখিত রূপে ব্যবহার করা, নাহু, সারফ, অসূলে হাদীস, অসূলে তাফসীর ইত্যাদি বিষয় গুলিকে লিখিত রূপে অধ্যায়ন করা, মাদ্রাসার জন্য Taxi তে বসে গ্রামে গ্রামে ঘুরে চাঁদা আদায় করা, নাবী পাক আলাইহিস সালামের কিছু হাদীসকে সহি আর কিছু হাদীসকে যয়িফ বলা ইত্যাদি সমস্ত কাজ ও প্রথা গুমরাহী ও জাহান্নামের পথ প্রমানিত হবে। কারণ নাবী পাক আলাইহিস সালামের পবিত্র যুগে এ সমস্ত কাজ, প্রথা ও পদ্ধতি মোটেই ছিল না। পারলে প্রমান দাও।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

বিদআতে হাসানা ও বিদ্‌আতে সাইয়া সম্পর্কে আলোচনা

(৩) এবার প্রশ্ন হল, ভালো বিদ্‌আত ও খারাপ বিদ্‌আত বা ভালো পদ্ধতি ও খারাপ পদ্ধতি-এর মধ্যে পার্থক্য আমরা কি করে করব? তার উত্তর হল, নাজায়িয ও হারাম সংক্রান্ত নতুন কাজ ও পদ্ধতি হল খারাপ বিদ্‌আত। আর জায়িয ও হালাল সংক্রান্ত নতুন কাজ ও পদ্ধতি হল ভালো বিদ্‌আত। অথবা যে সমস্ত নতুন কাজ, রীতি ও পদ্ধতি কোরআনের কোন আয়াত ও নাবী পাক আলাইহিস সালামের কোন হাদীসের খেলাফ নয় বরং তার মূল কোর-আন ও হাদীসে পাওয়া যায়, সে সমস্ত রীতি ও পদ্ধতি ভালো, যা প্রচলন করার সাওয়াব নাবী পাক আলাইহিস সালাম উল্লেখ করেছেন। আর যে সমস্ত নতুন কাজ ও পদ্ধতি কোরআনের কোন আয়াত বা নাবী পাক আলাইহিস সালামের কোন হাদীসের খেলাফ এবং যার মূল কোরআন ও হাদীসে পাওয়া যায় না সে সমস্ত রীতি ও পদ্ধতি খারাপ, যা প্রচলন করার গুনাহ নাবী পাক আলাইহিস সালামের উপরে বর্নিত হাদীস শারীফ এ রয়েছে। আর আহলে সুন্নাত ওয় জামাতের মধ্যে প্রচলিত ঈসালে সাওয়াব-এর পদ্ধতি কোন নাজায়েয ও হারাম কাজ নয়, আর না এই পদ্ধতি কোর-আনের কোন আয়াত বা নাবী পাক আলাইহিস সালামের কোন হাদীস শারীফের খেলাফ। বরং এই পদ্ধতির মূল কোরআন ও হাদীস শারীফে পাওয়া যায়। কারণ এই পদ্ধতির আসল/মূল উদ্দেশ্য হল মৃত ব্যক্তির জন্য সাদক্বা এবং তার ভাই বন্ধু, পাড়া-প্রতিবেশিদের একত্রিত করে তার জন্য দো'আ ও ইস্তেগ্‌ফার করা যা প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায় আমি কোর-আন শারীফের বহু আয়াত ও নাবী পাক আলাইহিস সালামের বহু হাদীস শারীফ দ্বারা প্রমান করেছি। সুতরাং এই পদ্ধতি খারাপ বিদ্‌আত হতে পারে না। বরং এই পদ্ধতি

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

ও রীতি নাবী পাক আলাইহিস সালামের হাদীস

مَنْ سَنَّ فِى الْاِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهٗ اَجْرُهَا وَاَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهٗ مِنْ غَيْرِ اَنْ يُنْقَصَ مِنْ اُجُوْرِهِمْ شَىْءٌ

(যে ব্যক্তি ইসলামে কোন ভালো কাজ বা পদ্ধতির প্রচলন করবে সে নেকি ও সাওয়াব পাবে এবং তাদেরও নেকির অধিকারী করা হবে যারা পরবর্তী কালে সেই পদ্ধতি অনুযায়ী আমল করবে এবং তাদের নেকিতে কোন প্রকার ঘটতি হবে না।) এর বাস্তব নমুনা ও বাস্তব সাক্ষী । আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে নাবী পাক আলাইহিস সালামের হাদীস সমূহকে বোঝার শক্তি প্রদান করুন। আমিন বেজাহে সাইয়েদিল মুরসালিন আলাইহিস স্বালাত ওয়াস সালাম।

ফাতেহার বস্তু সামনে রেখে দো'আ করার প্রমান

(৪) প্রশ্ন:- পানাহারের বস্তুর উপর ফাতেহা ও দো'আ করা কোন হাদীস শারীফে প্রমান রয়েছে কি ? যদি প্রমান না থাকে, তাহলে প্রচলিত ঈসালে সাওয়াবের মাহ্ফিলে সে সব বস্তু সামনে রেখে দো'আ কেন করা হয়?

উত্তর:- নাবী পাক আলাইহিস স্বালাত ওয়াস সালামের একাধিক হাদীস শারীফ থেকে পানাহারের বস্তু সামনে রেখে দো'আ করা প্রমানিত রয়েছে। এই জন্য আহলে সুন্নাত ওয়া জামাত তা করে।

যেমন:- মুসলিম শারীফ-এ লিপিবদ্ধ রয়েছে। হাযরাত আবু হুরাইরা রাদ্বীআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাবুক যুদ্ধে যখন সাহাবায়ে কেরামগন ক্ষুধার্ত হলেন, আর তাদের কাছে আহারের কোন ব্যবস্থা হল না, তখন হাযরাত উমার রাদ্বীআল্লাহু আনহু নাবী

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

পাক আলাইহিস সালামের নিকট উপস্থিত হয়ে আরয করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমাদের কাছে আহারের যা কিছু বস্তু রয়েছে, তা একত্রিত করে তার উপর বরকতের জন্য যদি দো'আ করতেন খুবভালো হত। অতএব নাবী পাক আলাইহিস সালাম একটি চামড়ার দস্তরখানা বিছালেন এবং সাহাবাদের আদেশ করলেন যে, তোমাদের কাছে বা আহারের বস্তু আছে এই দস্তরখানায় রেখে দাও। অত:পর কেউ এক মুষ্ঠি জও, কেউ এক মুষ্ঠি খেজুর, আবার কেউ রুটির কিছুটা অংশ ইত্যাদি দস্তর খানায় উপস্থিত করলেন। অত:পর নাবী পাক আলাইহিস সালাম সেই বস্তুগুলির উপর বরকতের দো'আ করলেন এবং বললেন, তোমরা এখন এ বস্তু গুলিকে নিজের নিজের পাত্রে রাখ।

*আর মিশকাত শারীফ-এ বর্ণিত আছে হাযরাত আনাস রাদ্বীআল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত, তিনার মা হাযরাত উম্মে সোলাইম রাদ্বীআল্লাহু আনহা কিছু খেজুর, ঘি এবং পানীকে একত্রিত করে মালিদা তৈরী করলেন, আর একটি থালায় রেখে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে উপস্থিত করলেন। নাবী পাক আলাইহিস সালাম তা সামনে রাখার আদেশ দিয়ে হাযরাত আনাসকে লোকজনদের ডাকার নির্দেশ দিলেন। হাযরাত আনাস বলেন, আমি লোকজনেদের ডেকে বাড়ী ফিরে দেখি বাড়ীতে মানুষ ভরে গেছে , যার সংখ্যা প্রায় ৩০০ জন হবে। হাযরাত আনাস বলেন, অত:পর নাবী পাক আলাইহিস স্বালাত ওয়াস সালাম নিজের হাত মোবারক সেই মালিদায় রেখে যা আল্লাহ্ তা'আলা চাইলেন পাঠ করলেন। অত:পর নাবী পাক আলাইহিস সালাম বাড়ীভর্তি সাহাবাদের মধ্যে দশ দশ জন সাহাবাদের ডেকে তা থেকে খাওয়ার আদেশ দিলেন।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

উপস্থিত সমস্ত সাহাবাগন তা হতে আহার করলেন। হাযরাত আনাস বলেন, অত:পর নাবী পাক আলাইহিস সালাম আমাকে অবশিষ্ট মালিদার থালাটি উঠিয়ে নিতে বল্লেন। আমি থালাটি উঠালাম। উঠার পর আমি বুঝতে সক্ষম হলাম না যে, থালা যখন আমি নাবী পাক আলাইহিস সালামের সামনে রেখেছিলাম, তখন থালাটির ওজন বেশী ছিল? না থালাটি উঠাবার সময় বেশি ভারী মনে হলো? কারন থালাতে মালিদার পরিমানের কোন ঘাটতি হইনি।

*এধরণের বহু হাদীস শারীফ থেকে প্রমান পাওয়া যায় যে, নাবী পাক আলাইহিস সালাম আহারের বস্তু সামনে রেখে তার উপর কিছু তেলাওয়াত ও দো'আ করেছেন ফলে তাতে আল্লাহ্ তা'আলার বরকতের মিশ্রণ হয়েছে।

*নাবী পাক আলাইহিস সালামের উক্ত সুন্নাতকে পালন করার উদ্দেশ্যে ও আল্লাহ তা'আলার রাহমাত ও বারকাত প্রাপ্তির কারনে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত ফাতেহার বস্তু সামনে রেখে দো'আয়ে খায়ের করেন।

*তাছাড় যদি খাওয়ার বস্তু সামনে রেখে দো'আ করা নিষিদ্ধ হত, তাহলে নাবী পাক আলাইহিস সালাম খাওয়ার পূর্বে বিসমিল্লাহ্ ও দো'আ এবং খাওয়ার পর দো'আ করার আদেশ দিতেন না।

(৫) প্রশ্ন:- দো'আর সময় ফাতেহার বস্তু সামনে রাখা জরুরী কি?

উত্তর:- দো'আর সময় ফাতেহার বস্তু সামনে রাখা জরুরী মনে করা ভুল ধারণা। ফাতেহার বস্তু সামনে রেখে দো'আ ইত্যাদি করা উত্তম পদ্ধতি যা উপরেরর বর্ণিত হাদীস শারীফ দ্বারা প্রমানিত।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

জরুরী বা ওয়াজিব নয়।

তিজা,দাসওয়া ও চল্লিশা সম্পর্কে প্রশ্ন-উত্তর

(৬) প্রশ্ন:- ঈসালে সাওয়াব তিন, দশ ও চল্লিশ দিন ছাড়া কি পালন করা যায় না? যদি এই দিন গুলি ছাড়া অন্যদিন গুলিতে পালন করা যায়, তাহলে বিশেষ এই দিনগুলিতেই কেন পালন করা হয়?

উত্তর :- হুজুর আলা হাযরাত ইমাম আহ্মাদ রেজা আলাইহির রাহ্মা "ফাতাওয়ায়ে রেজবিয়া" তে লিখেছেন, ঈসালে সাওয়াবের জন্য এটা ভাবা যে তিজার ফাতেহা তৃতীয় দিনেই, দোশয়ার ফাতেহা দশম দিনেই এবং চল্লিশার ফাতেহা চল্লিশতম দিনেই জরুরী, নচেত গ্রহণ হবে না, সম্পূর্ণ ভুল। জানা থাকা দরকার যে, উক্ত দিন গুলিতে ঈসালে সাওয়াবের ফাতেহা এই জন্য করা হয় না যে, এই দিন গুলি ব্যতিত অন্য দিনে ঈসালে সাওয়াবের ফাতেহা গ্রহণ যোগ্য নয়। বরং উক্ত দিন গুলিতে ফাতেহা আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু বান্ধবদের অংশ গ্রহণ সহজ করার লক্ষ্যে করা হয়। আহলে সুন্নাত ওয়া জামাতের এটা মটেই ধারণা নয় যে, উক্ত দিন গুলিতে ঈসালে সাওয়াবের ফাতেহা জরুরী । বরং ঈসালে সাওয়াবের ফাতেহা যখনই করেন তা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট গ্রহণ যোগ্য।

(৭)প্রশ্ন:- এবার প্রশ্ন হল, আত্মীয় স্বজন, বন্ধ-বান্ধব ও দরিদ্র বক্তিদের অংশ গ্রহণকে সহজ করার লক্ষে উক্ত দিন গুলিকেই কেন নির্ধারন করা হল?

উত্তর:- ঈসালে সাওয়াবের ফাতেহা তৃতীয় দিন করার কারণ

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

হল, হুজুর নাবী পাক আলাইহিস স্বালাত ওয়াস সালাম শোক পালনের জন্য তিন দিন নির্ধারন করেছেন। শুধু স্ত্রী চার মাস দশ দিন শোক পালক করবে। ফলে আমাদের সালফে সালেহীনগন সে দিনকে দো'আ ও সাদক্বা খাইরাত এর জন্য নির্ধারন করেছেন। যাহাতে সেদিন আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু বান্ধব একত্রিত হয়ে মাইয়েতের জন্য দো'আ ও ইস্তেগ্‌ফারের সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির লোক জনদের শান্তনা দিতে পারে।

আর দশম দিনকে ঈসালে সাওয়াব এর ফাতেহা ও সাদক্বা খাইরাতের জন্য নির্ধারন করার কারণ হল, বিগত অম্বিয়া কেরাম আলাইহিমুস সালাম ও আওলীয়ায়ে এজাম রাদ্বীআল্লাহু আনহুম এর ঘটনা বলীর অধ্যায়ন দ্বারা বোঝা যায় যে, দশ তারিখ আল্লাহ তা'আলার নিকট একটি গুরুত্ব পূর্ণ ও গ্রহণ যোগ্য দিন। কারন,হাযরাত আদাম আলাইহিস সালামের দুনিয়ায় আগমন ও তার তৌবা গ্রহন, হাযরাত নুহ আলাইহিস সালামের নৌকা প্রান্ত লাগা, হাযরাত ইসমাঈল আলাইহিস সালাম এর কুরবানী হতে নাজাত, তাঁর পরিবর্তে দুম্বা কুরবানী, হাযরাত ইউনুস আলাইহিস সালামএর মাছের পেট হতে পরিত্রান, হাযরাত ইয়াকুব আলাইহিস সালামের নিজ পুত্র হাযরাত ইউসুফ আলাইহিস সালামের সঙ্গে সাক্ষাত, হাযরাত মূসা আলাইহিস সালামের ফিরআউন-এর জুলম হতে নাজাত এবং হাযরাত হুসাইন রাদ্বীআল্লাহু আনহুর কারবালার প্রান্তরে শাহাদাত বরণ ইত্যাদি ঘটনা গুলি দশ তারিখেই হয়েছে। ফলে আমাদের সালফে সালেহীন গন সেই দিনকে ঈসালে সাওয়াবের জন্য নির্ধারন করেছেন। আর চল্লিশ তম দিনকে ঈসালে সাওয়াবের জন্য নির্ধারন করার কারণ হল,

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

যেভাবে ইসলামের ইতিহাসে দশ তারিখের একটি গুরুত্ব রয়েছে সেমতই চল্লিশ সংখ্যাটিরও ইসলাম শরিয়তে একটি গুরুত্ব পাওয়া যায়। কারণ, হাযরাত আদম আলাইহিস সালাম এর খমির চল্লিশ বছর ধরে এক অবস্থায় ছিলো। আবার চল্লিশ বছর পর তা সুখিয়েছিল, মায়ের গর্ভে চল্লিশ দিন পর্যন্ত সন্তান নুতফা হয়ে থাকে আর চল্লিশ দিনে তা রক্তে পরিণত হয়, আবার চল্লিশ দিনে তা মাংসে পরিণত হয়ে থাকে।বেশির ভাগ নাবিগনকে চল্লিশ বছর বয়সে নাবুওয়াত প্রকাশের আদেশ করা হয়েছে। হাযরাত মূসা আলঅইহিস সালামকে তুর পাহাড়ে চল্লিশ দিন এতেকাফ করার আদেশ দেওয়া হয়েছিল ইত্যাদি। তাই আমাদের সালফে সালেহীন চল্লিশ সংখ্যার গুরুত্ব অনুভাব করে মাইয়্যাতের ইন্তেকালের পর চল্লিশতম দিনকে ঈসালে সাওয়াবের মহফিলের জন্য নির্ধারন করেছেন। আর নাবী মুস্তাফা আলাইহিস স্বালাত ওয়াস সালাম বলেন।

مَارَآهُ الْمُسْلِمُوْنَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَا للّٰهِ حَسَنٌ

অর্থাৎ:- যে কর্মকে মুসলমানগন ভালো মনে করে তা আল্লাহর নিকটও ভালো হয়ে যায়।

তবে, আহলে সুন্নাত ওয়া জামাতের এটা মটেই আক্বীদা নয় যে, উক্ত দিনগুলি ব্যতিত অন্য কোন দিনে যদি ঈসালে সাওয়াবের মহফিল আয়োজন করা হয়, তাহলে তা গ্রহণ যোগ্য নয়। বরং যে কোন সময় ও দিনে সাহায্যাতের জন্য দোআ, সাদকা ও মাহফিল করা হবে তা আল্লাহর কাছে গ্রহনযোগ্য হবে।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

নফল এবাদত পালনের জন্য দিন তারিখ নির্ধারন

(৮) প্রশ্ন:- *নফল ইবাদত পালনের জন্য দিন তারিখ নির্ধারন করার প্রমান কি কোর-আন ও হাদীসে পাওয়া যায়? যদি না পাওয়া যায়, তাহলে উক্ত দিন গুলির ইসলামে গুরুত্ব থাকা সত্ত্বেও তা ঈসালে সাওয়াবের জন্য নির্ধারন করা কি করে সঠিক হতে পারে ?*

উত্তর:- *নফল এবাদত পালনের জন্য তারিখ ধার্য্য করার প্রমান একাধিক সহীহ হাদীসে পাওয়া যায়।*
যেমন:-বোখারী শারীফ প্রথম খন্ড পৃষ্ঠা নং ১৫৯ এ বর্ণিত রয়েছে।

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَاتِى مَسجِدَقُبَاء كُلَّ سَبْتٍ مَاشِيًا وَرَاكِبًا فَيُصَلِّى فِيْهِ رَكْعَتَيْنِ

অর্থাৎ:- *হাযরাত আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমার রাদ্বীআল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত। তিনি বলেন নাবী কারীম আলাইহিস স্বালাত ওয়াস সালাম প্রতি সপ্তাহের (শনিবার) দিনে মসজিদে কোবা যেতেন । কখন পাঁয়ে হেটে আর কখন সাওয়ারী নিয়ে । এবং সেখানে দুই রাকাত (নফল) নামাজ আদা করতেন।*

ব্যাখ্যা:-উক্ত হাদীস শারীফ থেকে পরিস্কার প্রমান পাওয়া যায় যে, নাবী মুস্তাফা আলাইহিস সালাম মসজিদে কোবা যাওয়া এবং সেখানে দুই রাকাত নামাজ আদায়ের জন্য সপ্তাহের (শনিবার) দিনকে নির্ধারন করে ছিলেন। অথচ শরিয়তের তরফ হাতে এটা নির্ধারিত ছিলনা কারণ যদি শরিয়তের পক্ষ হতে নির্ধারিত হত, তাহলে

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

আমাদের প্রতিও তা করা জরুরী হত।
সেমতই, দরুদ শরীফ যা নামাজের বাইরে পাঠ করা হয়। তার জন্য শরিয়তের পক্ষ হতে কোন সময় ও কাল নির্ধারিত নেই। এটা মুস্তাহাব ও নফল কর্ম যা আপনি যে কোন সময় করতে পারেন। কিন্তু নাবীয়ে আকরাম আলাইহিস স্বালাত ওয়াস সালাম বেশি দরুদ শারীফ পাঠের জন্য শুক্রবার দিনকে নির্ধারন করেছেন। শুক্রবার দিনের মর্যাদার কারনে। যেমন, মিশকাত শারীফ প্রথম খন্ড এবং আবু দাউদ শারীফ প্রথম খন্ড পৃষ্ঠা নং ১৫৭এ বর্ণিত আছে।

اِنَّ مِنْ اَفضَلِ اَيَّامِكُمْ يَوْمُ الجُمعَةِ فِيْهِ خُلِقَ آدَمُ وَ فِيْهِ قُبِضَ وَ فِيْهِ النَّفْخَةُ وَفِيْهِ الصَّعْقَةُ فَأَكْثِرُوا عَلَىَّ مِنَ الصَلٰوةِ فِيْهِ فَاِنَّ صَلٰوتَكُمْ مَعْرُوْضَةٌ عَلَىَّ.

অর্থাৎ:- *(নাবী কারীম আলাইহিস সালাম বলেন) তোমাদের দিনগুলির মধ্যে সর্বত্তম দিন হল জুমা / শুক্রবার দিন।(কারন) সে দিনেই আদাম আলাইহিস সালাম কে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর সেই দিনেই তিনার ইন্তেকাল হয়েছে। সেই দিনেই সূর ফুঁকান হবে। আর সেই দিনেই মানুষের মধ্যে বেহুশির আমগন হবে। সুতরাং সে দিন আমার প্রতি তোমরা বেশি বেশি দরুদ শারীফ পাঠ করো। কারণ তোমাদের সমস্ত দরুদ আমার কাছে পৌছানো হয়।*

**আর তিরমিযী শারীফ প্রথম খন্ড পৃষ্ঠা নং ৯৩ এ হাযরাত আয়েশা রাদ্বীআল্লাহু আনহা কর্তৃক বর্নিত একটি হাদীসে তিনি বলেন,*

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَتَحَرَّى صَومَ الْاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسِ

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

ঈসালে সাওয়াবের অকাট্য প্রমাণ

অর্থাৎ! *নাবী পাক আলাইহিস সালাম প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোজা রাখতেন*

ব্যাখ্যা:- *হুজুর নাবী পাক আলাইহিস সালামের রোজা নফল ছিলো, যা আদায়ের জন্য শরিয়াতের পক্ষ হতে কোন দিন নির্ধারিত নেই। তাসত্ত্বেও তিনি প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার কে নিজের নফল রোজার জন্য নির্ধারন করেছিলেন। যদি এটা অবৈধ হত, তাহলে তিনি একাজ কখনও করতেন না।*

সেমতই, বোখারী শারীফ প্রথম খন্ড পৃষ্ঠা নং -৪১৪এ হাযরাত কাআব বিন মালিক রাদ্বীআল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত রয়েছে।

اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ يَوْمَ الْخَمِيْسِ فِى غَزْوَةِ تَبُوْكٍ وَكَانَ يُحِبُّ اَنْ يَخْرُجَ يَوْمَ الْخَمِيْسِ

অর্থাৎ:- *হুজুর আলাইহিস স্বালাত ওয়া সালাম বৃহস্পতিবার দিনে তাবুক যুদ্ধের জন্য বের হলেন। এবং তিনি বৃহস্পতিবার দিনকেই সফরে যাওয়ার জন্য পছন্দ করতেন।*

ব্যাখ্যা:- *প্রিয় পাঠক বৃন্দ! যুদ্ধ যদিও সে সময় ফরয ছিলো। কিন্তু যুদ্ধে যাওয়ার জন্য শরিয়াতের পক্ষ হতে কোন দিনকে নির্ধারন করা হয়নি। তাসত্ত্বেও নাবী পাক আলাইহিস সালাম যুদ্ধে যাওয়ার জন্য বিশিষ্ঠএক দিনকে নির্ধারন করলেন।*

উপরের আলোচনা হতে আপনারা নিশ্চয় অবগত হয়েছেন যে, যে

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

ঈসালে সাওয়াবের অকাট্য প্রমাণ

এবাদতের জন্য শরিয়াতের তরফ হতে কোন সময় বা দিন নির্ধারিত নেই। সেই এবাদতের জন্য সময় বা দিন নির্ধারন করা অবৈধ ও বিদ্আত নয়। বরং নাবী মুস্তাফা আলাইহিস সালাম এবং সাহাবাগনের সুন্নাত। সাহাবাগনের সুন্নাত হওয়ার কারন হল, সাহাবাগন নাবী মুস্তাফা আলাইহিস সালাম কে যা করতে দেখতেন বারন না করা পর্যন্ত সে কাজকে তিনারাও করতেন। সুতরাং জুমা বা শুক্র বার দিনে তিনারা নিশ্চয় বেশি বেশি দরুদ পাঠ করেছেন।

তাছাড়া মুসান্নাফ্ ইবনে আবী শাইবা গ্রন্থে বর্ণিত রয়েছে।

اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَاتِى قُبُوْرَ الشُّهَدَاءِ بِاُحُدٍ عَلٰى رَأْسِ كُلِّ حَوْلٍ

অর্থাৎ:- *নাবী পাক আলাইহিস সালাম প্রতি বছরের শুরুতে উহুদ পাহাড়ের পাশে সহিদগনের মাজারে যেতেন।*

আর! মুসান্নাফ্ আব্দুর রাজ্জাক তৃতীয় খন্ড হাদীস নং ৬৭১৬ এ আছে।

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِىُّ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَاتِى قُبُوْرَ الشُّهَدَاءِ عِنْدَ رَأْسِ الْحَوْلِ فَيَقُوْلُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ بِمَاصَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ قَالَ وَ كَانَ اَبُوْبَكْرٍ وَ عُمَرَ وَعُثْمَانَ يَفْعَلُوْنَ ذٰلِكَ

অর্থাৎ:- *হাযরাত মোহাম্মাদ ইবনে ইব্রাহিম তাইমি কর্তৃক*

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী পাক আলাইহিস সালাম প্রতি বছরের শুরুতে শহিদগনের মাজারে (উহুদ পাহাড়ে) যেতেন। অত:পর বলতেন, তোমাদের প্রতি শান্তি অবতির্ন হক সেই কর্মের বদলায় যার উপর তোমরা সবুর করেছো। তোমাদের জন্য আখেরাতে ভালো ঠিকানা রয়েছে। (বর্ণনা কারী) বলেন নাবী পাক আলাইহিস সালাম এর পরে হাযরাত আবু বাকার, উমার ও উসমান রাদ্বীআল্লাহু আনহুমও সেই রূপ করতেন।

ব্যাখ্যা:- শ্রদ্বিয় মুসলিম সমাজ! নফল ও মুস্তাহাব এবাদত পালনের জন্য কোন দিন ও সময় নির্ধারন করা অবৈধ ও বিদআত নয় উপরের আলোচনা ও হাদীস গুলি থেকে দিবালোকের ন্যায় পরিস্কার। সুতরাং ঈসালে সাওয়াবের মহ্‌ফিল আয়োজনের জন্য তিন, দশ ও চল্লিশ সংখ্যাকে নির্ধারন করাও কোন অবৈধ ও নাজায়েয কর্ম হবে না। বরং হাদীস শারীফ হতে তার বৈধতা ও সুন্নাত হওয়া প্রমানিত । এবং শেষের দুই হাদীস শারীফ দ্বারা এটাও প্রমান পাওয়া যায় যে, ওলী ও সাহাবাদের মাযারে যাওয়া নাবী পাক আলাইহিস সালাম এবং তাঁর প্রিয় সাহাবাগনের সুন্নাত। *ইয়া আল্লাহ ! তুমি আমাদের প্রতি রহমত ও বরকতের বর্ষণ করো। আমাদের গুনাহ ক্ষমা করো। এবং আমাদেরকে কোর-আন ও হাদীস শারীফের সঠিক জ্ঞান অর্জন করে তার উপর দৃঢ় ভাবে আমল করে নিজের জীবনকে অতিবাহিত করার শক্তি প্রদান করো । আমীন বেজাহে সাইয়েদিল মুরসালীন আলাইহিস স্বালাত ওয়াস সালাম।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

مَوْلَایَ صَلِّ وَ سَلِّمْ دَائِمًا اَبَدًا ... عَلٰی حَبِیْبِكَ خَیْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ

وَاَكَّدَتْ زُهْدَهُ فِیْهَا ضَرُوْرَتُهٗ ... اِنَّ الضَّرُوْرَةَ لَا تَعْدُوْ عَلَی الْعِصَمِ

وَكَیْفَ تَدْعُوْ اِلَی الدُّنْیَا ضَرُوْرَةُ مَنْ ... لَوْلَاهُ لَمْ تَخْرُجِ الدُّنْیَا مِنَ الْعَدَمِ

مُحَمَّدٌ سَیِّدُ الْكَوْنَیْنِ وَالثَّقَلَیْنِ ... وَالْفَرِیْقَیْنِ مِنْ عُرْبٍ وَمِنْ عَجَمِ

نَبِیُّنَا الْاٰمِرُ النَّاهِیْ فَلَا اَحَدٌ ... اَبَرُّ فِیْ قَوْلٍ لَا مِنْهُ وَلَا نَعَمِ

مَا قَالَ "لَا" قَطُّ اِلَّا فِیْ تَشَهُّدِهٖ ... وَلَا "نَعَمْ" قَطُّ اِلَّا جَائَتِ النَّعَمِ

هُوَ الْحَبِیْبُ الَّذِیْ تُرْجٰی شَفَاعَتُهٗ ... لِكُلِّ هَوْلٍ مِنَ الْاَهْوَالِ مُقْتَحِمِ

مَوْلَایَ صَلِّ وَ سَلِّمْ دَائِمًا اَبَدًا ... عَلٰی حَبِیْبِكَ خَیْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ

সমাপ্ত

www.YaNabi.in